উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

২৬ ভাদ্র ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 12 September 2025 Friday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 116

SAATCHI & SAATCHI

সবুজ বিপ্লবের লক্ষ্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের

উত্তরের কৃষিবাণীতে চাষে মুশকিল আসান

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১১ সেপ্টেম্বর : কৃষকদের সুবিধার্থে এবার 'উত্তরের কৃষিবাণী' নামে রেডিও অ্যাপ চালু করছে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিকরণের যৌথ উদ্যোগে অ্যাপটি তৈরি হচ্ছে। রেডিও অ্যাপটি চালু হলে উত্তরের আটটি জেলার কৃষকরা নিজেদের ভাষায় কৃষি সম্পর্কে সম্যক ধারণা যেমন পাবেন তেমনই চাষবাদ, ফসলের রোগবালাই সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য, বাজারদর, সরকারি সহায়তা, কৃষির পদ্ধতিগত পরামর্শও পাবেন। মিলবে আবহাওয়ার পূর্বাভাস সহ বিভিন্ন বিষয়। স্মার্টফোন ব্যবহার করে কৃষিকে আরও সহজ করে তুলতেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগ। অ্যাপ তৈরির প্রক্রিয়া বর্তমানে শেষপর্যায়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ দেবব্রত বসু বলেন, 'কৃষি সম্প্রসারণে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা আমরা করেছি। এতে উত্তরের আটটি জেলার কৃষকরা নিজেদের ভাষায় তাঁদের জেলার চাষাবাদ সম্পর্কিত বিষয়ে উপযুক্ত তথ্য পাবেন।'

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা কোচবিহার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার সুব্রত মান্না এই অ্যাপটি তৈরি করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের প্রথম বর্ষের ছাত্ররাই বিষয়বস্তু নির্বাচন করে তা তৈরি এবং এডিটিংয়ের পর অ্যাপটিতে আপলোড করবেন বলে জানা গিয়েছে। অ্যাপটিতে জেলা অনুযায়ী বিভিন্ন স্লট থাকবে। অ্যাপটি খুলে নিজেদের জেলায় ক্লিক করলেই কোন ধরনের চাষবাদ সম্পর্কিত বিষয়ে তাঁরা জানতে চাইছেন, সেই তালিকা চোখের সামনে চলে আসবে। এরপর কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার কিংবা উত্তর দিনাজপুরে বাংলা ভাষায়, দার্জিলিং কিংবা কালিম্পংয়ে নেপালি ভাষায় সেই অডিও শুনতে পাবেন সেখানকার কৃষকরা। এখনও যেহেতু অ্যাপটি তৈরির কাজ শেষ হয়নি, ফলে এমন তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। অ্যাপটি চালু হলে মোবাইলের প্লে স্টোর থেকে তা ডাউনলোড করে কৃষকরা তাঁদের সুবিধামতো অ্যাপটি ব্যবহার করতে পারবেন। কী থাকবে এই অ্যাপটিতে? সেখানে মূলত চারটি বিভাগ রয়েছে। অ্যাপটিতে প্রবেশ করলে বিষয়বস্তু, সাক্ষাৎকারভিত্তিক আলোচনা, প্রশ্নোত্তর এবং আবহাওয়া সম্পর্কিত বিষয়ে জানার সুযোগ পাবেন কৃষকরা। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, অ্যাপটি তৈরি হলে সপ্তাহে দু'দিন আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং সতর্কবার্তা সংক্রান্ত তথ্য দেওয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি সম্প্রসারণ অধিকর্তা প্রভাতকুমার পাল বলেন, 'বর্তমান সময়ে কৃষকরাও খুব ব্যস্ত। রেডিওতে এধরনের অনুষ্ঠান হলেও নির্দিষ্ট সময়ে তা না শুনলে পরে আর তা শোনার সুযোগ থাকে না। তাই কৃষকদের সুবিধার্থে এই অ্যাপটি তৈরি করা হচ্ছে। নানান পরামর্শ পেলে ওঁদের জীবন ও জীবিকার আরও উন্নতি হবে বলে আমরা আশাবাদী।'

কু ঝিক ঝিক।। শরতের বিকেলে মাদারিহাটের পথে তোর্ষা নদীর উপর। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

বোনাস মিলতেই খুশির হাওয়া

নতুন জামা পরে ঠাকুর দেখবেন অসুররা

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ১১ সেপ্টেম্বর : একটা সময় ওঁদের দুর্গাপুজোয় অংশগ্রহণ করাই ছিল নিষিদ্ধ। উত্তরবঙ্গের পিছিয়ে পড়া জনজাতি অসুর সম্প্রদায়ের লোকজন মূলত প্রাচীন সংস্কারের জেরেই এতদিন শারদোৎসব থেকে দূরে থাকতেন। প্রবীণরা বিশ্বাস করতেন, দেবী দুর্গা তাঁদের পূর্বপুরুষ মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন। তাই পুজোর চারদিন তাঁরা নিজেদের ঘরবন্দি করে রাখতেন। তবে বর্তমান গবেষণা বলছে, পৌরাণিক অসুরের সঙ্গে ওই অসুর সম্প্রদায়ের কোনও যোগ নেই। আলিপুরদুয়ারের জনজাতি গবেষক প্রমোদনাথ সেকথা স্পষ্ট করেছেন। তাই বর্তমান শিক্ষিত প্রজন্ম মহানন্দে দুর্গাপুজোতে শামিল হচ্ছে। বাগান কর্তৃপক্ষের তরফে ২০ শতাংশ হারে বোনাস পেয়ে তাঁরা পুজোর জামাকাপড় কিনেছেন। আলিপুরদুয়ারের মাঝেরডাবরি সহ জলপাইগুড়ি জেলার কয়েকটি চা বাগানে এখন অসুর সম্প্রদায়ের বসবাস। অসুরদের বর্তমান প্রজন্ম বিশ্বাস করে, দুর্গাপুজো একটি সামাজিক উৎসবও। তাই আনন্দের রোশনাইয়ে তাঁরা মেতে ওঠেন। আলিপুরদুয়ার শহর লাগোয়া মাঝেরডাবরি চা বাগানের ষাটোর্ধ্ব বিফাই অসুর একসময় পুজোর চারদিন ঘরবন্দি থাকতেন। তবে এখন শুধু ঘর থেকে বেরোন তাই নয়, বরং প্রতিমা দেখতে মণ্ডপেও যান।

মাঝেরডাবরি ছাড়াও জলপাইগুড়ির নাগরাকাটা, বানারহাট, মেটেলি সহ বেশ কিছু এলাকায় অসুর সম্প্রদায় বসবাস করে। একসময় সম্প্রদায়ের অনেকের বিশ্বাস ছিল, আর্যরা কখনও অনার্যদের দেবতা হুদুড় দুর্গার সঙ্গে পেরে উঠছিলেন না। তাই দেবীরূপী দুর্গাকে সামনে এগিয়ে দিয়ে মহিষাসুরের সঙ্গে প্রতারণা করেছিলেন। সেই থেকেই তাঁরা পুজোর সময় শোকের উৎসব দাসাই পরব পালন করতেন। পুজোয় শামিল না হওয়ার রীতি বহুদিন ধরে রেখেছিলেন সেকেলেরা অসুররা। এবার তিনি বললেন, 'আগে পুজোর চারদিন ঘরে থাকতাম। কিন্তু এখন সময় পালটেছে। তাই পুরোনো সংস্কার ভুলে আমরা দুর্গাপুজোয় শামিল হই।'

তবে জলপাইগুড়ি জেলার যেসব বাগানে এখনও বোনাস হয়নি সেইসব অঞ্চলের অসুর সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে এখন কিছুটা বিষাদের সুর। তাঁদের আশা, বোনাস পেলেই সকলে পুজোর আনন্দে শামিল হবেন। পুজোর আনন্দে মেতে সুরাজ অসুর বলেন, 'বাবা বাগানের বোনাস পাওয়ার পরেই পুজোর জামাকাপড় কিনে দিয়েছে।'

শান্তি থাকুক, বার্তা মমতার

বাগডোগরা, ১১ সেপ্টেম্বর : সবাইকে শান্তি বজায় রাখার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অশান্ত নেপাল। এখনও জ্বলছে কাঠমান্ডু সহ পড়শি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত। এই পরিস্থিতিতে দু'দিনের উত্তরবঙ্গ সফর শেষে বৃহস্পতিবার দুপুরে বিশেষ বিমানে বাগডোগরা থেকে কলকাতায় ফিরে গেলেন মমতা। এদিন উত্তরকন্যা থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকরের কাছ থেকে জেনে নেন, এলাকার পরিস্থিতি সম্বন্ধে। এরপর তিনি বলেন, 'সব ভালো থাক, শান্ত থাক। প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুরু হয়েছে। পুজো প্যান্ডেলগুলোতে ঠিকমতো কাজ করতে পারছে না। আমি সবাইকে অনুরোধ করছি, কারও যাতে কোনও অসুবিধে না হয়। সবাই দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করুন।'

অ্যাফিডেভিট

আমার পুত্রের জন্ম শংসাপত্রে নাম ভুল থাকায় গত 8/7/2025 তারিখে J.M. 1st Class কোর্ট কালনা পূর্ব বর্ধমান হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Arzu Sarkar এবং Master Arzu Sarkar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল। আশীষ কুমার সরকার কালনা বর্ধমান। (C/117480)

●

আমি শ্রী Dulal Biswas S/O Abinash Biswas, দক্ষিণ মৌয়ামারি বার্নিশ ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি। গত 1.9.25 তারিখে জলপাইগুড়ি এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট [নং 18249] বলে Dulal Biswas S/O Abinash Biswas ও Dulal Kumar Biswas S/O A. Biswas একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হলাম। (S/C)

●

আমি মসিরুদ্দিন মণ্ডল, পিতা মৃত দছিরুদ্দিন মণ্ডল, গ্রাম রামপুর কিসমত, পোঃ পতিরাম, থানা- বালুরঘাট (বর্তমানে পতিরাম), জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর। আমার ভোটার কার্ড ও আধার কার্ডে নাম রয়েছে মসিরুদ্দিন মণ্ডল। কিন্তু আমার ছেলে মেহেদি হাসান মণ্ডলের বার্থ সার্টিফিকেটে ভুলবশতঃ আমার নাম লেখা রয়েছে দছিরুদ্দিন মণ্ডল। এমতাবস্থায় গত 26.8.2025 দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার, বালুরঘাট আদালতের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট ক্লাস) এর অ্যাফিডেভিট বলে আমার ছেলের বার্থ সার্টিফিকেটে ভুল নাম দছিরুদ্দিন-এর পরিবর্তে আমার প্রকৃত নাম মসিরুদ্দিন মণ্ডল করতে চাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে। (C/118235)

●

আমি আল্রিয়াস নার্জিনারী, পিতা মৃত জঙ্গল সিং নার্জিনারী, গ্রামঃ গারোখুটা, পোঃ সাতালপুর, থানাঃ শামুকতলা, জেলাঃ আলিপুরদুয়ার। আমি গত ১৭/১০/২০১৪ তারিখে গির্জা লাইন, পোঃ চুনিয়া, থানাঃ শামুকতলা, জেলাঃ আলিপুরদুয়ার নিবাসী শ্রী ভিক্টর ওরাও এবং শ্রীমতি আলবিনা ওরাও-এর কন্যা কুমারি মেরি নার্জিনারী-কে আলিপুরদুয়ার কোর্টে নোটারি ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা উভয় সম্মতিতে দত্তক কন্যা হিসেবে গ্রহণ করি। কিন্তু বর্তমানে এই দত্তক কন্যা তার জন্মদাতা পিতা-মাতার কাছে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করায় উভয় পরিবারের সম্মতিতে গত ০৪/০৯/২০২৫ তারিখে আলিপুরদুয়ার নোটারি পাবলিক দ্বারা পূর্বের দত্তক চুক্তিপত্র বাতিল বলে ঘোষণা করলাম এবং ভবিষ্যতে এই কন্যার উপর আমার/আমার পরিবারের আর কোনও দাবী/অধিকার থাকবে না বলে ঘোষণা করলাম। (C/117080)

অ্যাফিডেভিট

আমার ভোটার ID কার্ড নং TSX2034767 ঠিকানা ভুল রয়েছে এবং আমার কার্ড নং 4899 9984 5705 নাম ভুল থাকায় গত 10-09-2025, নোটারী পাবলিক সদর কোচবিহার, প: ব:, অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Jamil Miya এবং Jamir Miya এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার ঠিকানা Vill. & P.O. Charaker Kuthi Dewanbosh, P.S. Kotwali, Dist. Cooch Behar, আমার বর্তমান এবং সঠিক ঠিকানা- Vill. & P.O. Tapurhat, P.S. Kotwali, Dist. Cooch Behar রূপে প্রতিষ্ঠিত হলো। (C/117200)

●

আমি Nabanita Nath Das পিতা Pramode Bhusan Nath আলিপুরদুয়ার নিবাসী গত 26.8.25 তাং Alipur 1st. Class J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Nabanita Nath Das ও Nabanita Nath এবং Nabanita Das এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (U/D)

●

আমি উকিল চন্দ্র বর্মন, পিতা মৃত গাদলু বর্মন, গ্রাম কেশরীবাড়ি (সিতাই) গত ৯/৯/২০২৫ দিনহাটা ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট-এর অ্যাফিডেভিট বলে উকিল বর্মনের পরিবর্তে উকিল চন্দ্র বর্মন হইলাম। (C/118237)

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
BISWADEEP
DIL MADHARAASI
*ing: Sivakarthi Keyan, Vidyut Jammwal Time : 1.15 P.M.
BAAGHI-4
*ing: Tiger Shroff, Sanjay Dutt
Time : 4.15, 7.15 P.M.

From 12th September to 21 September
at Dinabandhu Mancha
DHUMKETU
(Bengali)
Time : 4 P.M. & 7 P.M.

অ্যাফিডেভিট

আমি নির্মল শর্মা, পিতা: রঘুনাথ শর্মা, ঠিকানা: গুরুংবস্তি, দুর্গা নগর কলোনি প্রধান নগর, শিলিগুড়ি, জেলা: দার্জিলিং, পিন কোড 734003, শিলিগুড়ি নোটারি পাবলিক এর অ্যাফিডেভিট দ্বারা নির্মল কুমার শর্মা নামে পরিচিত হলাম। অ্যাফিডেভিট নং 39AA704763 dated : 10-09-2025. নির্মল শর্মা ও নির্মল কুমার শর্মা একই ব্যক্তি। (C/117975)

●

আমার পুত্রের জন্ম শংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকায় গত ১১.৯.২৫ তারিখে J.M. 1st ক্লাস কোর্ট জলপাইগুড়িতে অ্যাফিডেভিটের দ্বারা, Satalaxmi Sarkar ও Laxmi Sarkar এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হলাম। (C/117481)

●

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং AN 01 1992 0008451 আমার নাম এবং বাবার নাম ভুল থাকায় গত 11.09.2025. নোটারী পাবলিক, কোচবিহারে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Ashit Kumar Pathak এবং A.K. Pathak, S/o, Akhil Bandhu Pathak @ A.B. Pathak এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। চকচকা কলোনী, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/118101)

●

ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার নাম Shib Prasad Roy থাকায় দিনহাটা EM কোর্টে 02/09/25 তারিখে অ্যাফিডেভিট বলে Shib Prosad Roy হলাম। ফুলবাড়ি, মাশানপাঠ। (S/M)

ভারত সরকার, রেলওয়ে মন্ত্রণালয়
রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ড
কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি (সিইএন) নং- ০৪/২০২৫
সেকশন কন্ট্রোলারের বিভিন্ন পদে নিয়োগ
নির্দেশিকা বিজ্ঞপ্তি

যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে নিম্নের তালিকাটিতে উল্লেখিত সেকশন কন্ট্রোলারের পদের জন্য আবেদনের আহ্বান করা হচ্ছে। আবেদনপত্রটি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ :-১৪.১০.২০২৫। আবেদনপত্রগুলি সকলক্ষেত্রে সম্পূর্ণ করতে হবে এবং শুধুমাত্র অনলাইন মাধ্যমে জমা করতে হবে।

গুরুত্বপূর্ণ তারিখগুলি

আবেদনপত্র দাখিল করার সূচনার তারিখ : ১৫.০৯.২০২৫
আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সমাপ্তির তারিখ : ১৪.১০.২০২৫ (২৩ : ৫৯ ঘটিকায়)

পদের নাম	সপ্তম সিপিসি অনুসারে বেতনের স্তর	প্রাথমিক বেতন (টাঃ)	চিকিৎসা যোগ্যতা	০১.০১.২০২৬ এর অনুসারে বয়স	সম্ভাব্য শূন্যপদ (আরআরবি)
সেকশন কন্ট্রোলার	৬	৩৫৪০০	এ২	২০-৩৩ বছর	৩৬৮

প্রার্থীদের তাদের প্রাথমিক বিবরণ যাচাইকরণের জন্য আধার ব্যবহার করার জন্য দৃঢ়তার সহিত পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কারণ অনলাইনে আবেদনপত্রটি পূরণ করার সময়কালে, আধারবিহীন যাচাইকৃত আবেদনপত্রগুলি নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতিটি পদক্ষেপে বিশেষভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাইকরণের ফলে যে অসুবিধা এবং অতিরিক্ত সময় অপচয় হয় তা এড়িয়ে চলার জন্য। সাফল্যের সহিত যাচাইকরণটি সম্পূর্ণ করতে আধার ব্যবহার করুন এবং ওই আধারটিতে থাকা আপনার সম্পূর্ণ নাম এবং জন্মতারিখটি আপডেট হতে হবে আপনার দশম শ্রেণির উত্তীর্ণ পত্রে উপলব্ধ আপনার সম্পূর্ণ নাম এবং জন্মতারিখের সঙ্গে ১০০% মিলের জন্য। অনুরূপভাবে, আধারটিতে আপনার সাম্প্রতিক ছবি এবং সাম্প্রতিক বায়োম্যাট্রিক (আঙুলের ছাপ এবং চোখের মণি) অনলাইনে আবেদনপত্রটি পূরণ করার পূর্বে আপডেট করতে হবে।

আবেদনপত্রটি সম্পূর্ণরূপে ইঙ্গিতমূলক প্রকৃতির। আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য আবেদনকারীদের কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি নং ০৪/২০২৫ (সেকশন কন্ট্রোলার) অনলাইনে আবেদনপত্রটি পূরণ করার পূর্বে বিশদভাবে দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয়ভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি নং ০৪/২০২৫- এর বিস্তারিত বিবরণ, কোনও প্রকার সংশোধনী/সংযোজন/উল্লেখিত নিয়োগ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি সময় বিশেষে নিম্নের তালিকাতে উল্লেখিত আরআরবিগুলির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

সিইএন নং- ০৪/২০২৫-এ অংশগ্রহণকারী আরআরবিগুলির ওয়েবসাইট

আহমেদাবাদ www.rrbahmedabad.gov.in	গুয়াহাটি www.rrbguwahati.gov.in	প্রয়াগরাজ www.rrbald.gov.in
আজমের www.rrbajmer.gov.in	জম্মু শ্রীনগর www.rrbjammu.nic.in	রাঁচি www.rrbranchi.gov.in
ভোপাল www.rrbbhopal.gov.in	কলকাতা www.rrbkolkata.gov.in	সেকেন্দ্রাবাদ www.rrbsecunderabad.gov.in
ভুবনেশ্বর www.rrbbbs.gov.in	মালদা www.rrbmalda.gov.in	শিলিগুড়ি www.rrbsiliguri.gov.in
বিলাসপুর www.rrbbilaspur.gov.in	মুম্বই www.rrbmumbai.gov.in	বেঙ্গালুরু www.rrbbnc.gov.in
চণ্ডীগর www.rrbcdg.gov.in	মুজাফফরপুর ww.rrbmuzaffarpur.gov.in	গোরখপুর www.rrbgkp.gov.in
চেন্নাই www.rrbchennai.gov.in	পাটনা www.rrbpatna.gov.in	তিরুবনন্তপুরম www.rrbthiruvananthapuram.gov.in

নং. আরআরবি/এমইউএম/০৪-২০২৫ (সেকশন কন্ট্রোলার)/নোডাল/২০২৫
তারিখ : ১২.০৯.২০২৫ 'দালাল, প্রতারক, অবৈধভাবে চাকরি প্রদানের জালিয়াতি থেকে সতর্ক থাকুন।'

চেয়ারপার্সন
রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ড

NOTICE INVITING QUOTATION

Name of the work : NIQ for Auction of (A) old/condemn 40 nos Battery, scrap materials of old swm vehicles (BOT, FOT), (B) Sale of segregated dry waste under S.W.M. System, Tufanganj Municipality NIQ No. 01/2025-26/Auction/SWM, Date:10.09.2025, Memo No.847, Date:10.09.2025. Start date of dropping tender- 3.00 P.M. on 10.09.2025 to last date of dropping tender 3.00 P.M. on 22.09.2025. Tender opening date 23.09.2025. Details will be available at office Notice Board & web portal http://wbetenders.gov.in

Sd/-
Chairman,
Tufanganj Municipality
Po- Tufanganj, Dist- Cooch Behar

NOTICE INVITING e-TENDER N.I.e.T. No. KMG/EO-ET/06/2025-26, DATED: 02/07/2025(3rd Call)

Last date and time for bid submission- 18/09/2025 at 18.00 hours. For more information please visit: www.wbetenders.gov.in

Sd/-
Executive Officer
Kumargram Panchayat Samity
Kumargram :: Alipurduar

Corrigendum Notice of NIT No.40 of 2025-26 SL No- 1 to 4, 42 of 2025-26 SL No- 1 to 4, 43 of 2025-26 SL No- 1 to 4, 46 of 2025-26 SL No- 1 to 4 & 49 of 2025-26 SL No- 1 to 4

Corrigendum Notice of NIT No. **NIT No. DDP/N- 40 of 2025-26 SL No- 1 to 4, 42 of 2025-26 SL No- 1 to 4, 43 of 2025-26 SL No- 1 to 4, 46 of 2025-26 SL No- 1 to 4 & 49 of 2025-26 SL No- 1 to 4** Closing date extended upto 15/09/2025 14.00 Hours. Details of NIT may be seen in the website **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad**

Corrigendum Notice of NIT No. 55 of 2025-26 SL No- 1 to 8

Corrigendum Notice of NIT No. **NIT No.DDP/N55 of 2025-26 SL No- 1 to 8** Closing date extended upto 15/09/2025 14.00 Hours. Details of NIT may be seen in the website **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad**

MEKLIGANJ MUNICIPALITY
P.O.: MEKLIGANJ,
DIST.: COOCH BEHAR

A walk-in interview for the post Health Officer(Contractual) will be conducted on 23.09.2025(Tuesday) at 12:00 noon in the chamber of the Chairman, Mekliganj Municipality. For details, please visit our website www.mekhliganjmunicipality.org & www.sudawb.org.

**Sd/-
Chairman
Mekliganj Municipality**

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০৯৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১০০৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০৪৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১২৫৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১২৫৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

ট্রেনের পরীক্ষামূলক স্টপেজ

সংশোধনী

এই সংবাদপত্রে ১১.০৯.২০২৫ তারিখে প্রকাশিত উপরোক্ত শিরোনামের বিজ্ঞাপনের প্রেক্ষিতে ক্রমাঙ্ক নং-৯-এর বিবরণ নিম্নরূপ পড়তে হবেঃ

ট্রেন নং ও নাম	স্টেশন	সময় পৌঁ.	সময় ছা.	যে তারিখ থেকে থামবে
১৫০৯৭ ভাগলপুর-জম্মু তাওয়াই অমরনাথ এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ১১.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর]	ধরহরা	০১.১০	০১.১২	১২.০৯.২০২৫

অন্যান্য সকল বিবরণ অপরিবর্তিত থাকবে।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে

আজ টিভিতে

এমারজেন্সি (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) সন্ধে ৭.৫৫ জি সিনেমা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : বেলা ১১.০০ নায়ক, দুপুর ১.৩০ অন্যায় অবিচার, বিকেল ৪.৪৫ সাত পাকে বাঁধা, সন্ধে ৭.৪৫ শ্রীমান ভূতনাথ, রাত ১০.৪৫ বরবাদ
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.১৫ বদলা, দুপুর ১২.৩০ স্নেহের প্রতিদান, বিকেল ৪.০০ রণক্ষেত্র, সন্ধে ৭.০০ সেদিন দেখা হয়েছিল, রাত ১০.০০ খলনায়ক
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ কিডন্যাপ, বেলা ১১.৩০ তিন মূর্তি, দুপুর ২.৩০ আসল নকল, রাত ১২.০০ হীরক রাজার দেশে
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অন্তরতম
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অন্তরের ভালোবাসা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আমানত
জি সিনেমা : দুপুর ১২.১৫ জয় হো, ২.৪৯ মিশন রানিগঞ্জ, বিকেল ৫.০৫ অ্যান্টনি, সন্ধে ৭.৫৫ এমারজেন্সি (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার), রাত ১০.৫২ রাবণাসুরা
জি অ্যাকশন : বেলা ১১.৫৭ ক্রোকোডাইল আইল্যান্ড, দুপুর ১.৪৪ দবং, বিকেল ৪.২১ গজনি, সন্ধে ৭.৩০ পুলিশ পাওয়ার, রাত ১০.২৪ বিন্দি
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.৩১ ভাগমতী, বিকেল ৩.০৪ ব্রুস লি : দ্য ফাইটার, ৫.২৮ বিগ ধমাকা, সন্ধে ৭.৩০ ধমাল, রাত ৯.৫৩ স্নেক
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.২৭ দ্য কাশ্মীর ফাইলস, বিকেল ৪.১৩ জাজমেন্টাল হ্যায় কেয়া, সন্ধে ৬.১৫ তুফান, রাত ৯.০০ নাম শবানা, ১১.৩৩ এজেন্ট বিনোদ
স্টার মুভিজ : দুপুর ১.১৫ রিও টু, ২.৪৫ ন্যাশনাল ট্রেজার : বুক আ সিক্রেটস, বিকেল ৪.৪৫ ফোর্ড ভার্সেস ফেরারি, সন্ধে ৭.১৫ পোকেমন ডিটেকটিভ পিকাচু, রাত ৯.০০ অ্যাকুয়াম্যান অ্যান্ড দ্য লস্ট কিংডম, ১১.০০ কোনান দ্য বারবেরিয়ান

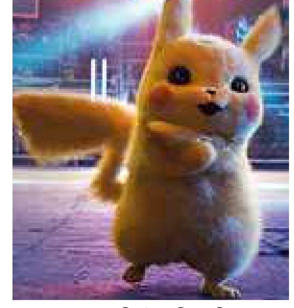

পোকেমন ডিটেকটিভ পিকাচু সন্ধে ৭.১৫ স্টার মুভিজ

স্নেহের প্রতিদান দুপুর ১২.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

সেভেন ওয়ার্ল্ডস, ওয়ান প্ল্যানেট সন্ধে ৭.১৮ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ধর্মচর্চায় আনন্দ লাভ। সুমধুর ব্যবহারের কারণে সমাজে প্রশংসিত হবেন। প্রেম নিয়ে ভাবনাচিন্তা। বৃষ : বাড়ির কোনও গুরুজনের শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা বাড়বে। সম্পত্তির কারণে ভাইবোনদের সঙ্গে ঝামেলা বাড়বে। মিথুন : দূর সম্পর্কীয় কোনও আত্মীয়ের সহযোগিতায় নামী বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি পেতে পারেন। দাম্পত্যে শান্তি বজায় থাকবে। কর্কট : কর্মক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ কোনও কর্তাব্যক্তির দ্বারা অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা। সংসারে আর্থিক সমস্যা নিয়ে টানাটানি থাকবে। সিংহ : ঘরের কোনও বিষয় নিয়ে বাইরের কোনও লোকের সঙ্গে আলাপচারিতায় যাবেন না। কন্যা : একাধিক উপায়ে উপার্জন ভালোই হবে। জনহিতকর কোনও কাজে অংশ নিয়ে মানসিক শান্তি মিলবে। তুলা : অন্যের উপর ভরসা করে কোনও কাজে হাত দিলে ঠকবেন। আধ্যাত্মিক চিন্তায় আগ্রহ বাড়বে। বৃশ্চিক : কর্মক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সুপারিশে পদোন্নতি। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের প্রচেষ্টায় ব্যবসায় উন্নতি ঘটবে। ধনু : সন্তানের পড়াশোনায় কৃতিত্ব ও সাফল্যের কারণে গর্বিত হবেন। কর্মসূত্রে বিদেশে যাওয়ার সম্ভাবনা। মকর : বেহিসাবি খরচের কারণে সঞ্চয়ে টান পড়বে। বাড়ির কোনও গুরুজনের স্বাস্থ্যের কারণে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। কুম্ভ : পারিবারিক কারণে ভ্রমণ বাতিল করতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে গোপন শত্রুতা থেকে সাবধান থাকবেন। মীন : যেচে কাউকে উপকার করতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। কর্মপ্রার্থীদের নতুন চাকরির সুযোগ আসবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৬ ভাদ্র, ১৪৩২, ভাঃ ২১ ভাদ্র, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৬ ভাদ, সংবৎ ৫ আশ্বিন বদি, ১৯ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৫, অঃ ৫।৪৩। শুক্রবার, পঞ্চমী দিবা ১।৪০। ভরণীনক্ষত্র অপরাহ্ণ ৪।৩১। ব্যাঘাতযোগ রাত্রি ৬।৫৯। তৈতিলকরণ দিবা ১।৪০ গতে গরকরণ রাত্রি ১২।২৭ গতে বণিজকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, অপরাহ্ণ ৪।৩১ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ১০।৫ গতে বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই, অপরাহ্ণ ৪।৩১ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, দিবা ১।৪০ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি- ৮।৩০ গতে ১১।৩৪ মধ্যে। কালরাত্রি- ৮।৩৮ গতে ১০।৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন অপরাহ্ণ ৪।৩১ মধ্যে নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন ও ষষ্ঠার সপিণ্ডন। পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত প্রচলিত শ্রীশ্রীমনসাদেবী ও অষ্টনাগ পুজো। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ৭।৫২ গতে ১০।১৯ মধ্যে ও ১২।৪৫ গতে ২।২৩ মধ্যে ৪।০ গতে ৫।৪৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।১২ গতে ৮।৪৭ মধ্যে ও ৩।৪ গতে ৩।৫১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।২১ গতে ১১।৮ মধ্যে ও ৩।৫১ গতে ৫।২৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮১,৫৪৮.৭৩ (+১২৩.৫৮)
নিফটি : ২৫,০০৫.৫০ (+৩২.৪০)

খুন ট্রাম্পের সহযোগী কার্ক
আমেরিকায় খুন হলেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের সহযোগী নেতা চার্লি কার্ক। বুধবার তাঁকে উটা ভ্যালি ইউনিভার্সিটিতে এক জনসভায় গুলি করে হত্যা করা হয়। » ৪

নির্দোষ দাবি পার্থ-পরেশ-অঙ্কিতার
এসএসসির নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পরেশ অধিকারী, তাঁর মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারী, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়রা আদালতে নিজেদের নির্দোষ বলে দাবি করলেন। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩২°	৩২°	৩২°	৩২°
সর্বনিম্ন	২৬°	২৭°	২৭°	২৬°

বোর্ড সভাপতির দৌড়ে শচীনের 'না' » ১০

২৬ ভাদ্র ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 12 September 2025 Friday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেটে সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 116

মুখ নিয়ে মতবিরোধ

চূড়ান্ত নাটক শুরু নেপালে। আন্দোলন হাইজ্যাক হয়েছে বলে আগেই অভিযোগ তুলেছিল আন্দোলনকারী জেন জেড। এবার অন্তর্বর্তী সরকারের মুখ নিয়ে চরম ডামাডোল শুরু। আলোচনার মাঝে ঢুকে পড়ছেন হিন্দু রাষ্ট্র আন্দোলনের নেতারা।

কড়া নজর সেনার। বৃহস্পতিবার কাঠমান্ডুতে।

বৈঠক বিভ্রাট

- বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্তও ঠিক ছিল, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হচ্ছেন সুশীলা কার্কি
- ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রতি আস্থাও দেখিয়েছিলেন দায়িত্ব নিতে সম্মত সুশীলা
- বিকেল থেকে সুশীলার পরিবর্তে ভাসতে শুরু করে কুলমান ঘিসিংয়ের নাম
- এদিন দুপরে সেনার সদর দপ্তরে সেনাপ্রধান অশোক রাজ সিগডেল ও সুশীলার সঙ্গে বৈঠক করছিলেন জেন জেড আন্দোলনের প্রতিনিধিরা
- হঠাৎ বৈঠকে হাজির হিন্দু রাষ্ট্রপন্থী আন্দোলনের নেতা দুর্গা প্রসাই
- এরপরই বৈঠক থেকে বেরিয়ে যায় জেন জেড আন্দোলনের প্রতিনিধিরা

কে কুলমান?

- নেপাল ইলেক্ট্রিসিটি অথরিটির (এনইএ) প্রাক্তন ম্যানেজিং ডিরেক্টর
- নেপালের বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানে অভাবনীয় কাজ করেছিলেন তিনি। এনইএ-কে লাভজনক সংস্থায় পরিণত করেছিলেন তিনি
- ২০১৮-র মে মাসের মধ্যে নেপালের বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান করে ফেলেন ঘিসিং
- গত মার্চে তাঁকে আচমকা ওই পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। যার প্রতিবাদে ব্যাপক সমালোচনা ও প্রতিবাদ সংঘটিত হয়েছিল

অন্তর্বর্তী প্রধানের দৌড়ে কুলমান

কাঠমান্ডু, ১১ সেপ্টেম্বর : বুদ্ধের দেশের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সামলাতে শেষমেশ কার হাতে শাসনের রাশ উঠবে, তা এই মুহূর্তে লাখ টাকার প্রশ্ন।

প্রথমে কাঠমান্ডুর মেয়র, তারপর নেপালের সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির নাম ভেসেছিল দেশের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী পদের দাবিদার হিসেবে। এবার আন্দোলনকারী জেন জেড-দের একাংশ প্রস্তাব দিয়েছে, বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার তথা নেপাল ইলেক্ট্রিসিটি অথরিটির এগজিকিউটিভ চিফ কুলমান ঘিসিংকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান করা হোক। আন্দোলনকারীদের ওই অংশের অভিযোগ, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কি অন্তর্বর্তী প্রধানের অন্যতম দাবিদার হলেও তাঁর নামে ঐকমত্যে পৌঁছোনো সম্ভব নয়।

বৃহস্পতিবার ভদ্রাকালীতে সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে নেপালের প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পৌড়েল এবং সেনাপ্রধান অশোক রাজ সিগদেলের সঙ্গে জেন জেড গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা বৈঠকে বসেছিলেন। কিন্তু অন্তর্বর্তী প্রধানের পদে কাকে বেছে নেওয়া হবে, সেই প্রশ্নে আড়াআড়ি ভাগ হয়ে গিয়েছেন প্রতিবাদীরা। একটি অংশ প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কির পক্ষে মত দিয়েছেন। অপর অংশের দাবি, এই মুহূর্তে নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানের যোগ্য দাবিদার হলেন কুলমান ঘিসিংই। সেনা সদর দপ্তরের ভিতর উচ্চপর্যায়ের বৈঠক চলাকালীন বাইরে জেন-জেডদের দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে রীতিমতো বাকবিতণ্ডা, ধস্তাধস্তি, মারামারিও হয়।

> গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে এবং সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে দেশের বর্তমান কঠিন পরিস্থিতি থেকে বেরোনোর জন্য সমস্ত রাস্তা খোঁজার চেষ্টা করছি আমি।
>
> **রামচন্দ্র পৌড়েল**
> *প্রেসিডেন্ট, নেপাল*

পরিস্থিতি আরও জটিল হয় সেনাপ্রধান দেশের বিতর্কিত শিল্পপতি রাজপরিবারের অনুগত বলে পরিচিত দুর্গা প্রাসি ও রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টিকে বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানোয়। প্রাসি বৈঠকে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই জেন-জেড-এর প্রতিনিধিরা প্রবল প্রতিবাদ জানিয়ে মিটিং ছেড়ে বেরিয়ে যান। ফলে বৈঠক ভেস্তে যায়।

নেপালের প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পৌড়েল বলেছেন, 'গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে এবং সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে দেশের বর্তমান কঠিন পরিস্থিতি থেকে বেরোনোর জন্য সমস্ত রাস্তা খোঁজার চেষ্টা করছি আমি।'

অন্তর্বর্তী প্রধান বাছতে যে আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা চলছে, সেই কথা মেনে নিয়েছে সেনাবাহিনী। *এরপর আটের পাতায়*

ভাড়াবাড়িতে থাকছেন উপাচার্য

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ১১ সেপ্টেম্বর : আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে তাও প্রায় চার বছর পার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেও পরিকাঠামোগত তেমন কোনও উন্নয়ন হয়নি। অবস্থা এমনই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে থাকার জায়গা হয়নি উপাচার্যের। ফলে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে এখনও ভাড়াবাড়িতেই থাকতে হচ্ছে উপাচার্য ডঃ সরিৎকুমার চৌধুরীকে। শহরের শান্তিনগরের একটি ফ্ল্যাটে তিনি ভাড়া থাকছেন। কবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠন ও প্রশাসনিক কাজের জন্য আলাদা ভবন হবে, কবে উপাচার্যের থাকার জায়গা হবে, সে বিষয়ে কোনও পক্ষই স্পষ্ট কিছু জানাতে পারেনি।

থাকার জায়গা

- বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য ডঃ মহেন্দ্রনাথ রায় আলিপুরদুয়ার সার্কিট হাউসে থাকতেন
- অস্থায়ী উপাচার্য ডঃ রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়ও সার্কিট হাউসেই থাকতেন
- ডঃ সরিৎকুমার চৌধুরী প্রথম মাস দেড়েক সার্কিট হাউসেই থেকেছেন
- তারপর থেকে শহরে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকছেন

খোদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যই বলছেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের ও প্রশাসনিক কাজকর্মের ভবনের জন্য পূর্ত দপ্তর ডিপিআর তৈরি করছে। আর উপাচার্যের গেস্টহাউস কাম অফিসের বিষয়টিও তারাই দেখছে। আমাদের কাছে ডিপিআর পাঠালে আমরা উচ্চশিক্ষা দপ্তরে তা পাঠিয়ে দেব।' উপাচার্যের আশা, রাজ্য সরকার এবিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করবে। তিনি আশাবাদী হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিল্ডিং বা ডিপিআর তৈরির বিষয়ে অবশ্য পূর্ত দপ্তর বা প্রশাসনের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। সূত্রের খবর, সেখানে প্রশাসনিক ভবন, ক্লাসরুমের জন্য ভবন, ভিসির অফিস এসব বানাবার জন্য ডিপিআর তৈরির কাজ নাকি অনেকদিন ধরেই চলছে। কিন্তু ডিপিআর না পাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ও তা উচ্চশিক্ষা দপ্তরে পাঠাতে পারছে না।

২০১৮ সালে ১ অক্টোবর বিধানসভায় আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ হয়। এরপর ২০২০ সালে ১ অক্টোবর ডঃ মহেন্দ্রনাথ রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্যর দায়িত্ব নেন। তিনি আলিপুরদুয়ার সার্কিট হাউসে থাকতেন। তাঁর মেয়াদ শেষে ফের রাজ্য সরকার তাঁকে ৩ মাসের বাড়তি দায়িত্ব দিয়েছিল। ওই মেয়াদও শেষ হওয়ার পর প্রায় ৬ মাস উপাচার্যহীন ছিল বিশ্ববিদ্যালয়। এরপর গত ২০২৩ সালের ১০ অক্টোবর রাজ্যপাল ডঃ রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে অস্থায়ী উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার জায়গা না থাকায় রথীনও সার্কিট হাউসেই থাকতেন। এরপর রাজ্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য হিসেবে ডঃ সরিৎকুমার চৌধুরীর নাম ঘোষণা করে। গত জানুয়ারি মাস থেকে তিনিই উপাচার্যের দায়িত্বে আছেন। *এরপর আটের পাতায়*

জঙ্গি পালানোয় চিন্তা চিকেন নেকে

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : লস্কর-ই-তইবা, ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন, সিমি, অনসারুল্লা বাংলা টিম (এবিটি) এবং জইশ-ই-মহম্মদ, চিকেন নেককে টার্গেট করে ভারতে সন্ত্রাস ছড়াতে পাঁচ জঙ্গি সংগঠন নেপালে ঘাঁটি করে তাদের স্লিপার সেল পুনর্গঠন এবং প্রশিক্ষণের কাজ শুরু করেছে। কয়েক মাস আগেই দিল্লি থেকে সেই মর্মে বার্তা পৌঁছায় কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলোর কাছে। নেপাল লাগোয়া বিহারের কয়েকটি এলাকায় নিয়োগকারীরা সক্রিয় হয়েছে বলেও বার্তা দেয় এনআইএ। সেইমতো নেপালে নজরদারি বাড়ান ভারতীয় গোয়েন্দারা। তখনই তাঁরা জানতে পারেন, বসে যাওয়া এবং এক সময়ের সক্রিয় স্লিপার সেল সদস্যদের খোঁজ শুরু করেছে জঙ্গিরা। সেই সদস্যদের অনেকেই নেপালের বিভিন্ন জেলে বন্দি ছিল। দেশজুড়ে অস্থিরতার সুযোগে নেপালের জেলগুলি থেকে এখনও প্রায় ১৪ হাজার বন্দি পালিয়ে গিয়েছে। তাদের মধ্যে কতজন জঙ্গি বা স্লিপার সেলের সদস্য রয়েছে সেটাই আপাতত মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারতীয় গোয়েন্দাদের।

অস্থিরতার সুযোগে জঙ্গি নেতারা যে তাদের সদস্যদের জেল থেকে মুক্ত করে গোপন ডেরায় নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে সে বিষয়ে নিশ্চিত একাধিক কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাকর্তা। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই যাদের জেল থেকে মুক্ত করা হয়েছে তাদের মধ্যে লস্করের স্লিপার সেলের অন্যতম নিয়োগকারী মহম্মদ ওমর এবং ওসমান নামে দুই জঙ্গি আছে। কাঞ্চনপুর, চিতওয়ান, *এরপর আটের পাতায়*

আশঙ্কার কারণ

- নেপালে জেলমুক্ত হয়েছে লস্কর জঙ্গি মহম্মদ ওমর এবং ওসমান
- নেপালের চার জেলে বন্দি বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের তিন শতাধিক সদস্য পলাতক
- জঙ্গিদের খোঁজে বিহারের সমস্তিপুরের পাঁচটি জায়গা, দ্বারভাঙ্গার ফসিহর, মধুবনির বাসোপট্টি এলাকায় তল্লাশি
- জঙ্গি সংগঠন এবিটি'র তিন-চারজন সদস্য শিলিগুড়ি হয়ে কেরলে গা-ঢাকা দেওয়ার ছক কষেছে

গড়ের নাম নিয়ে রাজনীতির প্যাঁচ

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১১ সেপ্টেম্বর : দিন তিনেক আগে অবধিও ছিল চিলাপাতার নলরাজার গড়। এখন সেটাই হয়ে গিয়েছে চিলাপাতার নরনারায়ণের গড়। চলতি সপ্তাহে আলিপুরদুয়ার জেলার প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্সকন্যায় এক প্রশাসনিক বৈঠকে ওই সিদ্ধান্ত হয়। তবে নামবদল ও স্বীকৃতির দাবি আগেই তুলেছিলেন জিসিপিএ'র বংশীবদন বর্মনরা। প্রশাসনের সেই বৈঠকে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে হাজির ছিলেন বংশীও। সেই নাম পরিবর্তনের পর থেকে জেলায় রাজনৈতিক মহলের পাশাপাশি ইতিহাস ওয়াকিবহাল মহলেও শুরু হয়েছে চর্চা। কেউ বলছেন, নামবদলের সিদ্ধান্ত ঠিক না। কেউ বলছেন, এই সিদ্ধান্ত পুরোপুরি রাজনৈতিক।

গড়ের নাম পরিবর্তন করা নিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো সরাসরি আক্রমণ করছে শাসকদল তৃণমূলকে। সবথেকে বেশি সরব তো হয়েছে বিজেপি। এই নিয়ে বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাস বলেন, 'নলরাজার গড়ের ইতিহাস অনেক পুরোনো। হঠাৎ সেটার নাম পরিবর্তন করার কোনও ঐতিহাসিক কারণ নেই। এটার একটাই কারণ। সেটা হল রাজবংশীদের খুশি করে তাঁদের ভোট নেওয়া। *এরপর আটের পাতায়*

মা আসছেন
১৬
দিন পর

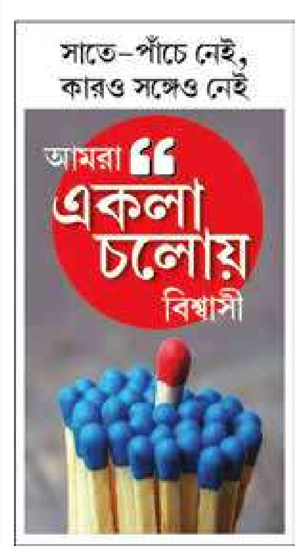

উত্তরের খোঁজে

বঙ্গনারীর গালি ব্রিগেডে পুরুষতন্ত্রের জয়ধ্বনি

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

ওই যে সাবিত্রী চ্যাটার্জি! এত বয়স হয়ে গেল। ৯০। এখনও এত সাজগোজের মানেটা কী? এত বয়সেও অভিনয়ের কী দরকার?

অনুষ্কাশংকর! আপনি ভুলে গেলেন কোন বাবার মেয়ে? এইভাবে শরীর দেখানো পোশাক পরে ঘুরছেন?

জয়া বচ্চন! এত ঝগড়ুটে বলেই কি অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে আপনার সংসারে অশান্তি?

অ্যাই দেবশ্রী রায়! আপনাকে মহালয়ার অনুষ্ঠানে দুর্গা সাজতে কে বলেছে এত বয়সে এসে?

মমতাশংকর! সব ব্যাপারে আপনার মতামত দেওয়ার কী হল?

শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়! এত বড় ছেলের মা, ঘোড়ায় চড়ে সিনেমার প্রচারে নামতে লজ্জা করে না?

অপরাজিতা ঘোষ দাস! আপনাকে এমন পরকীয়ার চরিত্রেই অভিনয় করতে হল?

স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়! আপনার বাবার একটা ভালো ছবিতে ফুল দিতে পারেননি?

শুধু বিস্ময় চিহ্ন আর প্রশ্ন!

এগুলো আমার নয়। ফেসবুকে যাঁরা সক্রিয়, তাঁরা জানেন, এই প্রশ্নগুলো আসলে কাদের।

এইসব প্রশ্ন বহু তথাকথিত *এরপর আটের পাতায়*

খেতে হচ্ছে মেপে, হোটেলেই বন্দি জীবন

অগ্নিগর্ভ নেপালে আটকে উত্তরের ৩ পড়ুয়া। দুশ্চিন্তায় ঘুম উড়েছে বাড়ির লোকের। কাঠমান্ডুতে একটি হোটেলে কার্যত বন্দি জীবন কাটাচ্ছেন তাঁরা। বাড়ছে খাবারের দাম। বিমানভাড়াও এখন আকাশছোঁয়া।

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১১ সেপ্টেম্বর : 'হোটেলের ছাদে দাঁড়িয়ে দেখছি দাউদাউ করে জ্বলছে কাঠমান্ডু। চারদিকে শুধু ছুটোছুটি আর থেকে থেকে গুলির আওয়াজ।' বৃহস্পতিবার দুপুরে হোয়াটসঅ্যাপ কলে যখন কথা বলছিলেন মণিহার তালুকদার, তখনও তাঁর গলায় আতঙ্ক। ঘটনা যদিও গত দু'-তিনদিনের পুরোনো। বৃহস্পতিবার নেপালের রাজধানীর পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে শান্ত। তবে, গত কয়েকদিন ধরে অশান্ত কাঠমান্ডুতে কার্যত হোটেলবন্দি দশায় দিন কাটছে আলিপুরদুয়ার জেলার বারবিশার মণিহার, কোচবিহার জেলার দিনহাটার সৌভিক চক্রবর্তী আর জলপাইগুড়ি জেলার গোমস্তপাড়ার বাসিন্দা ময়ূখ ভট্টাচার্যের। তাঁদের সঙ্গে একই হোটেলে আটকে পড়েছেন ত্রিপুরার আগরতলার স্বপ্নজিৎ চৌধুরীও।

মণিহার মেঘালয়ের কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিবিজ্ঞানের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ছাত্রী। সৌভিক কল্যাণী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করছেন। আর ময়ূখ নদিয়ার বিধানচন্দ্র কৃষি বিদ্যালয়ের গবেষক-পড়ুয়া। গত ৫ সেপ্টেম্বর কাঠমান্ডুর সেন্ট্রাল কলেজে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশ নিতে গিয়েছিলেন সকলেই। গত ৯ সেপ্টেম্বর ফিরে আসার কথা ছিল। পরিস্থিতির ফেরে ফেরা হয়নি। মণিহার বলছিলেন, 'সেমিনার শেষে হোটেলে ফেরার পথে আচমকা গণ্ডগোলের মধ্যে পড়ে যাই। প্রাণ বাঁচাতে তড়িঘড়ি ছুটে গিয়ে একটি মোমোর দোকানে আশ্রয় নিই।' দোকানদার শাটার নামিয়ে দেন। সেখানে ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করার পর, পরিস্থিতি খানিক শান্ত হলে আবার হোটেলেই ফিরে যান তাঁরা।

হেঁটে চলি ধ্বংসস্তূপে। কাঠমান্ডুর পথে বৃহস্পতিবার।

দিনহাটা শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি সৌভিকদের। মা কাকলি চক্রবর্তী বাড়িতে বসে ছেলের চিন্তায় নাওয়াখাওয়া ভুলতে বসেছেন। তাঁরা ফিরবেনই বা কী করে! সৌভিকরা জানতে পেরেছেন, কাঠমান্ডু থেকে বাগডোগরাগামী বিমানের ভাড়া এখন ২৫ হাজার বা তারও বেশি। খাবারদাবারের দামও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এখনও খাবারের অভাব দেখা না দিলেও হোটেল থেকে মেপে খেতে দেওয়া হচ্ছে। এদিকে, তাঁরা কেউই তো আর এসব সমস্যার কথা ভেবে কাঠমান্ডু যাননি। ফুরিয়ে আসছে টাকা। এদিন দিনহাটার বাড়িতে বসে মোবাইলে ছেলের ছবি দেখছিলেন কাকলি। আর চোখ দিয়ে জল পড়ছিলেন। 'রাজ্য সরকার কি ওদের ফিরিয়ে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে পারে না?' প্রশ্ন অসহায় মায়ের।

তাঁরা এখন পশুপতিনাথ মন্দিরের কাছে একটি হোটেলে রয়েছেন। সেই মন্দিরেই তো তাণ্ডব চালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। ৮ তারিখ অবধি সেই সেমিনার নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন তাঁরা। বাইরে যে এমন ঘোঁট পাকছে, তা নাকি বুঝতেই পারেননি। ৮ তারিখ হোটেলে ফেরার পথে আঁচ পান। ৯ তারিখ বিকেলে কাঠমান্ডু থেকে বাসে চেপে শিলিগুড়ি ফেরার কথা ছিল। হোটেল থেকে চেক আউটও করেছিলেন তাঁরা। *এরপর আটের পাতায়*

পুজো নিয়ে বৈঠক

মাদারিহাট, ১১ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার মাদারিহাট বিডিও অফিসে ব্লকের সমস্ত পুজোকমিটিকে নিয়ে বৈঠক করেন বিডিও অমিতকুমার চৌরাসিয়া। উপস্থিত ছিলেন মাদারিহাট ও বীরপাড়া থানার পুলিশ ও মাদারিহাট পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সাজিদ আলম। বিডিও জানান, এবার মাদারিহাট থানার অধীন ৩২টি এবং বীরপাড়া থানার অধীন ৪৭টি পুজো হচ্ছে। যা গতবছরও ছিল। কমিটিগুলিকে কীভাবে অনুমোদনের জন্য অনলাইনে আবেদন করতে হবে, তা জানানো হয়েছে। ১৮ সেপ্টেম্বর আবেদনের শেষ তারিখ।

ব্যবসায়ীর মৃত্যুতে শোক

সোনাপুর, ১১ সেপ্টেম্বর : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বীরপাড়া ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সম্পাদক স্বপন সরকারের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমেছে এলাকায়। কলকাতায় মৃত্যু হয় ওই ব্যবসায়ীর। বৃহস্পতিবার তাঁর দেহ বীরপাড়ায় আনা হয়। সেখানে ব্যবসায়ীকে শ্রদ্ধা জানাতে আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের সদস্যরা জড়ো হন। অন্যদিকে, এদিন সকাল থেকেই শুনসান ছিল বীরপাড়া চৌপথি। দোকান বন্ধ রাখা হয়।

বাগানে ঝুলন্ত দেহ

কালচিনি, ১১ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার সকালে কালচিনির আটিয়াবাড়ি চা বাগানের বাঙ্গাবাড়ি ডিভিশনের বিচ লাইনের বাসিন্দা অনিল মুন্ডাকে (৩৮) তাঁর শোয়ার ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। তড়িঘড়ি তাঁকে লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে কালচিনি থানার পুলিশ এসে দেহ ময়নাতদন্তে পাঠায়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, ওই তরুণ কিছুটা মানসিক অবসাদগ্রস্ত ছিলেন। এর আগেও নাকি তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্মারকলিপি

আলিপুরদুয়ার, ১১সেপ্টেম্বর: কাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে স্মারকলিপি দিলেন কমিনিউটি হেলথ অফিসাররা। এদিন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করে বিভিন্ন সমস্যা নিয়েও আলোচনা করেন তাঁরা। কাজের চাপ কমানোর দাবি তোলা হয়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

হাসিমুখে।। *আলিপুরদুয়ারের মাঝেরডাবরি টি এস্টেটে ছবিটি তুলেছেন অনুপম চৌধুরী।*

চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি, ভয় কাটছে না

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১১ সেপ্টেম্বর : বীরপাড়া থানার রহিমপুর চা বাগানে বৃহস্পতিবার ভোরবেলা বন দপ্তরের পাতা খাঁচায় ধরা পড়ল একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ। পরে বনকর্মীরা সেটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। তবে চিতাবাঘ ধরা পড়লেও আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট রহিমপুর চা বাগানের বাসিন্দাদের চোখেমুখে। দলগাঁওয়ের রেঞ্জ অফিসার ধনঞ্জয় রায়ের কথায়, 'আমরা রহিমপুরে নজর রাখছি। এলাকাবাসীকে সতর্ক থাকতে অনুরোধ করা হয়েছে। বিশেষ করে নির্জন জায়গায় একা চলাচল না করাই ভালো।'

সপ্তাহখানেক আগের কথা, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের সঙ্গে মোটরবাইকে করে যাচ্ছিলেন বীরপাড়া থানার রহিমপুর চা বাগানের ম্যানেজার রাজারাম উপাধ্যায়। এমন সময় চা বাগানের এলবি-টু সেকশনে চা বাগানের একদিক থেকে অন্যদিকের রাস্তায় লাফিয়ে চলে যায় একটি চিতাবাঘ। আতঙ্কিত ম্যানেজার সঙ্গে সঙ্গে ফোন করেন বন দপ্তরের জলপাইগুড়ি ডিভিশনের দলগাঁওয়ের রেঞ্জ অফিসার ধনঞ্জয়কে। তাঁর লিখিত আবেদনে ওই সেকশনে চিতাবাঘ ধরতে খাঁচা পাতে বন দপ্তর। অবশেষে ওই খাঁচায় আটকে থাকতে দেখা যায় চিতাবাঘটিকে।

সিংবীর লাইনের বাসিন্দা ফারুক হোসেন বললেন, 'পঁচিশদিন আগে দিনেরবেলা কাজ করার সময় এক শ্রমিকের গা ঘেঁষে লাফিয়ে চলে যায় একটি চিতাবাঘ। আতঙ্কে তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। কয়েকদিন আগে শাবক সমেত একটি চিতাবাঘকে বাগানে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গিয়েছিল।' বাগানে আরও চিতাবাঘ রয়েছে, দাবি শ্রমিক নাজুস ওরাওঁয়ের। তিনি জানান, বাগানের বিভিন্ন সেকশনে চিতাবাঘ রয়েছে। মাঝে মাঝেই চিতাবাঘ দেখা যায়।

রহিমপুর চা বাগানে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ।

> আমরা রহিমপুরে নজর রাখছি। এলাকাবাসীকে সতর্ক থাকতে অনুরোধ করা হয়েছে। বিশেষ করে নির্জন জায়গায় একা চলাচল না করাই ভালো।
>
> **ধনঞ্জয় রায়**
> *রেঞ্জ অফিসার, দলগাঁও*

এদিন সাতসকালে চা বাগানের বাসিন্দারা দলে দলে চিতাবাঘ দেখতে ছোটেন। খাঁচা ঘিরে দাঁড়িয়ে মোবাইল ফোনে ছবি তোলা, ভিডিও রেকর্ড করছিলেন অনেকেই। আর তা দেখে চিতাবাঘটি রেগে তর্জনগর্জন শুরু করে দেয়। টোটোচালক দীপকর্মা তাঁতিকে যেমন আবার দেখা গেল স্ত্রী ও সন্তানদের টোটোয় চাপিয়ে চিতাবাঘ দেখাতে নিয়ে এসেছেন। তিনি বললেন, 'খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ দেখতে বিপদের ভয় নেই। বাচ্চারা খুশি হবে। তাই ওদের চিতাবাঘ দেখাতে নিয়ে এলাম।'

রহিমপুর বাগানের কর্মী নিকেশ ছেত্রীর কথায়, 'শ্রমিকরা বিভিন্ন জায়গায় চিতাবাঘ দেখেছেন। মনে হচ্ছে এলাকায় আরও চিতাবাঘ রয়েছে। তাই বনকর্মীদের ফের খাঁচা পাততে অনুরোধ করা হয়েছে।' রহিমপুরে আগেও চিতাবাঘ ধরেছিল বন দপ্তর। তবে বেশ কিছুদিন ধরেই স্থানীয়দের পোষা গবাদিপশু গায়েব হয়ে যাচ্ছিল। বনকর্মীরা জানান, চিতাবাঘ চা বাগানের নালা, ঝোপঝাড়ে থাকতে পছন্দ করে। বিশেষ করে, বাচ্চা প্রসব করতে নালা বেছে নেয় চিতাবাঘ। ম্যানেজার রাজারাম অবশ্য বলেন, 'হতে পারে একটি চিতাবাঘকেই বিভিন্ন জায়গায় দেখেছেন শ্রমিকরা। তবে কাজ করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করতে বলা হচ্ছে। সাবধানের মার নেই।'

কাটা পড়বে বুড়ো বট

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : যিনি বট গাছের চারা রোপণ করেছিলেন তিনি মারা গিয়েছেন প্রায় ত্রিশ বছর। তবে গাছটি এখনও দাঁড়িয়ে। বার্ধক্যের ছাপ পড়লেও যেন আরও বেশি ডালপালা, শিকড় নিয়ে সে স্থির রয়েছে। কিন্তু এবার মহাসড়কের কারণে কাটা পড়তে চলেছে একশো বছরের কাছাকাছি পলাশবাড়ির সেই বট গাছটি।

এই গাছের নীচেই তিন-চারটি দোকান ছিল। সেগুলি ইতিমধ্যেই ভাঙা পড়েছে। এখন গাছটি কাটার অপেক্ষা। এই গাছ যেন পলাশবাড়ি বাসস্ট্যান্ডের প্রতীক। বহু স্মৃতির সাক্ষীও। পলাশবাড়িতে রাস্তার ধারে এই বট গাছের চারাটি রোপণ করেছিলেন প্রয়াত কার্তিক দে। স্থানীয় নাট্যব্যক্তিত্ব রতনকুমার চৌধুরীর কথায়, 'এই বট গাছটি এলাকার ঐতিহ্য। আমি জ্ঞান হওয়ার পর থেকে গাছটি দেখে আসছি। এই গাছের ছায়া পথচলতি মানুষের সহায়ক ছিল। কিন্তু এখন যেহেতু মহাসড়কের জন্য গাছটি কাটা পড়বে, তাই খারাপ তো লাগছেই। সেইসঙ্গে গাছের সঙ্গে সব স্মৃতিও উধাও হয়ে যাবে।'

এই বট গাছের নীচেই ছিল সেলুন, চা, মিষ্টির দোকানপাট। সেসব ভাঙা পড়েছে। ৩১ অগাস্টের মধ্যে মহাসড়কের কারণে পলাশবাড়ির রাস্তার ধারের সব দোকান ভাঙা পড়ে। এখন শুধুই দাঁড়িয়ে আছে বট গাছটি। শীঘ্রই রাস্তায় মাটি ফেলার কাজ শুরু হবে। তখন গাছটি কাটা পড়বে। এই গাছটি মহাসড়কের মাঝামাঝিতে পড়েছে। জন্মের পর থেকেই গাছটি দেখে আসছেন স্থানীয় তরুণ বাপ্পা ভুঁইয়া। পাশেই তাঁর উপহার সামগ্রীর দোকান। বাপ্পার কথায়, 'একটু দূর থেকে দেখলে মনে হবে এখানে তিন-চারটি গাছ আছে। কিন্তু কাছে এলেই বোঝা যায় একটিই বট গাছ। চারপাশে শিকড়গুলিও গাছের মতো হয়েছে। এই গাছটি কাটা পড়লে আমাদের খারাপ লাগবেই।'

শতবর্ষের এই বট গাছ কাটা পড়বে। পলাশবাড়িতে।

এলাকার প্রবীণরা বলছেন, এক সময় এই গাছটি ছিল পলাশবাড়ি বাসস্ট্যান্ড চেনার একমাত্র উপায়। গাছে জানা, অজানা পাখির কলরব লেগেই থাকে। স্থানীয়রা বলছেন, বট গাছটি এলাকার ঐতিহ্য। কিন্তু এখন গাছটি কাটা পড়বে জেনে খারাপ লাগছে। যদিও মহাসড়কের সাইট ইনচার্জ বিজয় গুপ্তার কথায়, 'রাস্তা সম্প্রসারণের কারণে কিছু পুরোনো গাছ কাটা পড়ছে। তবে রাস্তার কাজ হয়ে গেলেই ফের গাছের চারা রোপণ করা হবে।'

সিসি ক্যামেরা অকেজো

উদাসীন পুলিশ, নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে মাদারিহাট

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১১ সেপ্টেম্বর : আজকের দিনে তদন্তের ক্ষেত্রে অন্যতম বড় অস্ত্র হল ডিজিটাল সার্ভেইলেন্স। বলা যেতে পারে, সিসিটিভি ক্যামেরা হল পুলিশের অদৃশ্য চোখ যা সর্বক্ষণ সতর্ক নজর রাখে চারদিকে। কিন্তু সেই সিসিটিভি ক্যামেরা কোথাও উধাও, কোথাও পড়ে আছে অকেজো হয়ে- হুঁশ নেই প্রশাসনের কোনও মহলের। বছর দুয়েক আগে আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের তরফে মাদারিহাট ব্লকের শিশুবাড়ি, রাঙ্গালিবাজনা ও মাদারিহাট ট্রাফিক পয়েন্টে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়েছিল। কিছুদিন চালু থাকার পর মাদারিহাট ট্রাফিক পয়েন্টের ক্যামেরাগুলো মেরামতির জন্য প্রশাসনের তরফে খুলে নিয়ে যাওয়া হয়। বছর পার হতে গেলেও সেই ক্যামেরা আর লাগানো হয়নি। অন্যদিকে, শিশুবাড়ি ও রাঙ্গালিবাজনার ক্যামেরাগুলো অকেজো হয়ে পড়ে আছে দীর্ঘদিন ধরে।

জানা গিয়েছে, জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে শিশুবাড়ি বাসস্ট্যান্ড, রাঙ্গালিবাজনা বাসস্ট্যান্ড ও মাদারিহাট হাইস্কুল চৌপথির ট্রাফিক পয়েন্টে চারটি করে মোট ১২টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছিল। তবে গত বছর খারাপ ক্যামেরা মেরামত করার নাম করে খুলে নিয়ে যাওয়া হয়। শিশুবাড়ি ও রাঙ্গালিবাজনা বাসস্ট্যান্ডে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর কয়েকমাস বাদেই খারাপ হয়ে যায়। সেগুলি আর সারানো হয়নি। অথচ গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে সিসিটিভি ক্যামেরার প্রয়োজনীয়তা হাড়েহাড়ে টের পাচ্ছেন সবাই।

রাঙ্গালিবাজনা বাসস্ট্যান্ডে সিসিটিভি ক্যামেরা খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে।

> ছয় মাস হল মাদারিহাটের দায়িত্বে এসেছি। আসার পর থেকেই দেখছি, সিসিটিভি ক্যামেরাগুলি খারাপ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।
>
> **সমীরণ দাস**
> *ওসি, মাদারিহাট ট্রাফিক গার্ড*

৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের মাদারিহাট ট্রাফিক পয়েন্টের একপাশে রয়েছে মাদারিহাট হাইস্কুল। অপরদিকে ফালাকাটা যাওয়ার রাজ্য সড়ক। অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নেই কোনও ডিজিটাল নজরদারি। শিশুবাড়ি ও রাঙ্গালিবাজনা বাসস্ট্যান্ডের ক্যামেরাগুলি খারাপ থাকার জন্য পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে অবৈধভাবে পাচার হয়ে যাচ্ছে গোরু থেকে নানান মাদক। এছাড়া এশিয়ান হাইওয়ের মতো সড়ক দিয়ে দূরদূরান্তের প্রচুর গাড়ি চলাচল করে। কোনও কারণে গাড়ির পরিচিতি জানার প্রয়োজন পড়লে এই সিসিটিভি ক্যামেরা সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে। কিন্তু এত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এতদিন প্রশাসনের নজর এড়িয়ে গিয়েছে, এটা কোনওভাবেই মানা যায় না বলে মনে করেন সাধারণ মানুষ।

মাদারিহাট ট্রাফিক গার্ডের ওসি সমীরণ দাস বলেন, 'ছয় মাস হল মাদারিহাটের দায়িত্বে এসেছি। আসার পর থেকেই দেখছি, সিসিটিভি ক্যামেরাগুলি খারাপ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।'

সমস্যা বাড়ছে

- মাদারিহাট ট্রাফিক পয়েন্টের ক্যামেরাগুলো মেরামতির জন্য খুলে নিয়ে যাওয়া হয়। আর লাগানো হয়নি
- শিশুবাড়ি ও রাঙ্গালিবাজনা বাসস্ট্যান্ডে লাগানো ক্যামেরা, লাগানোর পরপরই খারাপ হয়ে যায়
- খারাপ ক্যামেরার সুযোগে অবৈধভাবে পাচার হচ্ছে গোরু থেকে মাদক

স্কুল শিক্ষকদের গৃহশিক্ষকতা, মামলা রুজু

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১১সেপ্টেম্বর: স্কুল শিক্ষকরা গৃহশিক্ষকতা করছেন কি না, দেখার জন্য জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে নির্দেশ পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের। এই বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়েছে। সেই বিজ্ঞপ্তি হাতে পাওয়ার এক মাসের মধ্যে কোন কোন স্কুল শিক্ষক গৃহশিক্ষকতা করছেন তার তালিকা তৈরি করে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে বলে দাবি গৃহশিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিদের। জেলার কোথায় কোথায় স্কুল শিক্ষকরা গৃহশিক্ষকতা করছেন তার তালিকা তৈরি করে অভিযোগ জানিয়েছিলেন গৃহশিক্ষকরা। তারপরই এই বিষয়ে বিভিন্ন শিক্ষকের কাছ থেকে মুচলেকা নেওয়া হয়েছিল। তবে সরকারি নির্দেশিকা অমান্য করে স্কুল শিক্ষকদের অনেকেই গৃহশিক্ষকতা করছেন বলে অভিযোগ।

বৃহস্পতিবার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে তদন্তের দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি দেন গৃহশিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিরা। 'ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইভেট টিউটর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন'-এর জেলা সভাপতি সুব্রত রায় বলেন, 'জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে সেপ্টেম্বর ২ তারিখ একটি মেল আসে। সেখান স্কুল শিক্ষকরা গৃহশিক্ষকতা করছেন কি না তার তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গৃহশিক্ষকরা তদন্তে সহযোগিতা করবেন। তবে সে সব কিছুই হয়নি।'

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক অসুস্থ থাকায় সেই কাজ করা যায়নি বলে জানা গিয়েছে। এই বিষয়ে বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) রবিনা তামাং বলেন, 'নির্দেশিকা পেয়েছি। আমরা তদন্ত করব।'

রূপক দেবনাথ নামে গৃহশিক্ষক সংগঠনের এক সদস্যের অভিযোগ, 'স্কুল শিক্ষকদের গৃহশিক্ষকতা করা আইনত নিষিদ্ধ। এমনকি একাধিক নির্দেশিকা অমান্য করে চলছেন তাঁরা। আমরা আদালতের কাছে পুলিশ ও সিআইডি তদন্তের দাবি করেছি।'

ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি।। *শিলিগুড়িতে সুশান্ত পালের তোলা ছবি। বৃহস্পতিবার।*

রাস্তা নিয়ে ক্ষোভ

ফালাকাটা, ১১ সেপ্টেম্বর : ফালাকাটার মিল রোড রেল ওভারব্রিজ পার করলেই খানাখন্দে ভরা রাস্তা। কিষান মান্ডি এবং ফালাকাটা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনে দিয়ে মহাসড়ক পর্যন্ত ৫০০ মিটার এই রাস্তা দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল। রাস্তাটি নিয়ে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। স্থানীয় বাসিন্দা সুনীল দাস বলেন, 'এর আগে রাস্তা সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল পুলিশ ও ব্লক প্রশাসন। কিন্তু কিছু করা হয়নি। ফলে রোজ ঘটছে দুর্ঘটনা। আমরা রাস্তা সংস্কারের দাবিতে দ্রুত আন্দোলনে নামব।'

রক্তদান

কালচিনি, ১১ সেপ্টেম্বর : ফের রক্তদান করলেন কালচিনির নিমতিঝোরা চা বাগানের বাসিন্দা রঞ্জিত মিশ্র। এই নিয়ে তিনি মোট ১২১ বার রক্তদান করলেন বলে জানিয়েছেন রঞ্জিত। বৃহস্পতিবার তিনি ফালাকাটা ব্লাড ব্যাংকে রক্তদান করেছেন। রক্তদানের জন্য ইতিমধ্যে তিনি দেশের নানা রাজ্যে সম্মানিত হয়েছেন।

প্রস্তুতি

কালচিনি, ১১ সেপ্টেম্বর : আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর মাদারিহাটের প্রধাননগরে হিউম্যান রাইটস প্রোটেকশন অ্যাসোসিয়েশনের তরফে চোখ পরীক্ষা ও দন্ত চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। আয়োজক সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমল কুজুর বৃহস্পতিবার বলেন, 'সাধারণ মানুষ শিবিরে এলে উপকৃত হবেন।'

পরিদর্শন

কালচিনি, ১১ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার জয়গাঁর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র দাস, কালচিনি থানার ওসি অমিত শর্মা কালচিনি ও হ্যামিল্টনগঞ্জের বিভিন্ন দুর্গাপুজোর নির্মীয়মাণ মণ্ডপ পরিদর্শন করেন। অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, দর্শনার্থীদের বহির্গমনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখেন তাঁরা।

প্রশিক্ষণ

আলিপুরদুয়ার, ১১ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার দুপুরে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল 'নেশামুক্ত ভারত অভিযান'-এর মাস্টার ভলান্টিয়ার্স প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক, জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ১০ জন শিক্ষক ও এনজিও প্রতিনিধিরা।

ফোনে হুমকি মানবাধিকার কর্মীকে

অভিযুক্ত বিকাশ পরিষদের নেতা

সমীর দাস

কালচিনি, ১১ সেপ্টেম্বর : ফোনে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল আদিবাসী বিকাশ পরিষদের প্রাক্তন আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি রাজু বরার বিরুদ্ধে। কালচিনি থানায় বৃহস্পতিবার এই মর্মে অভিযোগ দায়ের করেছেন একটি মানবাধিকার সংগঠনের রাজ্য সভাপতি তথা রায়মাটাং চা বাগানের বাসিন্দা কমল কুজুর। রাজুর পালটা দাবি, তিনি কমলকে সরাসরি ফোন করেননি। অন্য একজনের সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময় কমলকে কনফারেন্সে নেওয়া হয়। তাঁর বক্তব্য, কমলও তাঁকে হুমকি দিয়েছেন। পুলিশের কাছে পালটা অভিযোগ দায়ের করবেন বলে জানিয়েছেন রাজু। কালচিনি থানার ওসি অমিত শর্মা জানান, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। ফোনের রেকর্ডিং খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কমলের অভিযোগ, বুধবার রাত সওয়া ১১টা নাগাদ ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডসের কালচিনির ডিমা চা বাগান ইউনিটের অফিসার ইনচার্জ ঘনশ্যাম ওরাওঁকে রাজু ফোন করে নিজেকে আইবি অফিসার দাবি করে উলটো-পালটা মন্তব্য করতে থাকেন। কমল নিজেও স্কাউটস অ্যান্ড গাইডসের ডিমা ইউনিটের চেয়ারম্যান। সেজন্য ঘনশ্যাম কমলকে কনফারেন্স কলে যুক্ত করেন। এরপর রাজু তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি সহ নানান হুমকি দিতে শুরু করেন।

রাজু সেই সময় কনফারেন্স কলে এমন কিছু মন্তব্য করেছেন যাতে তাঁর মানহানি হয়েছে বলে অভিযোগ কমলের। কমল বলেন, 'কনফারেন্স কলে রাজু আমাকে মিথ্যা মামলায় জেলে ঢোকানোর হুমকিও দিয়েছেন।'

অন্যদিকে রাজুর মন্তব্য, 'আমি কমলকে ফোন করিনি। ঘনশ্যামের সঙ্গে আমার কিছু ব্যক্তিগত বিষয় রয়েছে। সেই বিষয়ে কথা বলার সময়ই কমলকে কনফারেন্স কলে যুক্ত করা হয়। সেই সময় কমল আমার সঙ্গে তর্ক শুরু করেন। আমি কমলকে বলেছি, তোমাকে তো আমি ফোন করিনি। এরপর কমল আমাকে হুমকি দেন। আমিও পালটা হুমকি দিই। আমিও পুলিশের কাছে কমলের নামে হুমকির অভিযোগ দায়ের করব।'

আগমনী বার্তা নিয়ে সংশয় স্কুলে

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ১১ সেপ্টেম্বর : একটি ওয়ানটেক শটের ভিডিও, যেখানে পরপর হাজির হচ্ছে পড়ুয়ারা। পরপর দু'বছর ফালাকাটা ব্লকের প্রমোদনগর উচ্চবিদ্যালয়ের এই পরিবেশনা সকলের নজর কেড়েছিল। দু'বছরই রীতিমতো ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল সেই ভিডিও। এহেন অভিনব পরিবেশনার জন্য গোটা জেলাজুড়ে এই স্কুলের নাম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে এবারে স্কুলের সেই আগমনী বার্তা জানিয়ে ওয়ানটেক শট ভিডিও আর দেখা যাবে কি না সেই নিয়ে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। একদিকে স্কুলের পড়ুয়াদের পরীক্ষা চলছে। আর তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ওয়ানটেক শট ভিডিও তৈরির যিনি মূল উদ্যোক্তা সেই শিক্ষকেরও চাকরি চলে গিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে। ফলে আগমনী ভিডিও এবছর আদৌ করা যাবে কি না তা নিয়ে দোলাচলে স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং পড়ুয়ারা। তবে পরীক্ষার মাঝে হলেও নিজেদের স্কুলের মর্যাদাকে ধরে রাখতে এগিয়ে আসবে বলে জানিয়েছে পড়ুয়ারা।

একাদশ শ্রেণির রত্না রায় বলে, 'এখনও স্কুল থেকে কিছুই জানানো হয়নি। আমরা প্রতিবছরের মতো এবছরও প্রস্তুতই আছি। স্যর, ম্যাডামরা বললে আমরা রিহার্সাল শুরু করব।' দশমের প্রিয়াংকা রায় বলে, 'আমরা তো আশায় আছি কিন্তু আমাদের যিনি নাচ শেখাবেন তিনিই নেই। এবারে কী হবে বুঝতে পারছি না।'

স্কুলের পড়ুয়া এবং প্রাক্তন এক শিক্ষকের প্রচেষ্টায় গত দু'বছর থেকে ঠিক দুর্গাপুজোর আগে আগমনী বার্তাকে ছড়িয়ে দিতে ওয়ানটেক শট ভিডিও তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল প্রমোদনগর উচ্চবিদ্যালয়। দু'বছরই সেই ভিডিও ব্যাপক ভাইরাল হয়। স্যোশাল মিডিয়ায় ছোট থেকে বড় সকলের মন জয় করে নেয় সেই ভিডিও। তবে এবছর দুর্গাপুজো এগিয়ে এলেও আগমনী বার্তা দিতে এখনও কোনও প্রস্তুতি নিতে পারেনি পড়ুয়ারা। পড়ুয়ারা জানায়, একদিকে তাদের প্রিয় স্যর স্কুলে নেই। তিনি না থাকলে নতুনভাবে আগমনী নাচ তোলা সম্ভব নয়। অপরদিকে, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা চলবে ২২ সেপ্টেম্বর অবধি। শিক্ষিকা ছন্দা রায় বলেন, 'এখনও সেভাবে কোনওকিছু ভাবা হয়নি। সকলের সঙ্গে আলোচনা করে দেখা হবে।'

প্রমোদনগর উচ্চবিদ্যালয়ের সেই প্রাক্তন শিক্ষক তনয় দত্ত বলেন, 'এখনও কিছু ভেবে উঠতে পারিনি। তবে স্কুল ডাকলে কচিকাঁচাদের নিয়ে নতুনভাবে কিছু করার ইচ্ছে রয়েছে।'

দু'বছর ধরে প্রমোদনগর স্কুলের এই সংস্কৃতিচর্চা যেমন নেটিজেনদের মন কেড়ে নিয়েছিল তেমনি কচিকাঁচাদের সুন্দর নাচ মন কেড়েছিল আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন প্রান্তের লোকশিল্পী, গবেষক ও লোকসংস্কৃতিপ্রেমীদের। প্রমোদনগরের লোকশিল্পী রবিউল ইসলাম বলেন, 'চা বাগান ঘেরা প্রত্যন্ত এলাকার স্কুলের পড়ুয়া শুধু পঠনপাঠন নয়, প্রশিক্ষণ পেলে সংস্কৃতিচর্চাতেও দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।' লোকসংস্কৃতি সংরক্ষক ক্ষিতিশচন্দ্র রায় বলেন, 'গ্রামের ছোট ছোট পড়ুয়ারাই তো দেশের ভবিষ্যৎ। তারা যেমন পড়াশোনায় গ্রামের নাম উজ্জ্বল করে তেমনি নাচগান ও মেধা দিয়েও এগিয়ে থাকে।'

প্রমোদনগর উচ্চবিদ্যালয়।

বৃদ্ধাকে বাড়ি ফেরালেন সিভিক

আলিপুরদুয়ার, ১১ সেপ্টেম্বর: বুধবার আলিপুরদুয়ারের রবীন্দ্র ভবনে একটি সরকারি অনুষ্ঠানে এসেছিলেন বীরপাড়া থানার অন্তর্গত মাকড়াপাড়ার বাসিন্দা ৬০ বছরের এক মহিলা। অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি ফিরতে গিয়ে তিনি পথ হারিয়ে ফেলেন। আলিপুরদুয়ার থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। তারপর পুলিশকর্মীদের কাছে নিখোঁজ বৃদ্ধার ছবি পাঠানো হয়।

এরপর এক সিভিক ভলান্টিয়ার রাজ তিরকি পাটকাপাড়া এলাকায় ওই বৃদ্ধাকে দেখতে পান। রাজ জিজ্ঞেস করায় ওই বৃদ্ধা জানান, অনুষ্ঠান শেষের পর তিনি পথ ভুল করে হাঁটতে হাঁটতে পাটকাপাড়ায় চলে আসেন। এরপর রাজ ওই বৃদ্ধাকে নিয়ে আলিপুর থানায় যান। বুধবার রাতে নিখোঁজ বৃদ্ধাকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। নিখোঁজ বৃদ্ধাকে খুঁজে বের করার জন্য ওই সিভিক ভলান্টিয়ারকে পুরস্কার দেওয়া হয়।

আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'অভিযোগ পাওয়ার পর খুব দ্রুত পদক্ষেপ করা হয়। উদ্ধারের পর ওই বৃদ্ধাকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।'

সচেতনতামূলক প্রচার চালিয়ে নাজেহাল পুলিশ

বাইকে আসক্তি, মৃত পড়ুয়া

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন ও শান্ত বর্মন

বীরপাড়া ও জটেশ্বর, ১১ সেপ্টেম্বর : ফালাকাটার একটি বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের পড়ুয়া এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। বাবা মোটরবাইক ব্যবহার করতে দিতেন না। বুধবার সন্ধ্যায় বীরপাড়া চৌপথিতে গৃহশিক্ষকের বাড়ি পৌঁছে দেন মা। এদিকে পড়া শেষ হতেই ঋতম মণ্ডল (১৫) নামে বীরপাড়ার শরৎ চ্যাটার্জি কলোনির বাসিন্দা দশম শ্রেণির ওই পড়ুয়া একটি মোটরবাইক জোগাড় করে বন্ধুদের সঙ্গে জটেশ্বর পাড়ি দেয়। আরেকটি বাইকে সওয়ার হয় তার দুই বন্ধু। রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ বীরপাড়া ফেরার পথে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে তাসাটি চা বাগান এলাকায় একটি গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর জখম হয় সে। জানান ঋতমের পড়শি এবং তৃণমূলের বুথ সভাপতি দীপক সূত্রধর। বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর ওই কিশোরের মৃত্যু হয়।

ফালাকাটা, বীরপাড়া, মাদারিহাটে জাতীয় সড়ক, এশিয়ান হাইওয়ে থেকে শুরু করে গলিপথেও নাবালক মোটরবাইকের দাপটে ত্রস্ত সাধারণ মানুষ। সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান চালিয়ে নাজেহাল পুলিশ। এর আগে একাধিকবার নাবালক বাইকারদের অভিভাবকদের থানায় ডেকে সতর্ক করেছে বীরপাড়া থানার পুলিশ। তবে ছবি পালটায়নি। ঋতমের বাবা নেপাল মণ্ডল ব্যাংককর্মী। মা পাপিয়া আইসিডিএস কর্মী। ঋতমের বাবা বলছিলেন, 'আমাদের তিনটি মোটরবাইক রয়েছে। কিন্তু আমি ছেলেকে মোটরবাইক ব্যবহার করতে দিতাম না। দুর্ঘটনার পর জানতে পারি, বীরপাড়া থেকে মোটরবাইক ভাড়া করে জটেশ্বরে গিয়েছিল।' বীরপাড়ার কয়েকজন তরুণ মোটরবাইক ভাড়া দেন। জটেশ্বর ফাঁড়ি সূত্রের খবর, মোটরবাইকটি আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ময়নাতদন্তের পর বৃহস্পতিবার বিকেলে পড়শিরা ঋতমের দেহ শ্মশানে নিয়ে যান। নেপাল-পাপিয়ার একমাত্র সন্তান ঋতম। জেলা পরিষদের প্রাক্তন সদস্যা জশিন্তা লাকড়া বলেন, 'মর্মান্তিক ঘটনা। একটা পরিবারের সর্বনাশ হয়ে গেল।' এলাকার ব্যবসায়ী আনন্দ রাঠির কথায়, 'নেপালকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ, তিনি ছেলেকে মোটরবাইক দেননি। সমস্যা হল, বর্তমান প্রজন্ম অভিভাবকদের কথা শুনতে চায় না।'

বৃহস্পতিবার থেকেই ঋতমের স্কুলে মাধ্যমিকের প্রিটেস্ট শুরু হয়। স্কুলেও শোকের ছায়া। অন্যদিকে প্রশ্ন বীরপাড়ায় মোটরবাইক ভাড়া দেওয়ার কারবারের অভিযোগ নিয়ে। স্থানীয়রা বলছেন, ড্রাইভিং লাইসেন্সবিহীন একটি কিশোরকে কে, কীভাবে মোটরবাইক ভাড়া দিল তা নিয়ে পুলিশ তদন্ত করুক। প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া এভাবে মোটরবাইক ভাড়া দেওয়া যায় না। অবশ্য বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস বলেন, 'এধরনের অভিযোগ পাইনি। খোঁজ নেব।'

মৃত স্কুল পড়ুয়ার বাড়িতে পড়শিদের ভিড়।

ঘটনাক্রম

- ঋতম মণ্ডল (১৫) নামে দশম শ্রেণির ওই পড়ুয়া একটি মোটরবাইক জোগাড় করে জটেশ্বর পাড়ি দেয়
- আরেকটি বাইকে সওয়ার হয় তার দুই বন্ধু
- একটি গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর জখম হয় সে
- হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর ওই কিশোরের মৃত্যু হয়

ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত, ধৃত ১

সিতাই, ১১ সেপ্টেম্বর : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ইয়াবা ট্যাবলেট সহ এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করল সিতাই থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৫টা নাগাদ সিতাই ব্লকের খামার সিতাই এলাকা থেকে আলিয়া বিবি নামে ওই মহিলাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের বাড়ি সিতাইয়ের কায়েতেরবাড়ি গ্রামে। তাঁর কাছ থেকে প্রায় ১৫০ গ্রাম ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত মহিলা বাড়িতে ইয়াবা ট্যাবলেট মজুত করে তা বিক্রি করতেন। বৃহস্পতিবার গ্রাহকের হাতে ইয়াবা ট্যাবলেট পৌঁছে দেওয়ার সময় পুলিশ তাঁকে পাকড়াও করে। কীভাবে ওই মহিলা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ওই কারবার চালাচ্ছিলেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সিতাই থানার আইসি দীপাঞ্জন দাস বলেন, 'ধৃতের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। শুক্রবার তাঁকে দিনহাটা মহকুমা আদালতে তোলা হবে। এছাড়াও এই চক্রে আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

অবরোধ

শামুকতলা, ১১ সেপ্টেম্বর : আলিপুরদুয়ার জেলা বিড়ি মজদুর ইউনিয়নের ডাকে চার দফা দাবিতে বৃহস্পতিবার ভাটিবাড়ি এবং যশোডাঙ্গায় অবস্থান বিক্ষোভ ও পথ অবরোধে শামিল হলেন আন্দোলনকারীরা। ভাটিবাড়িতে ৪৫ মিনিট এবং যশোডাঙ্গায় ৩৫ মিনিট পথ অবরোধ হয়। প্রশাসন দাবি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস দিলে দুই জায়গার অবরোধ তুলে নেন আন্দোলনকারীরা। বিড়ি শ্রমিকদের ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বোনাস প্রদান, পিএফ-এর আওতাভুক্ত করা, সপ্তাহে একদিন স্বাস্থ্য ক্যাম্প ইত্যাদি দাবি জানানো হয়েছে।

প্রতিনিধি নির্বাচন

শামুকতলা, ১১ সেপ্টেম্বর : শামুকতলা সিধো কানহো কলেজের পরিচালন সমিতির শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বিঘ্নে মনোনীত হয়ে গেলেন বৃহস্পতিবার। এর আগে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছিল। কলেজ শিক্ষক সংগঠনের গোষ্ঠীকোন্দলে এবং মতানৈক্যের জেরে সভা ডেকেও সেই প্রক্রিয়া ভেস্তে যায়। শিক্ষক প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত হয়েছেন ডঃ রমেন্দ্রনাথ ভৌমিক, ডঃ রুমান সূত্রধর এবং রণজিৎ বিশ্বাস। অধ্যক্ষ আশুতোষ বিশ্বাস বলেন, 'সর্বসম্মতিক্রমে তিনজন অধ্যাপক কলেজের পরিচালন সমিতিতে এলেন। তাঁদের সুদক্ষ পরিচালনায় আগামীদিনে এই কলেজ উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে।'

বিদায় সংবর্ধনা

ফালাকাটা, ১১ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার ফালাকাটা কলেজের দর্শন বিভাগের ষষ্ঠ সিমেস্টারের পড়ুয়াদের বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এদিন দর্শনের শ্রেণিকক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন পঞ্চম ও তৃতীয় সিমেস্টারের ছাত্রছাত্রীরা। টিআইসি ডঃ প্রদীপকুমার অধিকারী, প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সহ বিভাগীয় অধ্যাপকরা উপস্থিত ছিলেন। বিদায়ি পড়ুয়াদের নানা উপহার দেওয়া হয়।

যানজট

ফালাকাটা, ১১ সেপ্টেম্বর : এমনিতেই বেহাল রাস্তা, তারমধ্যে বৃহস্পতিবার দুপুরে ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার সড়কের দোলং ডাইভারশনে বিকল হয়ে আটকে পড়ে একটি পণ্যবোঝাই ট্রাক। এজন্য ডাইভারশনে শুরু হয় যানজট। ধীরে ধীরে অন্য যানবাহন যাতায়াত করতে থাকে। দু'ঘণ্টা পর গ্যারাজকর্মীদের এনে ট্রাকটি ঠিক করা হলে যাতায়াত স্বাভাবিক হয়।

নিম্নমানের রাস্তার কাজের অভিযোগ

পালটা তোলাবাজির অভিযোগ দল ও ঠিকাদারের

রাকেশ শা

ঘোকসাডাঙ্গা, ১১ সেপ্টেম্বর : একটি পাকা রাস্তার কাজ নিয়ে বৃহস্পতিবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের রুইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম ডাউয়াগুড়িতে চাঞ্চল্য ছড়াল। ওই এলাকায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের তরফে বরাদ্দ হওয়া প্রায় ৩ কোটি টাকায় মালেক মিয়াঁর বাড়ির সামনে থেকে বাঁধেরপাড়ে মন্টু মিয়াঁর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তাটির কাজ শুরু হয়েছে। সেই কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করার অভিযোগ তুললেন এলাকার তৃণমূলের এক পঞ্চায়েত সদস্য মণিরুল হক। এছাড়াও তাঁর দাবি, এই কাজের কোনও বোর্ডও এলাকায় লাগানো হয়নি। এই বিষয়ে বৃহস্পতিবার মণিরুল সহ স্থানীয় বেশ কয়েকজন রাস্তার কাজের বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থাকে ঠিক করে কাজ করার কথা বলেন। এই নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়াতেই এলাকায় এদিন ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ যায়। পুলিশ সাফ জানিয়েছে, কাজ বন্ধ করা যাবে না। যদি কোনও অভিযোগ থাকে তাহলে তা লিখিতভাবে জানাতে হবে। যদিও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বই ওই পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে পালটা অভিযোগ করেছে।

তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই পঞ্চায়েত সদস্য কাজের বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারের কাছে মোটা টাকা দাবি করেছিলেন। দাবি পূরণ না হওয়ায় তিনিই স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে এই কাণ্ড করেছেন বলে অভিযোগ।

এদিকে মণিরুলের নেতৃত্বে স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, রাস্তার কাজের কোনও বোর্ড লাগানো হয়নি, নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে পেভার্স ব্লক বসানো হচ্ছে। তাই তাঁরা সকলেই চান রাস্তার কাজ ঠিক করে করা হোক। মণিরুলের দাবি, 'রাস্তার কাজ নিম্নমানের হচ্ছে। তাই আমরা প্রতিবাদ করেছি। আমার বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ মিথ্যে।'

এদিকে, ওই কাজের বরাত পাওয়া ঠিকাদার রায়গঞ্জের বাসিন্দা মিঠু রাম। তিনি বললেন, 'আমরা শিডিউল মেনে কাজ করছি। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মণিরুল আমার কাছে মোটা টাকা দাবি করেন। তা না দেওয়ায় তিনি এখন কাজে বাধা সৃষ্টি করার জন্য এসব করছেন। আমি গোটা বিষয়টি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সহ সকলকে জানিয়েছি।' মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মন জানান, তিনি এই অভিযোগ পেয়েছেন। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। তবে এলাকার উন্নয়নের কাজে কেউ বাধা দিলে তা বরদাস্ত করা হবে না বলেও তিনি জানিয়ে দেন।

এদিকে, ঘটনাটি চাউর হতে না হতেই স্থানীয়দের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। অনেকে বলছেন, এলাকার উন্নয়নে টাকা এলে নেতাদেরও পকেট ভরে। তাতে কাজ যেমনই হোক। এই নিয়ে তৃণমূলের মাথাভাঙ্গা-২ ব্লক সভাপতি খোকন দে জানান, স্থানীয় নেতৃত্ব থেকে এই অভিযোগ এসেছে। দলের জেলা নেতৃত্বকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

রাস্তার কাজ নিয়ে ক্ষুব্ধ পশ্চিম ডাউয়াগুড়ির বাসিন্দারা।

যা ঘটেছে

- একটি পাকা রাস্তার কাজ নিয়ে বৃহস্পতিবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের রুইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম ডাউয়াগুড়িতে চাঞ্চল্য ছড়াল
- মালেক মিয়াঁর বাড়ির সামনে থেকে বাঁধেরপাড়ে মন্টু মিয়াঁর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তাটির কাজ শুরু হয়েছে
- সেই কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ

দক্ষিণ মাদারিহাট প্রভুনগরের বুদ্ধ মন্দির তৈরির কাজ চলছে।

ইচ্ছেডানা ও বুদ্ধ মন্দিরে পুজোয় মাতবে মাদারিহাট

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১১ সেপ্টেম্বর : আশ্বিনের আকাশ। যদিও মাঝেমাঝে মেঘ জমে বৃষ্টি হচ্ছে। আর কয়েকদিন পর পুজো। আর তার ব্যস্ততাও এখন অনেক। শেষমুহূর্তের কাজ চলছে। আর সেই ছবি দেখা গেল মাদারিহাটের দুটো পুজো কমিটির উদ্যোক্তাদের মধ্যে। রবীন্দ্রনগর বিবেকানন্দ ব্যায়ামাগারের দুর্গাপুজোর থিম এবার ইচ্ছেডানা। ৫৬তম বর্ষের এই পুজো মাদারিহাটের মধ্যে একটি আকর্ষণীয় পুজো হিসেবেই পরিচিত। অপরদিকে, দক্ষিণ মাদারিহাট প্রভুনগর দুর্গাপুজো এবার ৫৭তম বর্ষে। তাদের পুজোর প্যান্ডেল এবার মায়ানমারের বুদ্ধ মন্দিরের আদলে করা হচ্ছে।

রবীন্দ্রনগর বিবেকানন্দ ব্যায়ামাগারের দুর্গাপুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সতীশ মাহাতো ও প্রিয়ংকর সাহা জানালেন, এবার তাঁদের পুজোর থিম ইচ্ছেডানা। প্যান্ডেল তৈরি করা হচ্ছে বাঁশ, খড় ও মাটির হাঁড়ি দিয়ে। এগুলোর মধ্যে তৈরি করা হবে পাখির বাসা। যেখানে কৃত্রিম পাখির কলরবে মুখরিত হয়ে উঠবে পুজোর প্যান্ডেল। প্যান্ডেল তৈরি করছেন জয়দেব বিশ্বাস।

প্যান্ডেলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিমা তৈরি করা হচ্ছে বলে জানান যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ সঞ্জিত সাহা ও বিপ্লব সাহা। জটেশ্বরের ঝুটন পাল প্রতিমা তৈরির দায়িত্বে রয়েছেন। পুজো কমিটির সভাপতি জহরলাল সাহা বললেন, 'আলোর মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হবে পাখির উড়ে যাওয়া ও ঘরে ফেরার দৃশ্য।' আলোর কাজ করছেন জীবন সাহা। পাশাপাশি পুজোর দু'দিন মিউজিক্যাল নাইট থাকবে বলে জানিয়েছেন সহ সভাপতি দেবাশিস সাহা। উদ্বোধনের দিন বস্ত্র বিতরণ হবে।

অন্যদিকে, দক্ষিণ মাদারিহাট প্রভুনগরের পুজোর প্যান্ডেল মায়ানমারের বুদ্ধ মন্দিরের আদলে তৈরি হচ্ছে বলে জানান পুজো কমিটির সম্পাদক শুভজিৎ দাস। ইতিমধ্যেই প্যান্ডেল তৈরির কাজ প্রায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। তাঁদের প্যান্ডেল তৈরি করছেন শিল্পী জয়দেব বিশ্বাস।

শুভজিৎ জানান, প্রতিমা তৈরি করছেন কোচবিহারের বাপী পাল। পাশাপাশি রোশনাইয়ে ভরে উঠবে গোটা প্যান্ডেল। তৈরি করা হচ্ছে সুউচ্চ দুটি তোরণ। পুজোর দিনগুলিতে থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

পুজো কমিটির সভাপতি শুভঙ্কর দাস বললেন, 'পুজোর প্যান্ডেল দেখতে প্রচুর দর্শক সমাগম এবারেও হবে। ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় উদ্বোধন করা হবে। মহালয়ার দিনও রয়েছে নানা অনুষ্ঠান। শোভাযাত্রা বের করা হবে।'

করোনেশন সেতুতে ছুটছে ভারী ডাম্পার

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : ডুয়ার্স ও শিলিগুড়ির মধ্যে সড়ক যোগাযোগ রক্ষা করে করোনেশন সেতু। ব্রিটিশ আমলে তৈরি সেতুটি 'বয়সের ভারে' ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। যে কারণে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা এনএইচ-৯ সেতুর ভারবহন ক্ষমতা সর্বাধিক ১০ টন নির্ধারিত করে দু'দিকে সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তাতে কী? নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রাতে তো বটেই এমনকি দিনেও ১৭-১৮ টনের ডাম্পার দিব্যি সেতু দিয়ে যাতায়াত করছে। রাতে ডাম্পার চলাচল আরও বেড়ে যায় বলে অভিযোগ। যা সেতুটিকে আরও দুর্বল করছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, মূলত ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একাধিক ক্র্যাশার থেকে ১০ এমএম মাপের ভাঙা পাথর, বালি নিয়ে সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পের কাজে সরবরাহের জন্য পাহাড়ের ডাম্পারগুলো এই পথে যাতায়াত শুরু করেছে। এলেনবাড়ি ও মংপংয়ে পুলিশের দুটো আউটপোস্ট পেরিয়ে ভারী ডাম্পারগুলো কীভাবে যাতায়াত করছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এলেনবাড়ি আউটপোস্ট জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের অধীনে। অন্যদিকে, মংপং আউটপোস্ট আবার কালিম্পং জেলার রিয়াং থানার আওতায়। রিয়াং থানার ওসি জ্যোতিকুমার সিংকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'করোনেশন সেতু দিয়ে ১০ টনের বেশি ওজনের যান চলাচল রুখতে নিয়মিত নজরদারি চালান মংপং আউটপোস্টের কর্মীরা। নজরদারি আরও কঠোর করা হবে।'

তিনি নিয়মিত নজরদারির কথা বললেও বাস্তবে পুলিশের নজর এড়িয়ে ১৭-১৮ টনের ডাম্পার করোনেশন সেতু দিয়ে অবাধে যাতায়াত করছে। এটা রুখতে পুলিশকে অনুরোধ করা হবে বলে এনএইচ-৯-এর নির্বাহী বাস্তুকার দেবব্রত ঠাকুর বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন।

দেবব্রত বলছেন, 'করোনেশন সেতুর ভারবহন ক্ষমতা সর্বাধিক ১০ টন। এই নির্দেশই বলবৎ আছে।' প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ৬-৭ বছর আগে ওই নির্দেশ জারি হয়েছিল। শুরুর দিকে নিয়ম মেনে যান চলাচল করলেও পরবর্তীতে ছবিটা বদলাতে থাকে। ভারী যান চলাচলের কারণে বর্তমানে বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে সেতুটি। যা উদ্বেগ বাড়িয়েছে এ পথের যাত্রীদের।

নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলছে ডাম্পার।

নাবালিকা উদ্ধার

আলিপুরদুয়ার, ১১ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এক নাবালিকাকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখে আরপিএফ তাকে উদ্ধার করে। জিজ্ঞাসাবাদে নাবালিকা এক তরুণের খপ্পরে পড়ার অভিযোগ জানায়। সুযোগ বুঝে সে ট্রেন থেকে নেমে পড়েছিল। কিন্তু অচেনা জায়গায় সে কী করবে, বুঝে উঠতে পারছিল না। তাই ভয়ে কাঁদতে থাকে। আরপিএফ কর্মীরা তাকে সিডব্লিউসির হাতে তুলে দেন। সিডব্লিউসি তাকে হোমে রাখার ব্যবস্থা করেছে।

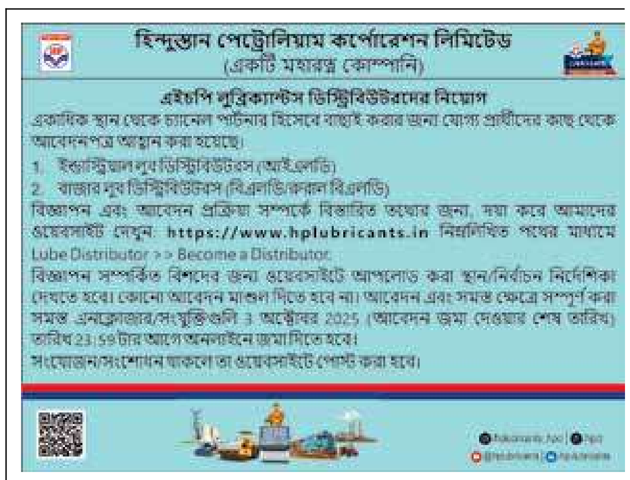

পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বালি পাচার

শামুকতলা ও কুমারগ্রাম, ১১ সেপ্টেম্বর : অবৈধ বালি পাচার রুখতে বদ্ধপরিকর পুলিশ ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর। তা সত্ত্বেও প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে নিত্য নতুন উপায়ে নিজেদের কার্যসিদ্ধি করে চলেছে পাচারকারীরা। একদিকে শামুকতলায় যখন বালিবোঝাই গাড়ি আটক করছে পুলিশ, সেখানেই আবার কুমারগ্রামে বালি-পাথর পাচারে পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগও উঠছে।

বৃহস্পতিবার শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে ও শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব মোদকের নেতৃত্বে ৩১সি জাতীয় সড়কে কাঁঠালতলা এলাকায় রায়ডাক নদী থেকে বালি তুলে গাড়িতে বোঝাই করে পাচারের সময় পাচারকারীদের প্রায় হাতেনাতে পাকড়াও করে ফেলেছিল পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বালিবোঝাই গাড়ি। যদিও পাচারকারীদের মধ্যে কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি।

শামুকতলা থানার ওসি জানিয়েছেন, আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশীর নির্দেশে বালি পাচার বন্ধ করতে লাগাতার অভিযান চলছে। তবে কাঁঠালতলা এলাকায় রাস্তায় ইনফর্মার রেখে বালি পাচারের চেষ্টা করা হচ্ছিল। ইনফর্মাররা যাতে প্রশাসনের গতিবিধি না বুঝতে পারে তাই পুলিশ এদিন অন্য একটি রাস্তা ব্যবহার করে। কিন্তু পুলিশ দেখেই পাচারকারীরা গাড়ি ফেলে পালিয়ে যায়। তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

কুমারগ্রাম ব্লকের রায়ডাক ও সংকোশ নদীর বিভিন্ন জায়গা থেকে অবৈধভাবে বালি-পাথর পাচারের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার বিডিওকে অভিযোগ জানালেন কুমারগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা নলিত দাস। তিনি বলেন, 'চ্যাংমারি বাঁধ ও পাগলারহাট লাগোয়া রায়ডাক নদী থেকে ড্রেজিং ও পলি অপসারণের নামে অবাধে বালি-পাথর উত্তোলন এবং পাচার চলছে। কুমারগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের হলদিবাড়ি বিত্তিবাড়ি এলাকায় সংকোশ নদী থেকেও সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে অবৈধভাবে বালি-পাথর তুলে নিয়মবহির্ভূতভাবে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার রাস্তা তৈরির কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।'

নলিত আরও জানান, এই পাচারের জেরে নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। এলাকাজুড়ে ভয়াবহ নদীভাঙন দেখা দিয়েছে। অথচ পুলিশ নিষ্ক্রিয়। প্রশাসনের তরফে যদি পদক্ষেপ না করা হয় তবে আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেন তিনি।

> সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে অবৈধভাবে বালি-পাথর তুলে নিয়মবহির্ভূতভাবে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার রাস্তা তৈরির কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।
>
> **নলিত দাস,** বিরোধী দলনেতা, কুমারগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতি

প্রচার মিছিল

মাথাভাঙ্গা, ১১ সেপ্টেম্বর : আগামী ২০ সেপ্টেম্বর কোচবিহার রাজবাড়ি মাঠে জনসভা করবে জিসিপিএ। বৃহস্পতিবার মাথাভাঙ্গা শহরে সেই সভাকে সফল করতে মিছিল হয়। এতে নেতৃত্ব দেন হরিপদ অধিকারী, সুবল রায়।

কাঠমান্ডু বিমানবন্দরে অপেক্ষায় যাত্রীরা। ডানদিকে শহরজুড়ে কার্ফিউ। রাস্তার দখল নিয়েছে নেপাল সেনা। বৃহস্পতিবার।

নেপাল সীমান্তে অস্থিরতা

রিপোর্ট নিয়ে দিল্লিতে বোস

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : নেপালের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি ঘিরে উদ্বেগের আবহেই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দিল্লি এসে পৌঁছোলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। বুধবার বাগডোগরা হয়ে সীমান্তবর্তী এলাকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন তিনি। তারপর দিনই দিল্লি পৌঁছোলেন। খবর, নতুন উপরাষ্ট্রপতির শপথগ্রহণের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। তবে শুধু এই অনুষ্ঠানের জন্য দিল্লি আগমণ নয়, তাঁর দিল্লি সফরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র সঙ্গে একান্ত বৈঠকও রয়েছে কর্মসূচিতে।

শুক্রবার রাষ্ট্রপতি ভবনে দেশের ১৫তম উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেবেন সিপি রাধাকৃষ্ণান। ওই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে হাজির থাকবেন বাংলার রাজ্যপালও। তবে এই সফরের আসল লক্ষ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র সঙ্গে তাঁর সম্ভাব্য একান্ত বৈঠকে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনায় নেপালের গণবিদ্রোহের প্রভাব সীমান্ত সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গে পড়ছে কি না, তার বিস্তারিত রিপোর্ট দিতে পারেন তিনি। রাজ্যের বর্তমান আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়েও আলোচনা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

কেন্দ্রের প্রকল্পে সীমান্ত গ্রামের উন্নয়ন

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : চিন, বাংলাদেশ সহ সাতটি দেশের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নতুন কর্মসূচি চালু করল কেন্দ্র। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গও বড় অংশীদার। কেন্দ্রীয় সরকারের 'ভাইব্র্যান্ট ভিলেজেস প্রোগ্রাম (ভিভিপি)-২'-এর অধীনে এবার রাজ্যের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির উন্নয়নেও জোর দেওয়া হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরেই পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির প্রধান সমস্যা হল উন্নয়নের অভাব, কর্মসংস্থানের সংকট আর অবিরাম অনুপ্রবেশ। সীমান্তের গ্রামগুলি ধীরে ধীরে জনশূন্য হয়ে পড়ছিল, যা নিরাপত্তার দিক থেকে এক বড় দুর্বলতা তৈরি করছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের মতে এবার সেই ছবি পালটাতে চলেছে।

ভিভিপি-২ এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার মোট ৬,৮৩৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এই প্রকল্পে ১৭টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গও। লক্ষ্য, সীমান্ত গ্রামগুলিতে পরিকাঠামো উন্নয়ন, জীবিকার সুযোগ বাড়ানো এবং এলাকার মানুষ যাতে গ্রাম ছেড়ে বাইরে না যায় সে ব্যাপারে নিশ্চিত করা।

পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে অর্থাৎ উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুর, কোচবিহারে সীমান্তের ওপারে অবৈধ অনুপ্রবেশ, পাচার, চোরাচালান, মাদক সমস্যা দীর্ঘদিন ধরেই বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মত সরকারি স্তরে। স্থানীয়রা কাজের জন্য ভিনরাজ্যে চলে যাওয়ায় সীমান্ত গ্রামগুলি ক্রমশ জনশূন্য হয়ে পড়ছিল। এই মর্মেই কেন্দ্রীয় সরকার ভিভিপি-২ প্রকল্পের অন্তর্গত বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে।

এই প্রকল্পে স্থানীয় পর্যায়ে, রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং স্কুলের উন্নয়ন করা হবে। পাশাপাশি কৃষি, পশুপালন, হস্তশিল্প, পর্যটনকেও উৎসাহ দেওয়া হবে। গ্রামগুলিতে সিসিটিভি, স্মার্ট নজরদারি ও বর্ডার ফেন্সিং-এর আধুনিক ব্যবস্থা আনা হবে।

সীমান্ত ব্যবস্থাপনা দপ্তরের সচিব রাজেন্দ্র কুমার বলেন, 'সীমান্তে এআই ব্যবহার করলে নজরদারি আরও তীক্ষ্ণ হবে। এআই এবং ডেটা ফিউশন প্রযুক্তি একসঙ্গে ব্যবহার করে পাচার বা অনুপ্রবেশের মতো ঘটনা দ্রুত শনাক্ত করা সম্ভব হবে।' তিনি জানান, শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে স্মার্ট ফেন্সিং, আধুনিক সেন্সর, অ্যান্টি-কাট ও অ্যান্টি-ক্লাইম্ব ফিচারও চালু হবে। মায়ানমার ও বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতার বসানোর কাজও জোরকদমে চলছে বলে জানান তিনি।

জম্মু-কাশ্মীর ও অসমের আন্তর্জাতিক সীমান্তে আধুনিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত (অ্যান্টি-কাট, অ্যান্টি-রাস্ট, অ্যান্টি-ক্লাইম্ব) নতুন নকশার ফেন্স বসানো হচ্ছে বলেও জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, এই প্রকল্পের অন্তর্গত উপকূল সুরক্ষায় কোস্টাল সিকিউরিটি স্কিম-১ ও ২-এর মাধ্যমে সব উপকূলবর্তী রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে আধুনিক নজরদারি ও সরঞ্জাম দেওয়া হয়েছে।

সোনিয়ার নাগরিকত্ব মামলা খারিজ

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : ভারতের নাগরিকত্ব পাওয়ার আগেই কি কংগ্রেসনেত্রী সোনিয়া গান্ধির নাম দেশের ভোটার তালিকায় উঠেছিল? এই বিষয়ে একটি মামলা বৃহস্পতিবার খারিজ করেছে দিল্লির একটি আদালত। আবেদনকারী বিকাশ ত্রিপাঠীর আইনজীবী পবন নারং বলেন, ১৯৮২ সালে সোনিয়া গান্ধি ও সঞ্জয় গান্ধির নাম ভোটার তালিকা থেকে মুছে দেওয়া হয়। পরে ১৯৮৩ সালে নাগরিকত্ব পাওয়ার পর সোনিয়ার নাম ফের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই বিষয়ে পুলিশি তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হোক।

তবে অতিরিক্ত মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট বৈভব চৌরাসিয়া মামলাকারীর অভিযোগ ও আর্জি পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়ে বলেন, 'এই বিষয়ে পুলিশি তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার মতো যথেষ্ট কারণ দেখছি না।'

রুশ সেনায় যোগ নয়

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে রুশ সেনায় নিয়োগের যে প্রক্রিয়া চলছে, তাতে ভারতীয় নাগরিকদের পা দিতে বারণ করল কেন্দ্রীয় সরকার। পাশাপাশি মস্কোকেও তাদের সেনাবাহিনীতে ভারতীয়দের নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধের আর্জি জানিয়েছে নয়াদিল্লি। সেই সঙ্গে যে সমস্ত ভারতীয় বর্তমানে রুশ সেনায় কর্মরত, তাঁদের অবিলম্বে মুক্ত করার আবেদন জানানো হয়েছে।

রুশ সেনার বিভিন্ন ইউনিটে ভারতীয়দের নিয়োগের বিষয়টি সামনে আসার পরই বিদেশমন্ত্রকের তরফে কড়া নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'ভারতীয় নাগরিকদের সম্প্রতি রুশ সেনায় নিয়োগের ব্যাপারে প্রতিবেদন দেখেছি আমরা। সরকার অতীতে বিভিন্ন সময়ে এই ধরনের কাজকর্মের ঝুঁকি এবং বিপদের বিষয়টি সকলের গোচরে এনেছে। আমরা মস্কোকে বলেছি এই কাজটি অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত এবং আমাদের নাগরিকদের মুক্তি দেওয়া দরকার। যে সমস্ত ভারতীয় নাগরিক রুশ সেনায় যোগ দিয়েছেন,

ভারতীয়দের সতর্ক করল কেন্দ্র

আমরা তাঁদের পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখছি।' রুশ সেনায় যোগদানের বিষয়টি যে বিপদসংকুল সেই কথাও এদিন সাফ জানিয়ে দিয়েছেন রণধীর জয়সওয়াল।

সম্প্রতি জানা গিয়েছে, দু'জন ভারতীয় নাগরিক ইউক্রেনের ডনেতস্ক অঞ্চলে রুশ সেনার হয়ে যুদ্ধ করছেন। তাঁদের নির্মাণ কাজে নিয়োগ করার অছিলায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার বদলে তাঁদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ওই দু'জন রুশ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন সেলিডোভ নামে একটি শহর থেকে জানিয়েছেন, অন্তত আরও ১৩ জন ভারতীয় একই অবস্থায় রয়েছেন। নিখোঁজ ভারতীয়দের সন্ধান চেয়ে মস্কোর সঙ্গে নিরন্তর যোগাযোগও রাখছে নয়াদিল্লি। গত বছর নয়াদিল্লির রুশ দূতাবাস দাবি করেছিল, তাদের সেনাবাহিনীতে কোনও ভারতীয় নাগরিককে নিয়োগ করানো হয়নি। মস্কোয় গত বছর জুলাই মাসে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়ও বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

ধৃত ৫ আইএস

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : উৎসবের মুখে বানচাল হয়ে গেল জঙ্গি নাশকতার ছক। দিল্লি পুলিশের বিশেষ সেল ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা দিল্লি, মুম্বই, হায়দরাবাদ, রাঁচি ও মধ্যপ্রদেশে যৌথ অভিযান চালিয়ে পাঁচ জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছে।

'খুনিদের টেনে বের করব'

দক্ষিণপন্থী কার্ককে গুলি, ক্ষিপ্ত ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১১ সেপ্টেম্বর : আমেরিকায় রাজনৈতিক হিংসার নতুন অধ্যায় খুলে গেল ডোনাল্ড ট্রাম্পের সহযোগী নেতা চার্লি কার্কের হত্যার ঘটনায়। মাত্র ৩১ বছর বয়সেই রিপাবলিকান রাজনীতিতে শক্তিশালী কণ্ঠ হিসাবে পরিচিত কার্ককে বুধবার উটা ভ্যালি ইউনিভার্সিটিতে এক জনসভায় গুলি করে হত্যা করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বক্তৃতার মাঝেই হঠাৎ গুলির শব্দ শোনা যায়। সেই সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেখা যায় কার্ককে। তদন্তকারীদের মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাদ থেকে কালো পোশাক পরা এক ব্যক্তি গুলি চালিয়ে কার্ককে হত্যা করে। তাকে এখনও ধরা যায়নি।

'বন্ধু' কার্কের হত্যাকাণ্ডকে আমেরিকার পক্ষে 'কালো দিন' আখ্যা দিয়ে অতিবামেদের ('র‍্যাডিক্যাল লেফ্ট') বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদ্গার করেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'বছরের পর বছর ধরে উগ্র বামপন্থীরা চার্লির মতো দুর্দান্ত আমেরিকানদের নাৎসি ও বিশ্বের সবচেয়ে নিকৃষ্ট হত্যাকারী এবং অপরাধীদের সঙ্গে তুলনা করে আসছে। আজ আমরা দেশে যে সন্ত্রাস দেখছি, বামেদের দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্যই তার জন্য সরাসরি দায়ী। এবার এসব বন্ধ করে দেব।'

এখানেই না থেমে হুঁশিয়ারির সুরে ট্রাম্প বলেন, হত্যায় জড়িত প্রত্যেককে, এমনকি যেসব সংগঠন এই ধরনের হিংসাকে সমর্থন বা অর্থ জোগায়, তাদেরও খুঁজে বের করা হবে। তাঁর কথায়, 'চার্লির ওপর হামলা গোটা দেশের ওপর হামলার সমান। বুলেট দিয়ে তাঁর আদর্শকে চুপ করানো যাবে না। তাঁর কণ্ঠস্বর যাতে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে জীবিত থাকে, তা আমরা সকলে মিলে নিশ্চিত করব।' কার্ককে 'সত্যের শহিদ' বলে অভিহিত করার পাশাপাশি সরকারি ভবনগুলিতে রবিবার পর্যন্ত জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার নির্দেশ দেন ট্রাম্প।

অনুষ্ঠানে দক্ষিণপন্থী চার্লি কার্ক। হাড়হিম দৃশ্যের সেই ছবি।

> চার্লির ওপর হামলা গোটা দেশের ওপর হামলার সমান। বুলেট দিয়ে তাঁর আদর্শকে চুপ করানো যাবে না। তাঁর কণ্ঠস্বর যাতে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে জীবিত থাকে, তা আমরা সকলে মিলে নিশ্চিত করব।
>
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**

কার্কের হত্যাকাণ্ডকে সরাসরি রাজনৈতিক হত্যা বলে উল্লেখ করেন উটার গভর্নর স্পেন্সার কক্স। মার্কিন কংগ্রেসের প্রাক্তন সদস্য গ্যাব্রিয়েল গিফোর্ডস সহ অনেকেই বলেন, 'গণতান্ত্রিক দেশে মতের ভিন্নতা থাকবেই। কিন্তু এই ধরনের হিংসাকে বরদাস্ত করা যায় না।' ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ কার্ক ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'টার্নিং পয়েন্ট ইউএসএ', যা তরুণদের মধ্যে রক্ষণশীল মতাদর্শ ছড়িয়ে দিতে শুধু নয়, হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের দ্বিতীয়বার ফিরে আসার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। তাঁর মৃত্যু মার্কিন দক্ষিণপন্থী রাজনীতিতে বড় ধাক্কা বলেই মনে করা হচ্ছে।

উল্লাস... *বৃহস্পতিবার পাটনার এনআইএফটির সমাবর্তন উৎসবে পড়ুয়ারা।*

'মোহন' বাঁশিতে ঐক্যের সুর

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : অবসর বিতর্কের মধ্যেই সরসংঘচালক মোহন ভাগবতের সঙ্গে ঐক্যের বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার ছিল আরএসএস প্রধানের ৭৫ তম জন্মদিন। সেই উপলক্ষ্যে এদিন ভাগবত প্রশস্তিতে খামতি রাখেননি মোদি। প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'আজ এমন এক ব্যক্তিত্বের জন্মদিন, যিনি বসুধৈব কুটুম্বকমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর গোটা জীবন সামাজিক রূপান্তর, সম্প্রীতি এবং সৌভ্রাতৃত্বের চেতনাকে শক্তিশালী করতে উৎসর্গ করেছেন। আমি মোহন ভাগবতের কথা বলছি। যাঁর ৭৫ তম জন্মদিন ঘটনাচক্রে আরএসএসের শতবর্ষ পূর্তির সঙ্গে একই বছরে পড়েছে।' ভাগবতকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর দীর্ঘ পথচলাকেও স্মরণ করেন মোদি। তিনি বলেন, 'আমাকে যদি মোহনজির দুটি গুণের কথা উল্লেখ করতে হয় তাহলে সেগুলি হল ধারাবাহিকতা এবং মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা। অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতির মধ্যে তিনি সংগঠন পরিচালনা করেছেন। কিন্তু কখনও সংগঠনের মূল আদর্শের সঙ্গে আপস করেননি।' করোনা অতিমারির সময় ভাগবতের নেতৃত্বে আরএসএসের ভূমিকারও প্রশস্তি শোনা গিয়েছে মোদির মুখে।

স্বামীর অতীত জড়িয়ে ব্যাকফুটে সুশীলা

কাঠমান্ডু, ১১ সেপ্টেম্বর : ২০১৬ সালের ১১ জুলাই প্রধান বিচারপতি হয়ে ইতিহাস গড়েন সুশীলা কার্কি। নেপালের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন তিনি। নির্ভীক সুশীলা অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেননি। অবাক করা ঘটনা হল, তাঁর স্বামী দুর্গাপ্রসাদ সুবেদি অতীতে বিমান ছিনতাই করেছিলেন। সেই বিমানে ছিলেন বলিউড অভিনেত্রী মালা সিনহা। অতীতের সেই ঘটনায় কিছুটা ব্যাকফুটে সুশীলা।

সুশীলা প্রধান বিচারপতির একবছরের মেয়াদে বহু নির্ণায়ক ভূমিকা নিয়েছিলেন। তদানীন্তন ক্ষমতাসীন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জয়প্রকাশ গুপ্তের কারাদণ্ড, দুর্নীতি দমন দপ্তরের প্রধানকে অপসারণ তাঁর নেতৃত্বে নজিরবিহীন ঘটনা।

স্বচ্ছ ও সাহসী সুশীলার ব্যক্তিগত জীবনের বিতর্কিত অধ্যায়টি তদানীন্তন নেপালি কংগ্রেসের যুব নেতা স্বামী দুর্গাপ্রসাদ সুবেদিকে ঘিরে। নেপালে প্রথম বিমান ছিনতাই কাণ্ডে তিনি যুক্ত। ১৯৭৩ সালের ১০ জুন ১৯ জন যাত্রী নিয়ে বিরাটনগর থেকে

কাঠমান্ডুগামী রয়্যাল নেপাল এয়ারলাইন্সের বিমান ছিনতাই হয়। রাজা মহেন্দ্রর আমলের সেই ঘটনার উদ্দেশ্য ছিল বিমানে থাকা ৩০ লক্ষ টাকা ছিনতাই করে তহবিল গড়া। রাজতন্ত্রের উৎখাতে তা কাজে লাগানো। বিমানটি অবতরণ করে বিহারের ফোর্বসগঞ্জে। টাকা পৌঁছোয় দার্জিলিঙে। সুবেদি, তাঁর সহযোগীরা মুম্বইয়ে ধরা পড়েন। দু'বছর কারাবাসের পর ১৯৭৫ সালে মুক্তি পান।

সুশীলার দৃঢ়তা তাঁকে প্রধান বিচারপতির আসনে বসিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসতে পারবেন? উত্তর দেবে আগামী।

বিধি ভেঙেছেন রাহুল!

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে বিদেশে সুরক্ষা বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলল সিআরপিএফ। রাহুল গান্ধি জেড প্লাস স্তরের অ্যাডভান্সড সিকিউরিটি লিয়াজঁ (এএসএল) নিরাপত্তা পান। যার অর্থ তাঁর চারপাশে এনএসজি কমান্ডো সহ ৫৫ জনের নিরাপত্তাকর্মী থাকেন। কিন্তু সিআরপিএফের ভিভিআইপি সিকিউরিটি প্রধান সুনীল জুনের অভিযোগ, রাহুল গান্ধি নিজের নিরাপত্তা বলয় নিয়ে আদৌ গুরুত্ব দেন না। কারণ, কাউকে না জানিয়ে বেশিরভাগ সময়ই উনি বিদেশসফর করেন। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে চিঠি লিখে বিষয়টি জানিয়েছে সিআরপিএফ। এই ইস্যুতে বিজেপি স্বাভাবিকভাবেই রাহুল গান্ধির সমালোচনা করেছে। তিনি কি লুকোতে চাইছেন তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে গেরুয়া শিবির। জবাবে কংগ্রেস নেতা পবন খেরার পালটা তোপ, রাহুল গান্ধি যখন ভোট চুরি নিয়ে সরব হয়েছেন, তখনই কেন সিআরপিএফের তরফে চিঠিটি প্রকাশ্যে আনা হল। রায়বেরেলির কংগ্রেস সাংসদ ইয়েলো বুকে থাকা প্রোটোকলের কিছুই মানছেন না বলে জানিয়েছে সিআরপিএফ।

২০% ইথানলে কমেছে গাড়ির 'দৌড়'

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : গাড়িতে ২০ শতাংশ ইথানল মেশানো জ্বালানি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে সরকার, কিন্তু এতে গাড়ির মাইলেজ ও গতি কমতে পারে বলে স্বীকার করেছেন মাহিন্দ্রার এক শীর্ষ কর্মকর্তা। মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রার সিইও নলিনীকান্ত গোল্লাগুণ্ঠা জানিয়েছেন, কোম্পানিটি শিগগিরই গ্রাহকদের জন্য একটি নির্দেশিকা জারি করবে, যেখানে এই নতুন জ্বালানি নিয়ে বিস্তারিত তথ্য থাকবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সারা দেশের প্রায় ৯০,০০০ পেট্রোল পাম্পে যখন এই ই২০-ই একমাত্র বিকল্প, তখন গ্রাহকদের কী হবে?

অনেক গ্রাহক তাদের পুরোনো গাড়ির কার্যকারিতা নিয়ে উদ্বিগ্ন। গাড়ি নির্মাতারা প্রথমে বলেছিলেন, পুরোনো মডেলগুলির জন্য ই২০ উপযুক্ত কি না তা পরীক্ষা করা হয়নি। কিন্তু পরে সরকারের চাপেই হয়তো নিজেদের অবস্থান পালটে বলেন, এটি ব্যবহার করা নিরাপদ। এই বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ গাড়ির মালিকরা সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। তাঁদের মতে, গাড়ির মাইলেজ ও ইঞ্জিন নিয়ে কোম্পানিগুলি সঠিক তথ্য দিচ্ছে না। তবে সুপ্রিম কোর্ট এই জ্বালানি বন্ধ করার আবেদন খারিজ করে দিয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য সব উদ্বেগ উড়িয়ে দিয়ে বলছে, এই ই২০-ই হল ভবিষ্যতের পথ। তারা বলছে, পুরোনো গাড়ির কিছু রাবার পার্টস এবং গ্যাসকেট বদলালেই সমস্যার সমাধান হবে, আর এটা নাকি খুবই সহজ একটি প্রক্রিয়া। এমনকি, কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গড়করি দাবি করেছেন, এই ই২০-র বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ায় যে প্রচার চলছে, তা আসলে 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত'।

এখন প্রশ্ন হল, মাইলেজ কমলে পকেটের ওপর চাপ বাড়বে কি না, আর গাড়ির 'পেটে' ২০ শতাংশ ইথানল দিলে কি শুধু গতিই কমবে, নাকি অন্য কোনও 'সমস্যা'ও হবে?

তদন্তকারীদের বিরুদ্ধেও তদন্ত জরুরি : কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : দুই প্রাক্তন ও পদস্থ সিবিআই আধিকারিকের চারটি আবেদন বাতিল করে ঐতিহাসিক নজির তৈরি করল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের দুই বিচারপতি পঙ্কজ মিঠল ও বিপি ভারালের বেঞ্চ তাঁদের বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টের রায়ই বহাল রাখল। দিল্লি হাইকোর্ট সংশ্লিষ্ট দুই আধিকারিকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়েরের নির্দেশ দিয়েছিল। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, তদন্তকারীদের বিরুদ্ধেও তদন্ত হওয়া উচিত। এতে সার্বিক ব্যবস্থার ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা অক্ষুণ্ণ থাকে। দিল্লি পুলিশের প্রাক্তন কমিশনার ও সিবিআই-এর প্রাক্তন যুগ্ম অধিকর্তা নীরজ কুমার ও তৎকালীন তাঁর অধস্তন ও দিল্লি পুলিশের এসিপি বিনোদ পান্ডের দায়ের করা চারটি আবেদনই গতকাল খারিজ করেছে।

সর্বোচ্চ আদালত আগেও সিবিআইকে ভর্ৎসনা করেছে। এবারও সিবিআই অফিসারদের তুমুল সমালোচনা করল। শীর্ষ আদালত আরও জানিয়েছে, দিল্লি পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার কিংবা তার থেকেও উচ্চতর পদমর্যাদার কোনও আধিকারিককে দিয়ে তদন্ত করাতে হবে।

হরপ্পা লিপি নিয়ে বিশেষ সম্মেলন, থাকছেন নমো

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাসে অন্যতম বড় রহস্য উন্মোচনের পথে বড় পদক্ষেপ করল ভারত। হরপ্পা বা সিন্ধু সভ্যতার অমীমাংসিত লিপি পাঠোদ্ধারকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার থেকে তিনদিনের আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু হল নয়াদিল্লির ইন্দিরা গান্ধি ন্যাশনাল সেন্টার ফর দ্য আর্টস-এ।

সম্মেলনে একই মঞ্চে থাকছেন প্রত্নতত্ত্ববিদ, ভাষাতত্ত্ববিদ, কম্পিউটার বিজ্ঞানী, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ এবং অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিকরা। ১২ সেপ্টেম্বর সম্মেলনে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ১৩ সেপ্টেম্বর উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা।

হরপ্পা ও মহেন-জো-দারো সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৯২১-২২ সালে। এক শতাব্দীরও বেশি গবেষণার পরেও সেই সভ্যতা থেকে উদ্ধার হওয়া সিলমোহর ও ফলকে খোদাই করা লিপির অর্থ আজও অজানা। গবেষকদের মতে, এটি যেন এক অসম্পূর্ণ 'জিগস পাজল'। টুকরোগুলি রয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণ ছবিটি মেলে না।

হরপ্পা লিপিতে রয়েছে ৪০০ থেকে ৭০০টি স্বতন্ত্র চিহ্ন। ৫,০০০-এরও বেশি নিদর্শনে এই লিপি পাওয়া গিয়েছে প্রধানত সিলমোহর, টেরাকোটা ফলক, তামার সরঞ্জাম ও ভাঙা পাত্র। অধিকাংশ লেখাই অতি সংক্ষিপ্ত, গড়ে মাত্র পাঁচটি চিহ্ন নিয়ে গঠিত। ধোলাভিরার বিখ্যাত সাইনবোর্ডই একমাত্র ব্যতিক্রম, যেখানে রয়েছে

২৬টি অক্ষর। এই সংক্ষিপ্ততাই পাঠোদ্ধারের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায়। গবেষকরা মনে করেন, এগুলি প্রশাসনিক বা বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত হত, তবে এর প্রকৃত তাৎপর্য এখনও অধরা।

এই সম্মেলন এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন বিশ্বজুড়ে হরপ্পা লিপি নিয়ে নতুন করে উৎসাহ তৈরি হয়েছে। চলতি বছরের শুরুতে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনও ঘোষণা করেছেন, যে কেউ বিশ্বাসযোগ্যভাবে হরপ্পা লিপি পাঠোদ্ধার করতে পারলে তাঁকে দেওয়া হবে ১ মিলিয়ন ডলার পুরস্কার। এই ঘোষণা গবেষকদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা তৈরি করেছে।

এ প্রসঙ্গে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার বহতা মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'কোনও গবেষকই এখনও বলতে পারেন না যে হরপ্পা লিপির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার হয়ে গিয়েছে। আমার গবেষণায় মনে হয়েছে, এটি কোনও বর্ণনির্ভর লিপি নয়। সম্ভবত প্রাচীন বাণিজ্য ও শুল্কনীতির তথ্য এতে রয়েছে।'

খ্রিস্টপূর্ব ২৬০০ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে বিস্তৃত এই সিন্ধু সভ্যতা আজকের পাকিস্তান থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিল। নগর পরিকল্পনা, বাণিজ্যিক সাফল্য ও কারুশিল্পের জন্য বিশ্বখ্যাত এই সভ্যতার প্রকৃত ভাষা ও লিপি আজও ইতিহাসবিদদের কাছে এক মারাত্মক চ্যালেঞ্জ হয়েই রয়েছে।

বিহারে আরজেডি কর্মী খুন

পাটনা, ১১ সেপ্টেম্বর : বিহারে বিধানসভা ভোটের মুখে খুন হলেন আরজেডি কর্মী রাজকুমার ওরফে আলা রাই। বুধবার রাতে রাজেন্দ্রনগর টার্মিনালের কাছে তাঁকে গুলি করে দুই দুষ্কৃতী। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল আরজেডি-র কর্মী খুনকে কেন্দ্র করে হইচই পড়ে গিয়েছে। রাজকুমারের দিদি শীলা দেবী বৃহস্পতিবার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, 'খুনিরা গ্রেপ্তার না হলে আমরা ভাইয়ের শেষকৃত্য করব না। রাস্তা ও থানা ঘেরাও করব।' রাজকুমার একসময়ে আরজেডিতে থাকলেও মতবিরোধের কারণে দল ছাড়েন। তেজস্বী যাদবের বিরুদ্ধে নির্দল প্রার্থী হিসেবে রাঘোপুর বিধানসভা আসনে প্রার্থী হওয়ার কথা ছিল বিতর্কিত জমি কেনাবেচার ব্যবসায় জড়িত রাজকুমারের। রাঘোপুরেরই বিধায়ক তেজস্বী।

বৃহস্পতিবার পাটনা (পূর্ব)-র পুলিশ সুপার পরিচয় কুমার জানিয়েছেন, বৈশালীর রাঘোপুরের বাসিন্দা রাজকুমার গতকাল রাত ১০টা নাগাদ রাজেন্দ্রনগর টার্মিনালের কাছে দুই দুষ্কৃতীর গুলিতে নিহত হন।

সফরের আগে টানটান মণিপুর

ইম্ফল, ১১ সেপ্টেম্বর : শনিবার মণিপুরে যাওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। তাঁর সফরের আগে আক্ষরিক অর্থেই দুর্গে পরিণত করা হয়েছে ইম্ফলের কাংলা ফোর্টকে। ইতিমধ্যে দুর্গ সহ আশপাশের এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেছেন স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপের অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল। উত্তেজনা রয়েছে রাজ্য বিজেপি দপ্তরেও। বিজেপির উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা সম্বিত পাত্র ইতিমধ্যে ইম্ফলে দলের বিধায়কদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক সেরে নিয়েছেন।

শিং নেই তবু... কালীঘাটে বৃহস্পতিবার। -রাজীব মণ্ডল

কমিটি গড়ছে তৃণমূল

লক্ষ্য এসআইআর মোকাবিলা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : অক্টোবরে পুজোর পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গ সহ কয়েকটি রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন(এসআইআর) করা হবে বলে বুধবারই মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছে মুখ্য নির্বাচন কমিশন। এসআইআর নিয়ে যখন কমিশন প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন তৃণমূলও এই ইস্যুতে লাগাতার আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু করে দিতে চাইছে। অভিষেকের নেতৃত্বে দলের রাজ্যস্তরের একটি কমিটি তৈরি করা হচ্ছে। ওই কমিটি জেলাস্তরে কোথায় কত ভোটারের নাম বাদ যাচ্ছে, তা নিয়ে প্রয়োজনীয় রূপরেখা তৈরি করবে।

বুধবারই এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে অভিষেকের কথা হয়েছে। চলতি সপ্তাহেই এসআইআর-এর বিরুদ্ধে তৃণমূলের আন্দোলনের রূপরেখা ঘোষণা করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যস্তরের ওই কমিটি প্রতিটি জেলায় একটি করে কমিটি তৈরি করবে। ওই কমিটি বুথভিত্তিক ভোটার তালিকা পর্যালোচনা করবে। মঙ্গলবারই মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠকে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ প্রস্তাব দিয়েছিলেন, স্বাস্থ্যসাথী কার্ডকেও পরিচয়পত্র হিসেবে বিবেচনা করা হোক। কিন্তু বৃহস্পতিবারই কমিশনের পক্ষ থেকে নবান্নকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, স্বাস্থ্যসাথী কার্ডকে পরিচয়পত্র হিসেবে বিবেচনা করা হবে না। এতে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ নবান্ন।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রামাঞ্চলে এখনও যাঁদের আধার কার্ড নেই, তাঁদের দ্রুত আধার কার্ড করিয়ে দিতে দলীয় নেতৃত্বকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আধার কার্ডকে পরিচয়পত্র হিসেবে বিবেচনা করতে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ফলে কমিশনের বিরুদ্ধে অস্ত্র পেয়েছে এই রাজ্যের শাসকদল। কিন্তু সীমান্তবর্তী জেলার সংখ্যালঘু ভোটারদের নাম পরিকল্পিতভাবে বাদ দেওয়ার চেষ্টা বিজেপি করতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। সেই জায়গা থেকে পালটা মোকাবিলার রাস্তা খোলা রাখছে তৃণমূল। তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'বিহারে এসআইআর দেখলে স্পষ্ট বোঝা যাবে, রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে বিজেপি কমিশনকে ব্যবহার করেছে। তাই সংখ্যালঘুদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা এই রাজ্যে একজন ভোটারের নাম বাদ গেলেও পালটা কমিশনকে চেপে ধরব। বিজেপির স্বার্থ চরিতার্থ আমরা এখানে করতে দেব না।' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অবশ্য বলেন, 'বাংলাদেশিদের নাম তালিকা থেকে বাদ যাবে। সেই জন্যই এসআইআর হচ্ছে। তাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে তৃণমূল।'

ব্রাত্যর মন্তব্যে ক্ষোভ চাকরিপ্রার্থীদের

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : আন্দোলনের যৌক্তিকতাই নেই। বৃহস্পতিবার সারাদিন জুড়ে টানা বিক্ষোভ-ধস্তাধস্তি-পুলিশি ধরপাকড়ের পর ২০২২ সালের টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীদের উদ্দেশে এই বার্তাই দিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। ৫০ হাজার শূন্যপদের দাবিতে দফায় দফায় আন্দোলনে যখন বিধানসভা চত্বর উত্তাল, ঠিক তখনই ব্রাত্য বললেন, 'প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সভাপতি কিছুদিন আগেই জানিয়েছেন শূন্যপদ তৈরির কাজ চলছে। শূন্যপদ নির্দিষ্ট করে কত বলা হয়নি। এদিকে শূন্যপদ ৫০ হাজার, ৫১ হাজার বলে খাইয়ে দেওয়া হচ্ছে।' এরপরেই এই মন্তব্যের বিরোধিতায় সন্ধের পর চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ হাজির হন ব্রাত্যের বাড়ির সামনে। তাঁদের পালটা যুক্তি, '৫০ হাজার শূন্যপদের কথা গৌতম পাল নিজেই জানিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীও নতুন শূন্যপদের কথা বলেছিলেন। তারপরেও আজ এমন কথা বললেন কেন শিক্ষামন্ত্রী?'

এদিন বিধানসভার ২ ও ৩ নম্বর গেটের সামনে আন্দোলনকারীরা বসে পড়লে তাঁদের ১৪৪ ধারা জারি থাকায় উঠে যেতে হুঁশিয়ারি দেন পুলিশ আধিকারিকরা। চাকরিপ্রার্থী অদিতি কর্মকার প্রশ্ন তোলেন, 'স্বচ্ছভাবে টেট পাশ করা সত্ত্বেও তিন বছর ধরে সরকার কেন ইন্টারভিউ নোটিশ দিচ্ছে না?' তারপরেই তাঁদের একাংশ ব্রাত্যের বাড়ির সামনে অবস্থান শুরু করলে সেখানেও পুলিশ তাঁদের ওপর চড়াও হয়।

চাকরিপ্রার্থী মোহিত করাতি বলেন, 'পুলিশ আমাদের শিক্ষামন্ত্রী, মুখ্যসচিব ও পর্ষদ সভাপতির সঙ্গে একত্রে আলোচনার ব্যবস্থা করে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়ায় আমরা অবস্থান তুলে নিয়েছি। পুলিশ দ্রুত বৈঠক না করলে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করব।' এদিন ব্রাত্যের আরও আশ্বাস, 'জেলাস্তরে শূন্যপদ নির্ণয়ের কাজ শেষ। আগামী দু-একদিনের মধ্যেই তালিকা বের হবে।' শুভেন্দু অধিকারীর কটাক্ষ, 'আমি আজ বিধানসভায় উপস্থিত থাকলে অবশ্যই পদক্ষেপ করতাম।'

সবাই কেন ভুগবেন, প্রশ্ন বিচারপতির

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : প্রাথমিকে পদ্ধতিগত দুর্নীতি হয়েছে। ৩২ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় এই মর্মে জোর সওয়াল করলেন বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবার তিনি অভিযোগ করেন, প্যানেল প্রকাশ, ওএমআর শিট তৈরি, মেধাতালিকা প্রকাশ সহ যে কাজগুলি পর্ষদের করার কথা ছিল, তা এস বসুরায় কোম্পানিকে দিয়ে করানো হয়েছে। এদিন বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্রর ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানিতে প্রাথমিকে চাকরিহারার সংখ্যা কমাতে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন চাকরিপ্রার্থীরাই। তাঁদের তরফে আইনজীবী সৌম্য মজুমদার সওয়াল করেন, 'অপ্রশিক্ষিত প্রাথমিক শিক্ষকদের অ্যাপ্টিটিউড টেস্টের জন্য ৫ নম্বর দেওয়া হোক। অথবা সবার অ্যাপ্টিটিউড টেস্টের নম্বর শূন্য করে দেওয়া হোক।'

বিচারপতি চক্রবর্তী প্রশ্ন তোলেন, 'সম্পূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়া খারিজ করা হলে এই চাকরিপ্রার্থীরা চাকরি হারাবেন। সকলকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হবে। নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির জন্য সকলে কেন তার ফল ভোগ করবে? কী করে দুর্নীতির সঙ্গে এদের লিংক করবেন?' তারপরই আইনজীবী সৌম্য মজুমদার বলেন, 'পুনর্গঠন করে নতুন প্যানেল তৈরি করা যেতে পারে।' ডিভিশন বেঞ্চের প্রশ্ন, 'এটা কী করে সম্ভব? প্রশিক্ষিতদের তাহলে কী হবে?' সৌম্যবাবু যুক্তি দেন, 'তাঁরা প্রশিক্ষিত হওয়ার কারণে এমনিতেই ১৫ নম্বর বেশি পেয়ে থাকেন। ফলে তাঁদের অসুবিধা নেই।' বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য অভিযোগ করেন, 'ন্যায়বিচার পেতে সত্যের অগ্রভাগ পর্যন্ত যেতে হয়। অনুচ্ছেদ-১৬ লঙ্ঘিত হয়েছে। সমস্তটাই পদ্ধতিগত দুর্নীতি। আগে থেকেই দুর্নীতিগ্রস্ত পরিকল্পনা নিয়ে সমগ্র প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হয়েছে।' পরবর্তী শুনানি ২২ সেপ্টেম্বর।

'আমরা নির্দোষ', দাবি পরেশ-অঙ্কিতা-পার্থর

আর্জি খারিজ নিম্ন আদালতের

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : এসএসসির নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পরেশ অধিকারী, তাঁর মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারী, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়রা আদালতে নিজেদের নির্দোষ বলে দাবি করলেন। সিবিআইয়ের এই মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন তাঁরা। তবে নিম্ন আদালতের বিচারক তাঁদের আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন। এই মামলায় পরেশ, অঙ্কিতা, পার্থ সহ মোট ২১ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়েছে। শীঘ্রই এসএসসির নিয়োগ দুর্নীতিতে সিবিআইয়ের মামলায় বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হবে। সম্প্রতি নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশ, গ্রুপ-সি'র নিয়োগ দুর্নীতিতে চার্জশিট দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। অভিযুক্ত ৪০ জনেরও বেশি আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করেছিলেন। পরেশ, অঙ্কিতা, পার্থদের জামিনের আর্জি মঞ্জুর করা হয়েছিল। এবার চার্জ গঠনও সম্পন্ন হল।

এদিন আদালতে হাজির ছিলেন কোচবিহারের মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশ ও তাঁর মেয়ে। তাঁরা আদালতে দাবি করেন, তাঁরা নির্দোষ। অঙ্কিতা নিজের যোগ্যতাতেই চাকরি পেয়েছেন। অঙ্কিতা চাকরি পাওয়ার সময় তাঁর বাবা অর্থাৎ পরেশ কোনও পদেই ছিলেন না। ফলে প্রভাব খাটানোর যুক্তি টেকে না। তাই এই মামলা থেকে তাঁদের অব্যাহতি দেওয়া হোক। তবে এই আর্জি খারিজ করেছেন বিচারক। এদিন ভার্চুয়ালি হাজিরা দিয়েছেন পার্থ। বুধবার তাঁর চোখের অস্ত্রোপচার হয়েছে। তাই কালো চশমা পরেই ভার্চুয়ালি দেখা যায় তাঁকে। তিনিও এদিন নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করে মামলা থেকে মুক্তি চান। তাঁর আইনজীবী সওয়াল করেন, সিবিআইয়ের চার্জশিট ও এফআইআরে প্রথমে পার্থর নাম ছিল না। সিবিআইয়ের যুক্তি ভিত্তিহীন। ভার্চুয়ালি সওয়াল করে পার্থ বলেন, 'আমি শিক্ষামন্ত্রী ছিলাম। আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আমি নির্দোষ।' তারপরই মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় ও এসএসসির প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুবীরেশ ভট্টাচার্যের প্রসঙ্গ তুলে বিচারক বলেন, 'আপনি এদের পদে বসিয়েছিলেন।' একপ্রকার এদের ঘাড়েই দায় ঠেলে পার্থর বক্তব্য, 'আমি ২৫ বছর ধরে বিধায়ক। আমাকে সাড়ে ৩ বছর ধরে আটকে রাখা হয়েছে। এসএসসি একটি স্বশাসিত সংস্থা। ওরা নিজেরা নিয়োগ করেছে। আমি মন্ত্রী হওয়ার আগে থেকে সুবীরেশ চেয়ারম্যান ছিলেন। কল্যাণময় মধ্যশিক্ষা পর্ষদে ছিলেন।' তবে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর আর্জিও খারিজ করে দিয়ে চার্জে তাঁকে যুক্ত করেছেন বিচারক। সিবিআইয়ের কোনও মামলায় এই প্রথমবার চার্জ গঠন হল। এদিন একাদশ ও দ্বাদশের নিয়োগ দুর্নীতিতে পার্থ, পরেশ, অঙ্কিতা, সুবীরেশ, শান্তিপ্রসাদ সিনহা, কল্যাণময়, সমরজিৎ আচার্য, পর্ণা বসু, পঙ্কজ বনশল, নীলাদ্রি দাস সহ মোট ২১ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন সম্পন্ন হয়েছে। এদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, তথ্যপ্রমাণ আড়াল করা, নথি জাল, জালিয়াতি সহ বেশ কয়েকটি ধারায় চার্জ গঠন করা হয়েছে।

আদালতে শুভেন্দু

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : বিধানসভার অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সম্প্রতি বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়ে প্রবেশ করেছিলেন। এতে আদালতের নির্দেশ অমান্য হয়েছে, এই অভিযোগে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন শুভেন্দু।

মেয়াদ বাড়ল

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : এ বছর সরকারি কর্মচারীদের এলটিসি এবং এইচটিসি নেওয়ার আবেদনের মেয়াদ বাড়াল রাজ্য সরকার। এ বছর ওই সুযোগ নিতে কর্মচারীদের আবেদন করার সময়সীমা ছিল আগামী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত। বৃহস্পতিবার নবান্ন বিজ্ঞপ্তি জারি করে তার মেয়াদ বাড়িয়ে আগামী বছর ২০২৬-এর ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে।

যুক্তি নাকচ

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : বীরভূমের পরিযায়ী শ্রমিক দুই পরিবারকে বাংলাদেশে পুশব্যাকের মামলায় এবার কেন্দ্র ও দিল্লি পুলিশকে জানাতে হবে কোথা থেকে তাঁদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। এই মামলা শোনার এক্তিয়ার কলকাতা হাইকোর্টের নেই বলে দাবি করেছিল কেন্দ্র। বৃহস্পতিবার সেই যুক্তি আপাতত উড়িয়ে দিয়েছে আদালত।

রাজ্যে উপ নির্বাচন কমিশনার

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : এসআইআর-এর প্রস্তুতি সরেজমিন খতিয়ে দেখতে রাজ্যে আসছেন পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী। ১৮ সেপ্টেম্বর দু'দিনের সফরে রাজ্যে আসছেন তিনি। ১০ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে সর্বভারতীয় সিইও কনফারেন্সে যোগ দিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। বৈঠকে এসআইআর নিয়ে রাজ্যের প্রস্তুতি বিষয়ক একটি রিপোর্ট দিয়েছেন তিনি। ওই বৈঠকেই প্রত্যেক রাজ্যকে এসআইআর-এর ব্যাপারে বিহার মডেলকে অনুসরণ করার পরামর্শ দিয়েছে কমিশন।

আগ্রহের প্রকাশ
হাসপাতাল বা পিএসইউ হাসপাতাল বা দাতব্য হাসপাতালসমূহের তালিকাভুক্তিকরণ
এন.আই.টি. নং : এমইডি/সিএমএস/জেএমপি/এমপ্যানেলমেন্ট/২৫ তারিখ ১০.০৯.২০২৫
জামালপুরের রেলওয়ে সুবিধাভোগীদের ক্যাশলেসে চিকিৎসা এবং সিটি স্ক্যান/এমআরআই ও হিমোডায়ালিসিস সহ রেডিওলজিক্যাল অনুসন্ধান সিজিএইচএস পাটনা-র দরহার – এনএবিএইচ/ নন-এনএবিএইচ বা হাসপাতালের ট্যারিফ হারের মধ্যে যেটি কম হবে সেটিতে করার ব্যবস্থা করতে, বিহার/ঝাড়খণ্ড/পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে অবস্থিত সিজিএইচএস/ইসিএইচএস/ইএসআইসি তালিকাভুক্ত সুপারস্পেশালিটি/মাল্টি স্পেশালিটি/সিঙ্গল স্পেশালিটি হাসপাতাল বা অন্য কোনো পিএসইউ হাসপাতাল বা দাতব্য হাসপাতাল দুই বছরের জন্য তালিকাভুক্তিকরণের উদ্দেশ্যে চিফ মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট, ওয়ার্কশপ রেলওয়ে হাসপাতাল, পূর্ব রেলওয়ে, জামালপুর কর্তৃক আগ্রহের প্রকাশ আহ্বান করা হচ্ছে। **পারফরমেন্স ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি (পিবিজি) :** মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল ১০০০০০০ টাকা (দশ লাখ)। দাতব্য হাসপাতাল ৫০০০০০ টাকা (পাঁচ লাখ)। সিঙ্গল স্পেশালিটি হাসপাতাল ২০০০০০ টাকা (দুই লাখ)। চুক্তির সময়ে পারফরমেন্স গ্যারান্টি হিসেবে উপরোক্ত মূল্য দাখিল করতে হবে। **তালিকাভুক্তির মেয়াদঃ** দুই বছর। **দাখিল করার শেষ তারিখ ও সময় এবং ইওআই খোলার তারিখ ও সময়ঃ** বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ থেকে ৪ সপ্তাহের মধ্যে। **ইওআই নথি যে কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে তার ঠিকানা :** চিফ মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট, ওয়ার্কশপ রেলওয়ে হাসপাতাল, পূর্ব রেলওয়ে, জামালপুরের কার্যালয়ে বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ থেকে ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত বিকেল ৩টে অবধি যেকোনো কাজের দিনে। **ওয়েবসাইট ঠিকানাঃ** এই সংক্রান্ত সম্পূর্ণ তথ্যাদি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে : **https://er.indianrailways.gov.in/ (Eastern Railway>> About us >> Workshop >> Jamalpur >> Department >> Medical >> EOICT Private Hospital).** ইওআই-এর মূল্য (নগদে/ডাক মারফতে) : শূন্য।
চিফ মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট, জামালপুর
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

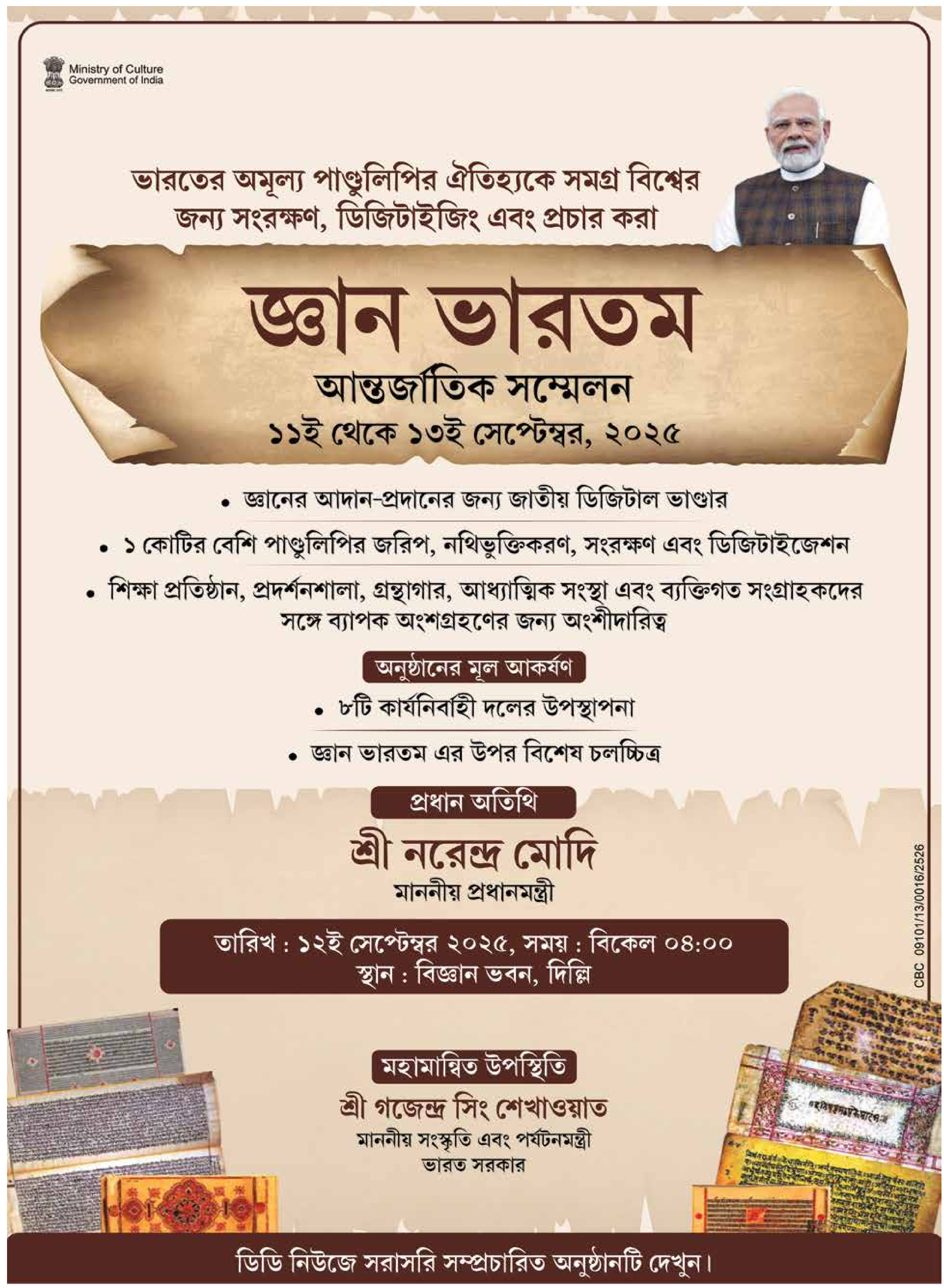

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১১৬ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৬ ভাদ্র ১৪৩২

নয়া উৎকণ্ঠা এসআইআরে

সাধারণ মানুষের উৎকণ্ঠা-আতঙ্কের মধ্যে নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করে দিল, অক্টোবরে পুজোর মরশুম শেষ হলে পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের বাকি অংশে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) শুরু হয়ে যাবে। বাংলায় এর আগে এসআইআর হয়েছিল ২০০২ সালে। আতঙ্ক তো দূরের কথা, তেইশ বছর আগে এসআইআর নিয়ে রাজ্যবাসীর কোনও হেলদোল ছিল না। অথচ আজকের চিত্রটা সম্পূর্ণ বিপরীত।

একদিকে সদ্য বিহারে এসআইআর নিয়ে মিডিয়ায় ভীতিপ্রদ নানা খবর। কখনও ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়া, কখনও 'মৃত' ভোটারদের দিল্লি নিয়ে গিয়ে শীর্ষ আদালতে হাজির করানো। অন্যদিকে রয়েছে, বাংলায় এসআইআর নিয়ে কমিশনকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুঁশিয়ারি। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী তখন দিঘায়। এসআইআরের নামে বিহারে প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে অভিযোগ করে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক বৈঠকে দীর্ঘক্ষণ তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন।

তখন থেকেই তিনি রাজ্যবাসীকে সতর্ক করছেন, সমীক্ষক দল কারও বাড়িতে গেলে তাদের যেন কোনও কাগজপত্রই না দেখানো হয়। মুখ্যমন্ত্রী তো নিদান ঘোষণা করেই খালাস! সাধারণ মানুষ পড়েছেন আতান্তরে। এসআইআর নিয়ে বিতর্কের কারণ, ১৯৮৭-র পর জন্ম হলে নাগরিকত্ব প্রমাণে নিজের এবং মা-বাবার যে ১১টি নথি জমা দিতে বলেছে কমিশন, সেগুলোর অধিকাংশই বেশিরভাগ মানুষের নেই।

এ রাজ্যে এসআইআর শুরু হলে বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা নিশ্চয়ই হবে। তখন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে জনগণের করণীয় কী? স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মনে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। কিছুদিন আগে দক্ষিণ কলকাতার রিজেন্ট পার্কের আনন্দপল্লি এলাকার বাসিন্দা দিলীপকুমার সাহা (৬৮) দিনরাত টিভিতে এনআরসি-সিএএ সংক্রান্ত খবর শুনতে শুনতে প্রলাপ বকতেন, এরপর তাঁকে আটক করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ভদ্রলোক ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের নবাবগঞ্জ থেকে এ রাজ্যে এসেছিলেন। ভোটার-আধার-প্যান তিনটে কার্ডই বৃদ্ধের ছিল।

তা সত্ত্বেও বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর আতঙ্কে ভুগছিলেন। শেষে সকলের অগোচরে একদিন গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়লেন। পরিবারের লোকজন, পাড়াপ্রতিবেশী বৃদ্ধের আত্মহত্যার কারণ হিসেবে সিএএ-এনআরসি আতঙ্ককেই দায়ী করেছেন। সমস্ত দৈনিক, নিউজ চ্যানেলে খবরটি ফলাও করে প্রচার হয়েছিল। শুধু এ রাজ্যেই নয়, বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিকেও খবরটি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়েছিল। এ রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এই আত্মহত্যার দায় কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারের ঘাড়ে চাপিয়েছিলেন।

রিজেন্ট পার্ক এলাকার আত্মঘাতী বৃদ্ধের মতো অবস্থা আমাদের অধিকাংশের। আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড আছে বটে, কিন্তু আর কিছু নেই। নির্বাচন কমিশন পরিচয়পত্র হিসেবে যে এগারোটি নথিকে স্বীকৃতি দিয়েছে, তার মধ্যে আধার কার্ড নেই। কিন্তু শীর্ষ আদালত ১০ জুলাই থেকে ৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে চারবার আধারকে পরিচয়পত্র হিসেবে মান্যতা দেওয়ার জন্য কমিশনকে বলেছে। কমিশনের তরফে ততটা সদিচ্ছা দেখা যায়নি।

যাঁদের আধার কার্ড নেই, মুখ্যমন্ত্রী দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে তাঁদের করিয়ে দিতে প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন। আধারকে পরিচয়পত্রের স্বীকৃতি দিলেও সুপ্রিম কোর্ট অবশ্য বলেছে, আধার কার্ড নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। স্বভাবতই রাজ্যবাসী হতভম্ব তো বটেই, হতাশও। আধার কার্ড যদি নাগরিকত্বের প্রমাণ না হয়, তাহলে সরকারি-অসরকারি যাবতীয় কাজে আধার নম্বর আবশ্যক কেন? এরকম আরও অনেক কেনর কোনও উত্তর নেই।

যেহেতু বছর শেষে বিহারে ভোট, তাই ওই রাজ্য থেকেই এসআইআর শুরু হওয়ায় জল্পনা কম নয়। তারপর ভোট পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাডু, অসম, কেরল, পুদুচেরিতে। পুজো মরশুমের শেষে অক্টোবরে সর্বত্র এসআইআর শুরু হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন, বাংলার একজন ভোটারের নামও যদি বাদ যায়, তাহলে দিল্লি গিয়ে নির্বাচন কমিশনের সদর দপ্তর ঘেরাও করবেন। বিহারের মতো পরিস্থিতি বাংলাতে সৃষ্টি হলে কমিশন বনাম নবান্ন সংঘাত অনিবার্য।

অমৃতধারা

একাগ্রতা সাধনে প্রথম করণীয় কাজ হল চঞ্চল মনকে সর্বদা শিক্ষা দেওয়া যেন সে কোনও একটিমাত্র প্রসঙ্গ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট মননের একটি মাত্র ধারা স্থির ও অচঞ্চলভাবে অনুসরণ করায় অভ্যস্ত হয়, আর এ তার করা চাইই এমনভাবে, যাতে তার মনোযোগ বিচ্যুত করার সকল প্রলোভন ও প্রতিকূল আহ্বান অগ্রাহ্য করে অবিক্ষিপ্ত থাকে। আমাদের সাধারণ জীবনে এরকম একাগ্রতা প্রায়ই আসে, কিন্তু মনকে নিযুক্ত রাখার জন্য যখন কোনও বাহ্য বস্তু বা ক্রিয়া থাকে না তখন আন্তরভাবে এই একাগ্রতা সাধন আরও দুরূহ হয়ে ওঠে, অথচ এই আন্তর একাগ্রতাই জ্ঞানসাধকের অবশ্য সাধ্য। যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল অবধারণ করা ও প্রত্যয়গুলোকে বুদ্ধিগতভাবে যুক্ত করা।

– শ্রীঅরবিন্দ

বাঙালির জীবনে পুজো এখন প্যাকেজ

কর্পোরেট মোড়কে পুজোকে মুড়ে ফেলার ফলে ছোট ছোট অনুভূতি হারিয়ে গিয়েছে।

জয়দীপ সরকার

আমাদের বেড়ে ওঠার দিনগুলোতে দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, তুফানগঞ্জের মতো ছোট ছোট শহরে অনেক সংখ্যায় ডেকোরেটার্স ছিল না। পোশাকি নাম তার অন্য হলেও, দিনহাটা শহরে সবচাইতে পরিচিত ডেকোরেটার্স ছিল 'কালা হুটু'র ডেকোরেটার্স'। পুজোর দিনগুলোতে কালা হুটু নামের অভিন্ন হৃদয় দুই বন্ধু আমাদের কাছে ছিলেন সেলিম-জাভেদ বা জয়-বীরুর মতো। শিমুল কাঠের ফ্রেমের উপর লাভলি কাপড় আলপিনে এঁটে গোটা শহরে দু-চারটা বড় পুজোর মণ্ডপ তৈরি করতেন তাঁরা, যেগুলো ছিল আমাদের বিগ বাজেটের পুজো। পাড়ার শিল্পীদের নির্দেশনায় পাটকাঠি, পাটের আঁশ, মাটির কাজ, বাঁশ এসব দিয়েও প্রচুর অসাধারণ প্যান্ডেল তৈরি হত তখন। দিনহাটা কলেজপাড়ার পুজোয় শ্যামল ধরের সৃষ্টির জন্য অপেক্ষায় থাকত গোটা জেলা। সাম্প্রতিক সময়ে যাকে 'থিমপুজো' বলা হয়, আটের দশকে দিনহাটা কলেজের মাঠে সেসব দেখেছি আমরা। শ্যামলকাকুর পুজোমণ্ডপের ফিনিশিং টাচ অবশ্য সপ্তমীর সন্ধ্যার আগে শেষ হয়ে উঠত না। অষ্টমী-নবমী এই দুই রাতে দিনহাটা শহরের রাস্তায় গ্রামাঞ্চলের মানুষের ঢল নামত।

কিন্তু বিগত এক-দেড় দশকে দিনহাটার মতো মফসসল শহরগুলোর দুর্গাপুজোর চরিত্রে আমূল বদল এসেছে। না, বদল মানেই খারাপ তা নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যে আধুনিকতা সমাজে বা জীবনে আসে, তাকে যদি আমরা মেনে নিতে না পারি সেটা আমাদের ব্যর্থতা। পুজোর সাবেকিয়ানার জায়গা দখল করেছে 'ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট'-এর সংস্থাগুলো। চোখধাঁধানো যার প্রতিটি আয়োজন। এর পজিটিভ দিক অবশ্যই আছে। শুধুই আমোদ বেড়েছে আমাদের, তাই নয়। প্রান্তিক মানুষের হাতে পুজোকে কেন্দ্র করে অর্থ উপার্জনের সুযোগও বেড়েছে অনেকটাই। সার্বিকভাবেই পুজো এখন একটা আর্থিক কর্মকাণ্ডও বটে। কিন্তু কর্পোরেট মোড়কে পুজোকে মুড়ে ফেলার ফলে ছোট ছোট অনুভূতি হারিয়ে গিয়েছে। এখন আর ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় পাড়ার কোনও উদ্যমী দাদাকে নাওয়াখাওয়া মাথায় রেখে প্যান্ডেলে রং ঘষতে দেখা যায় না। সপ্তমীর সকালে 'কাঠের গুঁড়োর রং এখনও শুকোয়নি' বলে আলপনা আঁকার দায়িত্বে থাকা পাড়ার দিদিদের চিৎকার চ্যাঁচামেচি শোনা যায় না। সেসব এখন অতীত। এখন মেদিনীপুর, নদিয়া থেকে প্রশিক্ষিত পেশাদার লোকজন 'কলকাতা স্টাইল'-এর প্যান্ডেল নিয়ে চলে আসে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসেই। আমাদের বাবা-ঠাকুরদারা যেটা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি, সেই 'খুঁটিপুজো' এখন পাড়ায় পাড়ায় মিনি উৎসবের রূপ নিয়েছে।

বিগত কয়েক বছর ধরে মহালয়াতেই কলকাতা থেকে ভার্চুয়ালি জেলার পুজোর উদ্বোধন করেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী, তারপর থেকেই শুরু হয় 'প্যান্ডেল হপিং'। গ্রামবাংলাও এখন সেই স্টাইলে মেতেছে। কিন্তু মুশকিল হল, আমাদের গোটা রাজ্যে কলকাতার মতো বড় আয়তনের শহর আর তেমন নেই বলে ছোট ছোট শহরে ট্রেন-বাস-অটো করে শহরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত ছুটতে হয় না ঠাকুর দেখতে। একবার হাঁটলে এক সন্ধ্যায় সব পুজো দেখা হয়ে যায়। তাই পুজোর অনেক আগেই অনেকে পাহাড় বা সমুদ্রে পুজোর ছুটি কাটানোর পরিকল্পনা সাজিয়ে নেন। আসলে পুজোয় বেড়াতে গেলে পুজো মিস করার যে দুঃখবোধ, এখন সেটা তৈরি হওয়ার ব্যাপারই নেই।

দ্বিতীয়া থেকে পঞ্চমী ঠাকুর দেখা, আর ষষ্ঠীতে পাহাড়, সমুদ্র বা জঙ্গল যাত্রা। মধ্যবিত্ত জীবনে পুজোকে কেন্দ্র করে এভাবেই এখন গড়ে ওঠে একটা পরিপূর্ণ প্যাকেজ। কিন্তু এই প্যাকেজের দৌলতে হারিয়ে যাচ্ছে পাড়ার পুজোর প্যান্ডেলে নস্টালজিক আড্ডার আসর, যদিও সেই আড্ডাকে মিস করে না বর্তমান প্রজন্ম। আর এই মিস না করার কারণটা কিন্তু খুব সোজা। জীবন দর্শনের একটা শূন্যতা গ্রাস করেছে আমাদের চারদিক। এই শূন্যতা বুঝতে বোধহয় এটুকুই যথেষ্ট যে, রবি ঠাকুর আর নরেন্দ্র মোদির ছবিও আলাদা করে চেনে না বলে দুটোকেই একসঙ্গে আগুন দেয় এই প্রজন্মেরই একটা অংশ।

কিন্তু পুজোর এই বিবর্তনকে আমরা আটকে রাখতে পারতাম কি? উত্তর, না। আমাদের ছোট ছোট শহরেও চারদিকে এখন এত শপিং মল, মাল্টি কিউজিন রেস্টুরেন্ট, অ্যামিউজমেন্ট পার্ক, সেসবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দুর্গাপুজোকেও তো সাবেকিয়ানা থেকে বেরিয়ে হয়ে উঠতেই হত একটা বড় ইভেন্টে। কিন্তু এই যে বেড়ে ওঠা, সেটা কি প্রগতি না অসম উন্নয়ন?

উত্তরবঙ্গের বড় শহর শিলিগুড়ি। তার একটা কসমোপলিটান চেহারা আছে। মালদা বা কোচবিহারের মতো জেলা সদরে আছে জনসংখ্যার আধিক্য। স্বভাবতই এইসব শহরে শপিং মল, মাল্টিপ্লেক্স ইত্যাদির আবির্ভাব খুব স্বাভাবিক। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে যেটা আসানসোল, দুর্গাপুর, বর্ধমান এসবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু যেটা ভাবার, মাথাভাঙ্গা, দিনহাটা, ধূপগুড়ি, কামাখ্যাগুড়ি, তুফানগঞ্জ এইরকম ছোট শহরেও এখন এই যে একাধিক শপিং মলের উপস্থিতি, তার পেছনে আর্থিক জোগানের পরিকাঠামো কী? বিগত কয়েক দশকে এই অঞ্চলগুলোতে কোনও শিল্পায়ন ঘটেনি। সরকারি চাকরির বাজারও সংকুচিত হয়েছে ক্রমাগত। তাই সাধারণ অঙ্কের হিসেবে এইসব মফসসল শহরে নগরায়ণের গতি শ্লথই হওয়া উচিত। কিন্তু হচ্ছে ঠিক উলটোটা।

আসলে একটা নির্মম বাস্তব হচ্ছে এই যে, কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমরা সমাজের যে শ্রেণিকে 'লুম্পেন প্রলেতারিয়েত' বলে চিহ্নিত করতাম, তারা আজ 'লুম্পেন বুর্জোয়া'তে রূপান্তরিত হয়েছে। তারাই সমাজের নানান স্তরে অনৈতিক কাজকর্ম করে খোলামকুচির মতো টাকা উপার্জন করছে। বাংলার সাবেকি শিক্ষা-সংস্কৃতি-মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত হয়ে, ভোগবাদের বাইরে তাদের কোনও দর্শন নেই। তারাই এখন সাধারণ মানুষের ইচ্ছা, অনিচ্ছা নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের চাহিদা মেটাতেই প্রাদুর্ভাব এইসব মল-সংস্কৃতির। বাঙালি অস্মিতার যতই স্লোগান তুলি আমরা, এই নব্য বুর্জোয়া শ্রেণির বদান্যতায় উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতি ঢুকে পড়ছে মফসসল বাংলার মননে, জীবনে। তাদের দৌরাত্ম্যেই হারিয়ে যাচ্ছে সাবেকি বাংলা।

দায় কার? উত্তর যদি খুঁজতে হয়, বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজকেই নিজেদের আগে আয়নায় দাঁড়াতে হবে। এটা বুঝতে হবে, এক সময় গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ থেকে আমরা সম্পূর্ণ বিনিয়োগ সরিয়ে নিয়েছিলাম কৃষক-শ্রমিক সংগঠনে। কারণ, কৃষক, শ্রমিক মিছিলে ভিড় বাড়িয়েছে। আমরা রবি ঠাকুরকে ড্রয়িংরুম থেকে বের করিনি। তাঁর বিবিধ সমাজভাবনাকে জনগণের সহজপাচ্য করবার দায়িত্ব কেউ নিইনি। উলটে সাতের দশক থেকে বাংলা সাহিত্য, শিল্প, সিনেমা ইত্যাদি গণমাধ্যমকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্য করে তোলার খেলা, 'বাজারি' শিল্প-সাহিত্য নামে শ্রেণি পৃথকীকরণ, সেইসঙ্গে বঙ্গীয় সাবেকি বিশ্বাসগুলোকে অবজ্ঞা বা দ্রুত ভেঙেচুরে দেওয়ার প্র্যাকটিস করেছি। এসবের পরিণামই হল বাংলার সংস্কৃতিতে অপেক্ষাকৃত 'চটুল' কালচারের হুহু অনুপ্রবেশ। ঘাড় থেকে দায় ঝেড়ে ফেলতে এই সংস্কৃতিকে শুধুমাত্র গোবলয়ের রাজনীতির অনুপ্রবেশ বলে নিজেদের যতই সান্ত্বনা দিই না কেন, গোবলয়কে কিন্তু এই ভূখণ্ডে নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে কোনও চক্রান্ত করতে হয়নি, কারণ তার প্রয়োজনই পড়েনি। তাই তো সেই দুর্মুখ চৌধুরী সাহেব কবেই বলে গিয়েছেন, জাতি হিসেবে আমরা আত্মঘাতী।

(লেখক পেশায় অধ্যাপক, দিনহাটার বাসিন্দা)

আজ

১৮৯৪

জনপ্রিয় সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

১৯১২

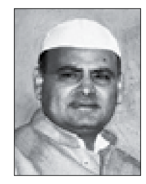

আজকের দিনে জন্ম স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা সাংবাদিক ফিরোজ গান্ধির।

আলোচিত

ভারত সবসময় নেপালকে সাহায্য করেছে। মোদিজি সম্পর্কে আমার খুব ভালো ধারণা আছে। আমি তাঁকে নমস্কার জানাচ্ছি। নেপালের পরিস্থিতি এখনও খুব কঠিন। তবে নেপালের উন্নতির জন্য আমরা একসঙ্গে কাজ করব। দেশের জন্য নতুন কিছুর সূচনা করব আমরা।

- সুশীলা কার্কি

ভাইরাল/১

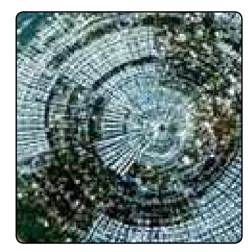

ভার্জিনিয়ার সৈকতে দেখা মিলছে আশ্চর্য নীলচে সবুজ এক ধরনের বস্তুর। দেখতে খানিকটা বোতামের মতো। আকারও সেরকমই। সমুদ্র-প্রাণ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এগুলি আসলে এক ধরনের ভাসমান জীব।

ভাইরাল/২

ঘিবলি আর্ট, লাবুবু পুতুলের পরে এবার ভাইরাল 'ন্যানো বানানা'। এআই-এর সাহায্যে তৈরি এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে ডেস্কটপ কম্পিউটারের সামনে রাখা ত্রিমাত্রিক আকৃতি। গুগল জেমিনি ২.৫ ফ্ল্যাশটুল দিয়ে তৈরি হচ্ছে ভাইরাল এই ছবিগুলো।

জনমন জনমত

অনুপর্ণা নিজের দেশের হতাশ হওয়ার কথা না বললেই পারতেন

৯ সেপ্টেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদের 'তারাদের কথা' পাতায় প্রকাশিত 'পুরুলিয়া, প্যালেস্তাইন মিশে গেল ভেনিসে' শীর্ষক খবরটি পড়ে ভালো লাগল। পুরুলিয়ার মেয়ে অনুপর্ণা রায় ভেনিসে ৮২তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে 'অরিজন্টি' বিভাগে জিতে নিলেন সেরা পরিচালকের পুরস্কার। তাঁর পরিচালিত ছবি 'দি সংস অফ ফরগটেন ট্রিজ' ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে খুবই প্রশংসিত হয়েছে। এ পর্যন্ত সবই ঠিক আছে, কিন্তু গোল বাধে পুরস্কারপ্রাপ্তির পর তাঁর বক্তব্য নিয়ে। বিশেষত প্যালেস্তাইন নাগরিকদের পক্ষ নিয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চকে তিনি ব্যবহার করায় অনেকেরই আপত্তি।

দেখুন, কোনও বিষয় উপস্থাপন করার জন্য আন্তর্জাতিক বা দেশীয় মঞ্চ ব্যবহার করা নতুন কিছু নয়। অনেকেই তা করেছেন। আমরা মনে করতে পারি ১৯৮৯ সালে বিশিষ্ট অভিনেত্রী শাবানা আজমি দিল্লি আন্তর্জাতিক উৎসবে সফদর হাসমির হত্যার বিষয়টি তুলে ধরে এক আলোড়ন তৈরি করেছিলেন। অনুপর্ণা রায় প্যালেস্তাইনের যুদ্ধপীড়িত অসহায় শিশু এবং নাগরিকদের জন্য সমবেদনা ব্যক্ত করেছেন। এতে দোষের কিছু নেই। সব শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ চান সমস্ত প্রকার যুদ্ধ বন্ধ হোক। তা সে যে কোনও দেশের মধ্যেই হোক না কেন! রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ কোনও দেশের জনগণকে স্থায়ী শান্তি দিতে পারে না। এ পর্যন্ত হয়তো ঠিকই ছিল। কিন্তু অনুপর্ণা তাঁর বক্তব্যের মধ্যে নিজের দেশের হতাশ হওয়ার কথা এবং তাঁর দেশ এতে হতাশ হলেও তাঁর কিছুই আসে যায় না- এরকম কথা না বললেই পারতেন। হয়তো তাতে বিতর্ক অনেক এড়ানো যেত। বিতর্ক এড়িয়ে আমরা শুধু এক বাঙালি ও ভারতীয় মেয়ের গর্বে গর্বিত হতাম, যিনি এক ইতিহাস সৃষ্টি করলেন।

সুপ্রিয় চক্রবর্তী, দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি।

চুরি করে খ্যাতি অর্জনের দৌড়

বিভিন্ন গবেষণা থেকে স্রেফ কপি-পেস্ট করে নিজের নামে চালিয়ে দেবার ট্রেন্ড এসেছে, যেখানে লেখকের নিজের গবেষণা শূন্য।

মৃড়নাথ চক্রবর্তী

ষোলো শতকের কথা। ইংল্যান্ডের সিংহাসনে তখন রানি এলিজাবেথ। দীর্ঘদিনের ধর্মীয়, রাজনৈতিক অস্থিরতা কাটিয়ে ইংল্যান্ডের জনজীবন তখন থিতু হয়েছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-দর্শন ও চিকিৎসার চর্চা। ঘটে গিয়েছে নবজাগরণ। এর মাঝেই নাটকের দল আর থিয়েটারের তাঁবুর পাশে ঘুরঘুর করা এক ছোকরাকে 'আপস্টার্ট ক্রো' বা 'ভুঁইফোঁড় কাক' বলে ব্যঙ্গ করলেন বিখ্যাত 'ইউনিভার্সিটি উইটস'দের অন্যতম প্রধান মুখ রবার্ট গ্রিন। অভিযোগ আনলেন সেই ছোকরা নাকি 'ইউনিভার্সিটি উইটস'-দের পালক পেছনে গুঁজে ময়ূরপঙ্খি হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। সোজা কথায় 'প্ল্যাজিয়ারিসম' বা 'কুম্ভিলকবৃত্তি'র অভিযোগ।

লেখা চুরির অপবাদ এলেও সেই ছোকরা কিন্তু থেকে গিয়েছিল নির্বিকার। বরং রবার্ট গ্রিনের মতো বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের থেকে কুড়োনো অপবাদ তাঁর জীবনে শাপে বর এনে দিয়েছিল। সেই ছোকরা আর কেউ নন, স্বয়ং উইলিয়াম শেক্সপিয়র।

প্রায় পাঁচশো বছর আর পাঁচ হাজার মাইল পেরিয়ে বর্তমানের কোচবিহারে ফিরে আসি। হেরিটেজ শহরের তকমা পাওয়ার পর আজকাল হঠাৎ দেখছি, কোচবিহারের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংক্রান্ত চর্চা অনেক বেড়েছে। সবাই বলবে, এ তো ভালো কথা! কিন্তু বাস্তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যা হচ্ছে, তাকে মৌলিক চর্চা বলা সম্ভব কি না জানি না। শুধু কোচবিহার নয়, এই ধরনের কুম্ভিলকবৃত্তি সর্বত্র।

কুম্ভিলকবৃত্তি মানে লেখা চুরি ধরার অনেক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলেও অনেক মানুষ বিভিন্ন পুরোনো গুরুত্বপূর্ণ

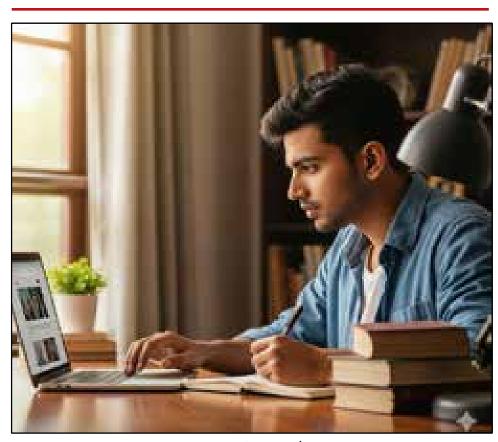

গবেষণামূলক ও তথ্যসমৃদ্ধ বই বা ঐতিহাসিক দলিল থেকে লাইন ধরে নিজের ফেসবুক পেজে হুবহু টুকে নিজের নামে চালিয়ে দিচ্ছেন। এদিক-ওদিক থেকে খুবলে-খাবলে তো বটেই, তার ওপর তথ্য যাচাই না করে চালিয়ে দিচ্ছেন রিল বানিয়ে। এতে তাঁদের ডিজিটাল উপার্জনের কথা বাদ দিলেও ইতিহাস গবেষক হিসেবে খ্যাতির জম্পেশ একটা ওভারকোট জুটে যাচ্ছে।

অথচ সেই ওভারকোটের নীচে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটা স্যান্ডো গেঞ্জি পর্যন্ত নেই! শুধু কি ফেসবুকে কুম্ভিলকবৃত্তি! বই ছেপে বেরিয়ে যাচ্ছে। বিক্রিও প্রচুর। বিষয়টা এমন নয় যে, বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে তথ্য নিয়ে নিজের একটা লেখা প্রস্তুত করা। বরং বিভিন্ন গবেষণা থেকে স্রেফ কপি-পেস্ট করে নিজের নামে চালিয়ে দেবার ট্রেন্ড এসেছে, যেখানে লেখকের নিজের গবেষণা শূন্য।

কোথাও কেউ কেউ 'সোর্স' লিখে দায়সারাভাবে মূল টেক্সটকে উদ্ধৃত করেন বটে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা আতশকাচের নীচে রাখতে হয়। যাঁরা এই কাজগুলি করে চলেছেন, হয় তাঁরা গবেষণা সম্পর্কে মূর্খ, প্ল্যাজিয়ারিজম সম্পর্কে তাঁদের বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই অথবা সজ্ঞানে অসৎ।

এতে তাঁদের আর্থিক লাভ বা সামাজিক খ্যাতি হচ্ছে নিশ্চয়ই। কিন্তু এটা ভেবে অনুতাপ হয় যে, যাঁরা বাস্তবিক আন্তরিকভাবে দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে গবেষণা করেছেন, নির্দ্বিধায় তাঁদের জ্ঞান, পরিশ্রম ও সম্মানকে চুরি করা চলছে। পরিশ্রমহীন খ্যাতির লোভে এই কুম্ভিলকবৃত্তি বন্ধ করার আইনত ব্যবস্থা না নেওয়া হলে (যদিও আইন বিত্তবানের তামাশা দেখার জায়গা), তাহলে সৎ মানুষ গবেষণা করতে আগ্রহ তো পাবেনই না, বরং অবসাদ বোধ করবেন।

সৎভাবে পোক্ত গবেষণা না হলে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাবে শিকড়। তখন তথ্য আর বিকৃত তথ্যের মধ্যে তফাত করা যাবে না। ফেসবুক থাকবে, হ্যাশট্যাগ থাকবে, টুকে ছাপানো বই বা রিল থাকবে, কিন্তু ইতিহাস বা ইতিহাসচর্চার গুরুত্ব-কোনওটাই থাকবে না।

(লেখক প্রাবন্ধিক, কোচবিহারের খাগড়াবাড়ির বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৪২

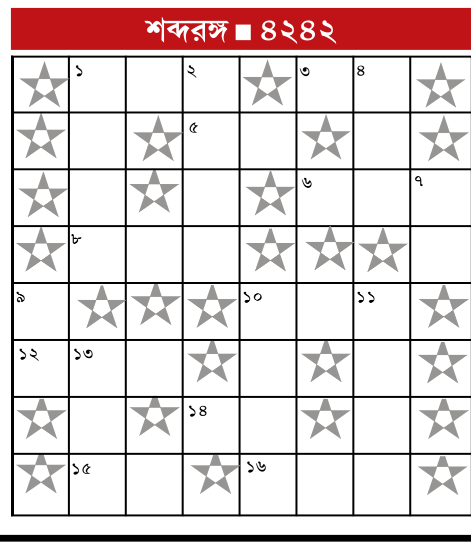

পাশাপাশি : ১। তিরস্কার, বকুনি ৩। মৃদু দুড়ুম শব্দ ৫। দুই ফোঁটার তাস ৬। হোগলা, বেত প্রভৃতি দ্বারা তৈরি শস্য রাখার বড় আধারবিশেষ, ওই ভাবে তৈরি ঘরবিশেষ ৮। জামির, গোঁড়া লেবু ১০। স্বর্ণকার, স্যাকরা ১২। প্রবল ঝড় ১৪। ভৃত্য, ক্রীতদাস, অধীন বা অনুগত ব্যক্তি ১৫। নাগমাতা, কাশ্যপমুনির পত্নী ১৬। মন্ত্রী ও তাঁর অধিকারভুক্ত শাসনবিভাগ।

উপর-নীচ : ১। ধূর্ত, প্রতারক ২। মুখে মুখে জবাব ৪। কাঁসার তৈরি করতালজাতীয় বাদ্যযন্ত্র ৭। চাঁদ ৯। সূর্য, মিত্র, সূর্যপুজোর ঘট ১০। অল্পের উপর, একটু-আধটু ১১। দাঁড়কাক ১৩। সিংহদ্বার, কারাগার, কারাদণ্ড।

সমাধান ■ ৪২৪১

পাশাপাশি : ১। পর্বাহ ৩। পিটটান ৪। দিবস ৫। তুকতাক ৭। কাছি ১০। কাবু ১২। দমবাজ ১৪। গোধূম ১৫। সরসিজ ১৬। লপেটা।

উপর-নীচ : ১। পর্পটিকা ২। হদিস ৩। পিসতুতো ৬। তালিকা ৮। ছিদাম ৯। সাজগোজ ১১। বুকফাটা ১৩। আমল।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

২৬ ভাদ্র ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 12 September 2025 Friday Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 116 ক

AVANTRA
মহা নবমী..
ঐতিহ্য সম্পন্ন ডিজাইন,
গর্বের সাথে পরুন।
দুর্গা পুজো
শাড়ি | লেহেঙ্গা | কুর্তা | ব্লাউজ | টেলারিং সার্ভিসেস
AVANTRA
নীল
যেন প্রশান্তি

AVANTRA
মহা অষ্টমী..
উৎসবের শুরুই শাড়িতে। আর আমার সাজ সম্পূর্ণ শুধু অবন্ত্রার সাথে।
₹9,999 টাকার কেনাকাটা করুন, মাত্র
₹4,999 টাকা দিন
(From 12th sept - 2nd oct)
AVANTRA
শুভ উৎসব শুরু করি
"হলুদ রঙের সাথে"
শাড়ি। লেহেঙ্গা। কুর্তা। ব্লাউজ। টেলারিং সার্ভিসেস
*T&C Apply

AVANTRA
মহা সপ্তমী..
আসুন, সেজে উঠি অবন্তার সুন্দর
শাড়ীর কালেকশনের সাথে।
AVANTRA
নানান রঙের সাথে সেজে উঠুক আপনার
দুর্গা পূজা, হোক আনন্দময়ী উৎসব।
শিলিগুড়ি : সিটি সেন্টার মল |
সেবক রোড | 7908392319

বাজারে ভিড় ট্রেন্ডিং ফ্যাশনের

এবার পুজোয় ফ্যাশন কী? প্রশ্ন করলেই উত্তর মিলছে যা ট্রেন্ডিংয়ে চলছে। ছোটদের সিকুয়েন্স ফ্রক থেকে বড়দের ফ্লোরাল ও জ্যামিতিক প্রিন্ট ইন কো-অর্ড সেট এখন পছন্দের তালিকায় উপরে। আবার শাড়ির ক্ষেত্রে টিস্যু সিল্ক, অরগ্যাঞ্জা রয়েছে। আবার পুরুষদের পছন্দ চাইনিজ কলার কুর্তা, মিনিমাল প্রিন্ট কুর্তা। অর্থাৎ ঐতিহ্য আর আধুনিকতার মিশেল স্পষ্ট। বাজার ঘুরে ক্রেতা-বিক্রেতাদের থেকে কথা শুনলেন **দামিনী সাহা**।

ইনস্টাগ্রাম-স্টাইল লুক

একঘেয়ে ফ্রক থেকে বেরিয়ে এবার মায়েরা শিশুদের অন্যরকম লুক দিতে চাইছে। চৌপথির এক দোকানে শিশুদের জন্য এসেছে ঝলমলে সিকুয়েন্স ফ্রক, প্রিন্সেস গাউন, টু-পিস সেট। মেয়েদের পাশাপাশি ছেলেদের জন্য এসেছে কো-অর্ড সেট। অর্থাৎ একরকম শার্ট আর প্যান্ট। দাম ৮০০-১,৮০০ টাকার মধ্যে। এছাড়া আছে মিনি ব্লেজার লুক, ডেনিম জিনস ও শার্ট কম্বো (৭০০-১,৫০০ টাকা)।
দোকানদার পরিমল নন্দী বলেন, 'এখনকার মায়েরা বাচ্চাদের ইনস্টাগ্রাম-স্টাইল লুক দিতে চাইছেন। তাই ফ্যান্সি ড্রেসই বেশি বিকোচ্ছে।'

সবচেয়ে বড় ট্রেন্ড শাড়ি

মেয়েদের বাজার শাড়ি ছাড়া অসম্পূর্ণ। অরগ্যাঞ্জার ক্রেজ তো এখনও রয়েছে। বিশেষ করে টিস্যু সিল্ক, টিস্যু জামদানি, কাতান বেনারসি, ট্র্যাডিশনাল ইক্কত, ব্যাঙ্গালোর সিল্ক, খাড্ডি, পিওর কাতান বালুচরি সবই জনপ্রিয়। নতুন এসেছে ফেন্ডি টিস্যু শাড়ি। যেখানে রয়েছে গ্লসি টিস্যু লুক, সিকুয়েন্স ও লেস ওয়ার্ক। শহরের দুর্গাবাড়ি এলাকার গৃহবধূ তনুশ্রী সাহা বলেন, 'আমি হালকা সিল্ক শাড়িই পছন্দ করি, যাতে উৎসবেও আরামে থাকা যায়।'
সবচেয়ে বেশি চাহিদা প্যাস্টেল লিনেন শাড়ি (১,২০০-৩,০০০ টাকা) ও হ্যান্ডলুম কটন শাড়ির (৮০০-২,০০০ টাকা)। আর কেউ কেউ বলছেন শাড়ি থেকে নাকি ব্লাইজের দাম বেশি। অফ-শোল্ডার ব্লাউজ, ডিজাইনার স্লিভস খুব চাহিদা। দোকানদার বিনয় বনশালি বললেন, 'এখন ক্রেতারা ভারী কাজের শাড়ির চেয়ে হালকা ও ট্রেন্ডি ডিজাইন বেশি চাইছেন।'

ধোতি উইথ কুর্তি- হট কেক

নবমীতে ইন্দো-ওয়েস্টার্ন কালেকশন সকলের সাজের তালিকায়। পেপলম কুর্তি, লং কুর্তি-স্ট্রেট প্যান্ট তো রয়েইছে। ধোতি উইথ শর্ট কুর্তি-যা এবছরের হট কেক। কালার প্যালেটে মিলছে উজ্জ্বল রঙের পাশাপাশি প্যাস্টেল টোন।

লং ফ্লেয়ার স্কার্ট, কো-অর্ড সেটে মন

পুজোয় যে যেরকম লুক করতে চান সেই অনুযায়ী ড্রেস কিনতে হন্যে হয়ে বাজার ঘুরছেন মেয়েরা।
কারও পছন্দ ক্রপ টপ-হাইওয়েস্ট জিনস। কেউ আবার ওয়েস্টার্ন গাউনে নবমীতে সাজতে চাইছেন। এছাড়া, এক ধরনের নতুন সিল্কের স্কার্ট এসেছে বাজারে। দেখতে খুব 'ক্লাসি' বলছেন সকলে। গত বছরই বেশ জনপ্রিয় হয়েছে হাকোবা। এবছর হাকোবার লং, মিড লেন্থ, শর্ট ড্রেস, ওভারসাইজ টপ, শ্রাগ সবই ট্রেন্ডিং। পাশাপাশি ফ্লোরাল ও জ্যামিতিক প্রিন্ট ইন কো-অর্ড সেট তো রয়েইছে। তাতেও আবার নির্দিষ্ঠ প্রিন্ট ও রং চাই। সলিড কালার, বড় স্ট্রাইপ দারুণ চলছে। কলেজ পড়ুয়া রিয়া দে বলেন, 'পুজোতে চাই আলাদা লুক। তাই সোশ্যাল মিডিয়ায় যা চলছে তাই কিনছি।'
ডেনিম এবছরও ফ্যাশনে ইন। বাজারে এসেছে ডেনিম লং পেনসিল স্কার্ট, মিড লেন্থ স্কার্ট, ওভারসাইজড জ্যাকেট, বডি কন ড্রেস। শারারা সেটও বেশ জনপ্রিয়। পরলে একেবারে রাজকীয় লুক দিচ্ছে।

আলিপুরদুয়ার বাজারে শাড়ি দেখতে ভিড়।

জুয়েলারিতে নতুন ধারা

মেয়েদের জন্য অক্সিডাইজড জুয়েলারি, গোল্ড প্লেটেড বা মাইক্রো গোল্ড ট্র্যাডিশনাল জুয়েলারি, মেটালিক ব্যাগ (৪০০-১,০০০ টাকা) দারুণ বিক্রি হচ্ছে। ছেলেদের মধ্যে চলছে স্মার্টওয়াচ আর স্নিকার্স, ট্রেন্ডি সানগ্লাস।

মিনিমাল প্রিন্ট কুর্তায় ছেলেরা

পুরুষদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছে চাইনিজ কলার কুর্তা, মিনিমাল প্রিন্ট কুর্তা (৭০০-১,৫০০ টাকা) ও তার সঙ্গে মানানসই নেহরু জ্যাকেট (১,০০০-২,২০০ টাকা)। একটু কমবয়সিদের পছন্দ প্যাস্টেল শার্ট, ওভারসাইজড টি-শার্ট, কার্গো প্যান্ট, ডেনিম জিনস।
ক্রেতা সঞ্জয় পালের কথায়, 'অষ্টমীতে চাই ট্র্যাডিশনাল কুর্তা, কিন্তু নবমীতে অবশ্যই ক্যাজুয়াল শার্ট-জিনস।'

বাঁধ দখল করে বাড়ি তৈরির অভিযোগ

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ১১ সেপ্টেম্বর : বাঁধের অংশে মাটি কেটে বাড়ি তৈরি করার অভিযোগ উঠল আলিপুরদুয়ার শহরে। পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষপল্লির দ্বীপচর এলাকায় এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে দোতলা বাড়ি তৈরি করার অভিযোগ উঠছে। এই বাড়ি তৈরির জন্য বাসিন্দাদের জল-যন্ত্রণায় পড়তে হচ্ছে বলে সরব হয়েছেন তাঁরা। ইতিমধ্যেই বাড়ি তৈরির বিরোধিতা করে জেলা শাসক, সেচ দপ্তর সহ সব জায়গায় অভিযোগ জানিয়েছেন তাঁরা। তবে প্রশাসন জানিয়েছে, ওই এলাকায় নাকি অধিকাংশ বাসিন্দা বাঁধ এবং সরকারি জায়গা দখল করে বাড়ি তৈরি করেছেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁরাই আবার সরব হলেন কেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

যদিও যাঁর বিরুদ্ধে বাড়ি তৈরির অভিযোগ সেই পার্থ দাস বললেন, 'আমি এই পাড়ারই বাসিন্দা। আমার থাকার কোনও জায়গা না থাকায় ক্লাবের পক্ষ থেকেই ২০১৮ সালে আমাকে জায়গাটি দেওয়া হয়। তার হোল্ডিং নম্বরও রয়েছে। কারা কী উদ্দেশ্যে বাড়ি তৈরিতে বাধা দিচ্ছেন তা বুঝতে পারছি না।'

এলাকার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পার্থপ্রতিম মণ্ডলের কথায়, 'বিষয়টি আমাকে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। এটা সেচ দপ্তরের দেখার কথা। তারা কিছু জানালে আমরা যে কোনও পদক্ষেপ করতে উদ্যোগী হব।'

সুভাষপল্লির দ্বীপচর দিয়েই গিয়েছে কালজানি নদী। আর নদী থেকে শহরকে বাঁচাতে আছে বাঁধ। ১৯৯৩ সালের বন্যার আগে ওই এলাকায় আরেকটি বাঁধ দেওয়া হয়েছিল। ওই বাঁধটি প্রায় ৩০ মিটার লম্বা। পাশেই রয়েছে সরকারি কল। পুরোনো ওই বাঁধ ঘেঁষেই আছে অসংখ্য বাড়ি। পার্থ নাকি এলাকার একটি ক্লাব থেকেই জায়গাটি নিয়েছিলেন। এমনকি এর জন্য ক্লাবকে সামান্য কিছু চাঁদাও দিয়েছিলেন তিনি।

ওই এলাকার ক্লাবের সম্পাদক গোপাল সরকার বললেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই জায়গাটি ক্লাবের দখলে ছিল। তাই আমরা সেখানে পার্থকে থাকতে দিই। এখন সেটা নিয়ে রাজনীতি হচ্ছে। একজন গরিব মানুষ ঘর করে থাকবেন, সেটা নিয়ে রাজনীতি করা ঠিক নয়।'

স্থানীয় বাসিন্দা রুমা মণ্ডল বললেন, 'আমাদের এলাকার বাঁধ এবং একটি জলাশয় দখল করে বাড়ি তৈরি করা হচ্ছে। ওই বাড়ির ভেতরেই আবার আছে সরকারি বিদ্যুতের খুঁটি।' এলাকার আরেক বাসিন্দা গীতা দে জানান, ওই এলাকায় একটি পানীয় জলের কলও আছে। কিন্তু বাসিন্দারা জল সংগ্রহ করতে পারছেন না বলে জানিয়েছেন তিনি।

বিধানপল্লি, দ্বীপচর সহ শহরজুড়েই ১৯৯৩ সালের বন্যার পর একটি সরকারি নির্দেশে বলা হয়েছিল, কেউ বাড়ি করলে বাঁধ থেকে অন্তত ১০ ফুট দূরে করতে হবে। বাঁধের ওপর এই অবৈধ নির্মাণের বিষয়ে ডিএম, সেচ দপ্তর এবং পুরসভাতে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

কিন্তু এখনও কোনও পদক্ষেপ কেউ করেনি। যদিও আলিপুরদুয়ারের সেচ দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার জয়ন্তী ভৌমিক বললেন, 'জমির বিষয়টি ভূমি দপ্তরকে দেখতে বলা হয়েছে। তাদের থেকে রিপোর্ট পেয়েই আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখব।'

সুভাষপল্লির দ্বীপচর এলাকায় এই বাড়ি ঘিরে বিতর্ক।

বিতর্ক

- ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষপল্লির দ্বীপচর এলাকায় এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে দোতলা বাড়ি তৈরি করার অভিযোগ
- এই বাড়ি তৈরির জন্য বাসিন্দাদের জল-যন্ত্রণায় পড়তে হচ্ছে বলে সরব হয়েছেন তাঁরা
- ইতিমধ্যেই বাড়ি তৈরির বিরোধিতা করে জেলা শাসক, সেচ দপ্তর সহ সব জায়গায় অভিযোগ জানিয়েছেন বাসিন্দারা
- ওই এলাকায় নাকি অধিকাংশ বাসিন্দা বাঁধ এবং সরকারি জায়গা দখল করে বাড়ি তৈরি করেছেন

বাসট্যান্ডে জল

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : কামাখ্যাগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ারগামী বাস ছাড়ার স্ট্যান্ডে সামান্য বৃষ্টিতে জল জমে দুর্বিষহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। গতকাল রাতের সামান্য বৃষ্টিতে বাসস্ট্যান্ডের পাশে রাস্তার খানাখন্দে জল জমে গিয়েছে। তবে এই পরিস্থিতি নতুন নয়। দীর্ঘদিন ধরে ভুগতে হচ্ছে বাসযাত্রীদের। অভিযোগ, বৃষ্টির জল জমে ডোবার রূপ নেয় এই রাস্তা। কামাখ্যাগুড়ি বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকা জনৈক যাত্রী সাধন দাস বলেন, 'বাসস্ট্যান্ডের নাকাল পরিস্থিতি। অবিলম্বে রাস্তার সংস্কার প্রয়োজন। তবেই বাসস্ট্যান্ডের পরিস্থিতি বদলাবে।' বেহাল রাস্তায় জল জমে থাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে বাড়ছে ক্ষোভ, কামাখ্যাগুড়ির স্থানীয় বাসিন্দা ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'কামাখ্যাগুড়ির এই রাস্তার পরিস্থিতি দীর্ঘদিন ধরেই রুগ্ন। অথচ এই বিষয়ে প্রশাসন উদাসীন। সাধারণ মানুষের অসুবিধায় তারা নির্বিকার।' রাস্তা অতিক্রম করে অনেক ছাত্রছাত্রীকে স্কুল বা কলেজে যেতে হয়। বৃষ্টি হলে তাদের তীব্র সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। জনৈক কলেজ পড়ুয়া বিক্রম রায়ের বক্তব্য, 'আমাদের এই রাস্তা দিয়ে কলেজে যেতে হয়। অথচ সামান্য বৃষ্টিতে রাস্তায় জল জমে যায়, এতে সমস্যা হয়। এই জল পেরিয়ে কেউ যেতে চায় না। তাই সকলেই জল পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এতে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বাড়ছে।'

কামাখ্যাগুড়ি

রাস্তার পরিস্থিতি বেহাল হওয়ায় টোটোচালকদের মধ্যেও অসন্তোষ রয়েছে। এমনই এক টোটোচালক সুব্রত রায় বলেন, 'বাসস্ট্যান্ডের পাশে এভাবে জল জমে থাকায় যাতায়াতে সমস্যা হয়। তেঁতুলতলা হয়ে জাতীয় সড়ক পর্যন্ত ভয়াবহ রাস্তায় টোটো চালালে কিছুদিন পরপর টোটোর যন্ত্রাংশ নষ্ট হচ্ছে। অবিলম্বে এই রাস্তার সংস্কার প্রয়োজন।' কামাখ্যাগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক প্রাণকৃষ্ণ সাহা বললেন, 'জেলা পরিষদের উদ্যোগে রাস্তা নির্মাণ হলেই সমাধান সম্ভব। ভাঙাচোরা রাস্তার জন্য কামাখ্যাগুড়ির ব্যবসায়ীদের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আমরা রাস্তা নির্মাণের বিষয়ে জেলা পরিষদের কাছে দাবি জানিয়েছি। তবে এখনও রাস্তার নির্মাণ হয়নি।' কামাখ্যাগুড়ি দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান প্রসূন দত্তের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে দীর্ঘদিন বঞ্চনা চলছে। ইতিমধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা বরাদ্দ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার জন্য উন্নয়ন ব্যাহত। জেলা পরিষদ সদস্য গোলাপ রায় বলেন, 'গত বছর পুজোর আগে রাস্তা সংস্কারের টেন্ডার হয়েছিল। অথচ ঠিকাদার কাজ করেননি। বিষয়টি নিয়ে আমি আবার জেলা পরিষদে জানিয়েছি। আশা করছি, ফের রাস্তা সংস্কার হবে। ঠিকাদার গড়িমসি না করলে এক বছর আগে সংস্কার হয়ে যেত।'

চুল্লি সারাইয়ে নতুন করে টেন্ডার ডাকল পুরসভা

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ১১ সেপ্টেম্বর : আলিপুরদুয়ার শোভাগঞ্জ এলাকার শ্মশানঘাটে ইলেক্ট্রিক চুল্লির চিমনি প্রায় দু'মাস ধরে বিকল অবস্থায় পড়ে আছে। ফলে শ্মশানে দেহ সৎকার করতে এসে চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে অনেককে। অথচ সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নিতে পুরসভার একের পর এক টেন্ডার প্রক্রিয়ার গোলকধাঁধায় আটকে পড়েছে কাজ।

প্রায় এক মাস আগে ওই চিমনি সংস্কারের জন্য পুরসভা থেকে টেন্ডার ডাকা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে মাত্র দুটি আবেদনপত্র জমা পড়ায় নিয়ম মেনে সেই টেন্ডার বাতিল করতে হয়। এতে সাধারণ মানুষের হতাশা আরও বাড়ে। অবশেষে বৃহস্পতিবার পুরসভার পক্ষ থেকে ফের নতুন করে টেন্ডার ডাকা হয়েছে।

পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, 'চিমনি সংস্কারের জন্য আমরা এবার ১৭ লক্ষ টাকার টেন্ডার ডেকেছি। এক মাস আগে যে টেন্ডার ডাকা হয়েছিল, তাতে প্রত্যাশিত সাড়া মেলেনি। তবে এবার আমরা আশাবাদী, ভালো আবেদন আসবে। সেক্ষেত্রে খুব শীঘ্রই কাজ শুরু করা সম্ভব হবে।'

শ্মশান সংলগ্ন এলাকায় বসবাসকারী বাসিন্দাদের দাবি, দ্রুত চিমনি মেরামত করা জরুরি। কারণ চুল্লি চালু না থাকায় একদিকে যেমন সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়ছেন, অন্যদিকে ধোঁয়ার কারণে পরিবেশও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা বাপ্পা মালাকারের কথায়, 'আমরা চাই দ্রুত কাজ হোক।' এখন নজর পুরসভার টেন্ডার প্রক্রিয়ার দিকে।

দাবি ট্রাফিক সিগন্যাল চালুর

আলিপুরদুয়ার, ১১ সেপ্টেম্বর : আলিপুরদুয়ার শহরে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা একাধিক ট্রাফিক সিগন্যাল দ্রুত চালুর দাবিতে সরব হল আলিপুরদুয়ার প্রবীণ নাগরিক মঞ্চ। বৃহস্পতিবার সংগঠনের তরফে পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী সহ আরও অন্য দপ্তরে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সংগঠনের সম্পাদক ল্যারি বোস বলেন, 'কোর্ট মোড়, কলেজহল্ট মোড়, সহ একাধিক সিগন্যাল দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে। এর আগে আলোচনার পাশাপাশি স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়নি।'

বীজ বিতরণ

আলিপুরদুয়ার, ১১ সেপ্টেম্বর : চাষি, এফপিসি, এফপিও ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ৪০ জনের হাতে আট ধরনের সংকর প্রজাতির সবজির বীজ তুলে দিল আলিপুরদুয়ার জেলা উদ্যানপালন দপ্তর। বৃহস্পতিবার ডুয়ার্সকন্যা থেকে বীজ বিতরণ হয়। উদ্যানপালন দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর দীপক সরকার জানান, মোট ১৬২৬ প্যাকেট বীজ দেওয়া হয়।

রক্তদান শিবির

ফালাকাটা, ১১ সেপ্টেম্বর : ব্লাড ডোনার অর্গানাইজেশনের ফালাকাটা শাখার প্রাক্তন সম্পাদক রোহিত সাশোনারের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। ফালাকাটা ব্লাড ব্যাংকে আয়োজিত এই শিবিরে ২ জন মহিলা সহ মোট ২৪ জন রক্তদান করেন বলে অন্যতম উদ্যোক্তা অরিন্দম বিশ্বাস জানিয়েছেন।

ক্ষুদিরাম কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস

কামাখ্যাগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার কামাখ্যাগুড়ি শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজের ৩০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে কলেজে অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এদিন কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে কামাখ্যাগুড়ি বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী ও কলেজের অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মীরা মিলে শোভাযাত্রা বের করেন।

এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতে শহিদ ক্ষুদিরামের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। এদিন কলেজে প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে নাচ, গান, আবৃত্তি ও আলোচনা হয়েছে। ক্ষুদিরাম কলেজের অধ্যক্ষ শ্যামলচন্দ্র সরকার বলেন, 'আজকের আমাদের অনুষ্ঠানে কলেজের অতীতের অনেক দিকে আলোকপাত হয়েছে। আগামীদিনে শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজের অগ্রগতি একইভাবে হবে। সেই বিষয়ে আমরা বদ্ধপরিকর।'

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলেজের প্রতিষ্ঠা লগ্নের অর্গানাইজিং কমিটির সদস্য বীরেন বর্মন, উত্তম দত্ত, তারামণি কার্জি, শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজের অধ্যক্ষ শ্যামলচন্দ্র সরকার, অধ্যাপক সেতু চট্টোপাধ্যায়, স্মৃতিকান্ত বর্মন, দুলন সরকার, উৎপল রায় প্রমুখ। এছাড়া, পরিচালন সমিতির সরকার মনোনীত সদস্য বিরসাই ওরাওঁ উপস্থিত ছিলেন। এদিন কলেজের প্রতিষ্ঠা লগ্নের অর্গানাইজিং সদস্যরা কলেজের প্রতিষ্ঠাকালীন সময়কালের বিষয় নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন।

প্রতিষ্ঠালগ্নের অর্গানাইজিং কমিটির সদস্য উত্তম দত্ত বলেন, 'তৎকালীন কুমারগ্রাম ব্লকের ছাত্র-যুবদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ফসল কামাখ্যাগুড়ি শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজ। সেই সময় কুমারগ্রাম ব্লকের ছাত্রছাত্রীদের কথা ভেবে এলাকার ছাত্ররা ঐক্যবদ্ধভাবে কামাখ্যাগুড়িতে কলেজ গড়ার বিষয়ে তীব্র আন্দোলন করেন। কলেজ গড়ার বিষয়ে এলাকার অন্যতম শিক্ষাবিদ প্রয়াত মেহবুব রহমান অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন।'

কলেজে অনুষ্ঠান।

পরিযায়ীদের জীবনযুদ্ধের গল্প সুতলিপট্টির মণ্ডপে

বাঙালি শ্রমিকদের ওপর ভিনরাজ্যে আক্রমণের ঘটনায় বিগত কয়েকদিনে উত্তাল হয়েছে রাজ্য রাজনীতি। রাজ্যের শাসক গোষ্ঠীও এ নিয়ে ভাষা আন্দোলন শুরু করেছে। এই পরিযায়ীদের জীবনকথাই তুলে ধরবে আলিপুরদুয়ারের সুতলিপট্টির মণ্ডপ।

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১১ সেপ্টেম্বর : কয়েকদিন আগেই রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে। এমনকি রাজ্যের শাসকদল ভাষা আন্দোলন চালাচ্ছে ওই ঘটনাগুলোর প্রতিবাদে। সেই পরিযায়ী শ্রমিকদের জীবনযুদ্ধের গল্প বলবে আলিপুরদুয়ার শহরের সুতলিপট্টির এবছরের দুর্গাপুজোর মণ্ডপ। সমাজের শ্রমিকশ্রেণির জীবনযাত্রা থিমের মাধ্যমে তুলে ধরা হবে। পুজোর উদ্যোক্তাদের আশা, এবছর পুজোর অন্যরকম থিম দর্শনার্থীদের নজর টানবে।

রামরূপ সিং রোড (সুতলিপট্টি) দুর্গাপুজো কমিটির সম্পাদক সঞ্জয় সরকারের কথায়, 'এবছরের আমাদের পুজোর থিম মানুষকে ভাবাবে। মণ্ডপে মানুষ এসে সময় কাটাবে।' এবার ৬৩তম বর্ষে তাঁদের দুর্গাপুজো। ভিনরাজ্যে গিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকরা কীভাবে কাজ করেন। সেটা তুলে ধরা হবে।

কাজের ফাঁকে মণ্ডপসজ্জার শিল্পী ঋতম সরকার বলেছিলেন, 'সাধারণ শ্রমিক ও পরিযায়ী শ্রমিকদের কাজের বিশেষত্ব রয়েছে। যেমন সাফাইকর্মীর কাজ শুরু হয় সকাল ছ'টায়, রাজমিস্ত্রির কাজ শুরু করেন সকাল ন'টায়। এরকম বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে যে ওই শ্রমিকদের কাজ শুরু হয় সেটা তুলে ধরা হবে।'

মণ্ডপে ঢোকার আগেই রাস্তায় আটটি বড় মডেল থাকবে ওই বিষয়ের ওপর। পাশাপাশি কয়েকমাস আগে কোর্টের নির্দেশে যে টানা রিকশা চালানো বন্ধ করতে বলা হয়েছে, সেটার প্রতীক হিসেবে মূল মণ্ডপে ঢোকার মুখে দুটো বড় টানা রিকশা এবং রিকশাচালকদের দেখানো হবে। মূল মণ্ডপের বাইরের অংশ তৈরি হবে নৌকার আদলে। সেখানে দেখানো হবে নৌকা টেনে কীভাবে শ্রমিকরা নদীর তীরে আসেন।

মণ্ডপের ভিতরে ৮০ রকমের শ্রমিকদের ছবি থাকবে। পাশাপাশি, বর্তমান সময় শ্রমিকদের সঙ্গে যে যন্ত্রের প্রতিযোগিতা সেটাও তুলে ধরা হবে। শ্রমিকদের বিভিন্ন ধরনের কাজ থেকে শুরু করে, বিভিন্ন সময় বোঝানোর জন্য ঘড়ি বানানো সবই হচ্ছে সুতলিপট্টি মন্দিরে। বেশিরভাগ কাজই হচ্ছে প্লাই দিয়ে। প্লাইয়ের উপর রং করার কাজ চলছে। পুজোর উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, পুজোর বাজেট ২০ লক্ষ টাকার মতো। যেটার বেশিরভাগ খরচ হবে মণ্ডপে।

অন্যদিকে, মণ্ডপের থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আলোকসজ্জা ও প্রতিমা তৈরি হচ্ছে। প্রতিমা তৈরি হচ্ছে শ্রমিকদের থিমের ওপরই। সেখানে দেবী দুর্গাকে দেখানো হবে ইটভাটার শ্রমিক হিসেবে। মূর্তিতে দেখা যাবে কোলে গণেশকে নিয়ে মাথায় ইট নিয়ে যাচ্ছে দুর্গা। আর তাঁর আঁচল ধরে আসছে কার্তিক, লক্ষ্মী, সরস্বতী। অসুরকে আবার দেখানো হবে পাথর ভাঙার শ্রমিক হিসেবে। শহরের বিগ বাজেটের পুজোগুলোর সঙ্গে টেক্কা দিতে এই পুজো কমিটির এবছরের বাজি শ্রমিকদের কথা।

প্যান্ডেলের কাজ চলছে।

দুর্গাপুজোয় বিজেপির অনুদান

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : মুখরক্ষা করতে জেলায় জেলায় সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটিগুলির দখল নিতে মোটা অঙ্কের অনুদান দেবে বিজেপি। মিঠুন চক্রবর্তীকে সামনে রেখে দুর্গাপুজো নিয়ে এই পরিকল্পনা রাজ্য বিজেপির। এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই দলের জেলা নেতৃত্বকে বার্তা দেওয়া হয়েছে। জেলার বড় ও মাঝারি পুজো উদ্যোক্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে এ ব্যাপারে জেলাভিত্তিক তালিকা রাজ্যের কাছে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য বিজেপি। মহালয়ার আগেই জেলা নেতৃত্বকে এই তালিকা পাঠাতে হবে রাজ্য বিজেপির কাছে। তারপর ঝাড়াই-বাছাই করে তালিকা চূড়ান্ত করবে রাজ্য।

সম্প্রতি সাংগঠনিক বৈঠকে নির্বাচনের আগে দলের জনসংযোগ বাড়াতে জোর দিয়েছেন সুনীল বনশল। দলের নেতা-কর্মীদের স্থানীয়ভাবে নিজ নিজ এলাকার পুজোগুলির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নির্দেশও দিয়েছেন তিনি। বর্তমানে কলকাতা সহ গোটা রাজ্যেই ক্লাবের পুজোয় তৃণমূলের প্রাধান্য সংশয়াতীত। তার ওপর এবার প্রায় ১ লক্ষ পুজো কমিটিকে দুর্গাপুজোর নামে লক্ষাধিক টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার। বরাবরই পুজোর উদ্বোধনে মমতা সবার আগে। এই আবহে বিজেপির দুর্গাপুজো নেই বললেই চলে। খোদ কলকাতার বুকে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের মতো বড় পুজো বিজেপির খাতায় একটাই। এর বাইরে উত্তর থেকে দক্ষিণে উল্লেখ করার মতো পুজো বিজেপির নেই। শুধু কলকাতাই নয়, উত্তরবঙ্গ ছাড়া বাকি দক্ষিণবঙ্গের জেলার পুজোতেও তৃণমূলেরই জয়জয়কার। এই আবহে জেলার বড় পুজোগুলিতে কিছুটা হলেও ঢুকতে চাইছে বিজেপি। সূত্রের খবর, জেলা বিজেপি নেতৃত্ব তাঁর জেলার বড়-মাঝারি পুজো কমিটির উদ্যোক্তাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। বিজেপির শর্তে তাঁরা রাজি থাকলে ওই পুজো কমিটিগুলির নাম পাঠানো হবে রাজ্যের কাছে। পুজোর সামগ্রিক বাজেটের ওপর ভিত্তি করে একটা বড় অঙ্কের টাকা অনুদান হিসেবে দেওয়া হবে ক্লাবগুলিকে।

অতীতে এই চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু আখেরে লাভ কিছু হয়নি। বরং অভিযোগ, অনুদান বাবদ টাকা খরচ নিয়ে নয়ছয় করেছে দলের নেতারাই। তাই এবার সেই ঘটনায় রাশ টানতে চাইছে দল। চূড়ান্ত বাছাই ক্লাবগুলিকে অনুদান নিতে হবে জেলা নয় রাজ্যের থেকে।

বাবার হাতে ছেলে খুন

কালচিনি, ১১ সেপ্টেম্বর : শনিবার ছেলের ২৮তম জন্মদিন। তার একদিন আগেই বাবার হাতে খুন হল ছেলে। বৃহস্পতিবার রাতে কালচিনির মেচপাড়া চা বাগানের ভাদু লাইনের বাসিন্দা দিওয়াস কাচ্ছপের সঙ্গে বাবা মঙ্গল কাচ্ছপের বচসা বাধে। অভিযোগ, বাবা ছেলেকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে মারে। গুরুতর জখম অবস্থায় দিওয়াসকে লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে রাতেই কালচিনি থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে। পুলিশ জানিয়েছে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। শুক্রবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হবে। অভিযুক্তকে খোঁজা হচ্ছে।

ফিরছেন পরিযায়ীরা

নেপাল থেকে দেশের মাটিতে পা রেখেই শান্তি...

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : অগ্নিগর্ভ নেপালে আটকে পড়েছিলেন ওঁরা। পরিস্থিতি কিছুটা স্থিতিশীল হতেই ঘরে ফিরতে শুরু করেছেন দলে দলে। ওঁরা পরিযায়ী শ্রমিক। বিগত কয়েকদিনের ভয়ংকর স্মৃতিকে সঙ্গী করে বৃহস্পতিবার বিভিন্ন এলাকা থেকে নেপালের কাঁকরভিটা হয়ে হেঁটে মেচি সেতু পেরিয়ে ভারতে পা রাখেন পরিযায়ীরা। প্রত্যেকের চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ ছিল স্পষ্ট। কেউ নেপালে রাজমিস্ত্রি হিসেবে কর্মরত। কেউ কাঠ ও রং মিস্ত্রি। সীমান্তে মোতায়েন এসএসবি জওয়ানদের ভারতীয় পরিচয়পত্র দেখিয়ে এদেশে ঢোকার ছাড়পত্র পান। পরবর্তীতে রাজ্য পুলিশ শিবির করে সকলের তথ্য এবং সই সংগ্রহ করেছে। নিজভূমে পা রাখা মাত্র অনেকেরই চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়েছে গাল বেয়ে।

পানিট্যাঙ্কি সীমান্তে লাইন দিয়ে ফিরছেন পরিযায়ীরা। -সঞ্জীব সূত্রধর।

কালিয়াগঞ্জের সুনীল বর্মন পড়শি দেশের বিত্তামোড়ে একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে রাজমিস্ত্রি হিসেবে কাজ করছিলেন তিন মাস ধরে। দৈনিক মজুরি ৮০০ টাকা। এপারে মজুরি কম, তাই বেশি রোজগারের আশায় ছেড়েছিলেন দেশ। সেখানে নির্মাণকাজ প্রায় শেষদিকে। কিন্তু নেপালের বিভিন্ন প্রান্তে গত কয়েকদিন ধরে চলা ঘটনা দেখে ভীতসন্ত্রস্ত সুনীল কাজ ছেড়ে বাড়ি ফিরতে বাধ্য হলেন। বিত্তামোড় কাঁকরভিটা থেকে প্রায় ১৯ কিলোমিটার দূর। সেদেশে কার্ফিউ জারি থাকায় গাড়ি চলাচল বন্ধ ছিল। ফলে তাঁকে কিছুটা পথ হেঁটে, কিছুটা রিকশায় চেপে আসতে হয়েছে। তারপর হেঁটেই মেচি সেতু পেরিয়ে ঢুকেছেন ভারতে। সুনীলের কথায়, 'এখন বাড়ি ফিরতে পারলে রক্ষা। পরিবারের সদস্যরাও চিন্তামুক্ত হবে।'

জলপাইগুড়ির হেলাবাড়িতে বাড়ি রতন রায় নামে এক তরুণের। নেপালের চড়ালিতে ছয় মাস ধরে কাঠমিস্ত্রি হিসেবে কর্মরত। বলছিলেন, 'প্রচণ্ড আতঙ্কে ছিলাম। চারদিকে গণ্ডগোল, আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। লুটপাট হচ্ছে। তবে যেখানে কাজ করতাম, সেখানকার মানুষ আমাদের খুব সাহায্য করেছে। আন্দোলনের ঢেউ যেভাবে বড় হচ্ছিল, ভাবতেই পারিনি এত তাড়াতাড়ি দেশে ফিরতে পারব। এদিন অবশ্য পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক।'

জলপাইগুড়ির অপর বাসিন্দা বিকাশ রায়ও পেশায় রাজমিস্ত্রি। বিত্তামোড়ে তিন মাস ধরে ছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতায়, 'চোখের সামনে দেখেছি একদল তরুণ দোকান ভাঙচুর করে সামগ্রী লুট করে নিয়ে গেল। আরেকদিন কাজ করছিলাম, শুনলাম থানা পুড়িয়ে দিয়েছে কারা। পোড়ানো হয়েছে একাধিক সরকারি অফিস। শপিং মলে লুটপাট চালানো হয়েছে। ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্যে ছিলাম। তবে আমাদের ওপর কোনও হামলা হয়নি।' কিছুক্ষণ থেমে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'পেটের টানে ভিনদেশে গিয়েছিলাম। যখন ঝামেলা শুরু হল, মনে হচ্ছিল দেশে থাকলেই ভালো হত। এখন ঘরে ফিরতে পারলে বাঁচি।' সীমান্তে মোতায়েন এসএসবি সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত পানিট্যাঙ্কি দিয়ে নেপাল থেকে ভারতে এসেছেন ৩৩৮ জন। এঁদের মধ্যে প্রায় দুই শতাধিক ছিলেন পরিযায়ী শ্রমিক।

শাপলা তুলে বেজায় খুশি।। কোচবিহারে দেওচড়াইয়ে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

ভাড়াবাড়িতে থাকছেন উপাচার্য

প্রথম পাতার পর

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে এতদিনেও উপাচার্যের থাকার জন্য কোনও ব্যবস্থা হয়নি। তিনি প্রথমদিকে অবশ্য মাস দেড়েক সার্কিট হাউসেই থেকেছেন। তারপর থেকে শহরে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকছেন।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় চালুর এক বছরের মধ্যেই প্রথমে চারটি স্নাতকোত্তর কোর্সে পঠনপাঠন শুরু হয়। পরের বছর আলিপুরদুয়ার কলেজে থাকা ১৪টি অনার্স বিষয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর অনুমোদন মেলে। এই ১৪টি পিজি কোর্স ছাড়াও এখন আলিপুরদুয়ার কলেজের স্নাতক স্তরের কোর্সগুলিতেও ভর্তি নেওয়া শুরু করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ফলে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর দুটি কোর্সে কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু নতুন করে তেমন কোনও বিল্ডিং তৈরি হয়নি। ফলে একটি ক্লাস শেষ করতে না করতেই আরেকটি ক্লাসের পড়ুয়াদের ক্লাসের জন্য অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পরিস্থিতিতে বিল্ডিং তৈরির জোরালো দাবি উঠেছে। তবে সংবাদমাধ্যমের কাছে এব্যাপারে মুখ খুলে বিতর্কে জড়াতে চাইছেন না কেউ। নাম না প্রকাশ করার শর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক বলেন, 'আমাদের সমস্যা অনেক। কিন্তু রাজ্য সরকারের কাছে সেসব কথা তুলে ধরার জন্য উপাচার্য ছাড়া আর কেউ নেই।'

আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়।

চিন্তা চিকেন নেকে

প্রথম পাতার পর

জলেশ্বর এবং দিল্লিবাজার নেপালের চার জেলে বন্দি বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের তিন শতাধিক সদস্য ইতিমধ্যেই পালিয়ে গিয়েছে। আপাতত নেপাল ছেড়ে তারা ভারত এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় গা-ঢাকা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। একসঙ্গে ফের স্লিপার সেলের ওই সদস্যরা সক্রিয় হলে জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে বলেই মনে করছেন গোয়েন্দারা। নেপাল সীমান্তে দীর্ঘদিন কাজ করা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা আধিকারিক এস চৌধুরীর বক্তব্য, 'চিকেন নেক থেকে নেপাল সীমান্ত খুবই কাছে। তাছাড়া নেপাল থেকে শিলিগুড়ি বা বিহারে সহজেই ঢোকার বহু রাস্তা আছে। তাই জেল পালানো জঙ্গিদের ভারতে ঢুকতে খুব বেগ পেতে হবে না। তবে ভারত হয়ে বাংলাদেশে যাওয়াটা এই মুহূর্তে কঠিন। চিকেন নেক-ই বরাবর জঙ্গিদের টার্গেট। তাই কেন্দ্রীয় এজেন্সির পাশাপাশি রাজ্য পুলিশকেও সতর্ক থাকতে হবে।'

কিছুদিন আগেই জইশের তিন জঙ্গি নেপাল থেকে বিহারে ঢুকেছিল। গোয়েন্দাদের আশঙ্কা তখনই স্লিপার সেল পুনর্গঠন নিয়ে বড় পরিকল্পনা হয়েছে। নেপালের বন্দি পালানোর ঘটনার পরই ত্রিপুরা, অসম ও মেঘালয়ের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিশেষ বার্তা পাঠানো হয়েছে। গোয়েন্দাদের একাংশের আশঙ্কা, নেপাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ হয়ে ওই তিন রাজ্যের সীমান্ত দিয়েও বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টা করতে পারে জেল পালানো জঙ্গিরা। নেপালের ঘটনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সীমান্তে নজরদারি ও নিরাপত্তা দুই-ই বাড়ানো হয়েছে বলেই জানিয়েছেন বিএসএফের ইস্টার্ন কমান্ডের এডিজি মহেশকুমার আগরওয়াল। তাঁর কথা, 'নেপালের ঘটনায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইনপুট আমরা পেয়েছি। সেইমতো পদক্ষেপও করা হয়েছে।'

নেপাল থেকে পালিয়ে জঙ্গিরা লুকিয়ে থাকতে পারে সেই আশঙ্কায় গত দু'দিনে বিহারের সমস্তিপুরের পাঁচটি জায়গা, দ্বারভাঙ্গার ফসিহর, মধুবনির বাসোপট্টি এলাকায় তল্লাশি চালিয়েছেন একাধিক গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকরা। এক বেসরকারি বাসচালককে কয়েক ঘণ্টা আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের লখিমপুরখেরি, পিলিভিট হয়ে স্লিপার সেলের জঙ্গি সদস্যরা ভারতে ঢুকতে পারে বলেও সতর্ক করেছে কেন্দ্র। শিলিগুড়ির নেপাল সীমান্তকে স্পর্শকাতর বলে বার্তা পাঠানো হয়েছে এসএসবি'র কাছে। নেপালের জেল থেকে পালানো বাংলাদেশভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন এবিটি'র তিন-চারজন সদস্য শিলিগুড়ি হয়ে কেরলে গা-ঢাকা দেওয়ার ছক কষেছে বলেও খবর পেয়েছেন গোয়েন্দারা।

সেইমতো পদক্ষেপও করা হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা আধিকারিকের বক্তব্য, 'নেপালের জেলে এমন কয়েকজন জঙ্গি ছিল যারা স্লিপার সেল বিশেষজ্ঞ। কীভাবে নিয়োগ করতে হবে, কীভাবে প্রশিক্ষণ হবে সবেতেই তারা দক্ষ। সেই জঙ্গিরা ফের সক্রিয় হলে তা চিকেন নেকের জন্য চিন্তার কারণ হতে পারে।'

পৃথিবীর পাঠশালা

গাছ কি কথা বলে?

গাছ কি কথা বলে? হ্যাঁ, তবে আমাদের ভাষায় নয়। ইজরায়েলের একদল বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছেন যে, যখন কোনও টমেটো গাছ জলের অভাবে চাপে থাকে, তখন তারা এমন এক ধরনের শব্দ তৈরি করে, যা মানুষ শুনতে পায় না। কিন্তু মথ নামের এক ধরনের পোকা সেই শব্দ শুনতে পায়! গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যখন কোনও গাছ এই ধরনের শব্দ করে, তখন মথ সেই গাছকে এড়িয়ে চলে। এই আবিষ্কার থেকে বোঝা যায়, প্রকৃতিতে পোকামাকড় আর গাছের মধ্যে যোগাযোগের এক দারুণ রহস্য লুকিয়ে আছে।

ল্যাবরেটরিতে তৈরি হৃৎপিণ্ড

আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে এমন একটি হৃৎপিণ্ড এবং যকৃত তৈরি করেছেন, যার ভেতরে রক্তনালি রয়েছে! এর আগে ল্যাবে তৈরি করা অঙ্গগুলো অক্সিজেনের অভাবে বেশিদিন টিকত না। তবে বিজ্ঞানীরা এমন একটি বিশেষ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন, যা ব্যবহার করে এই মিনি অঙ্গগুলো বাস্তব অঙ্গের মতোই কাজ করতে পারে। এই আবিষ্কার ড্রাগ টেস্টিং এবং বিভিন্ন রোগের গবেষণায় এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

হাত দিয়ে হাঁটে মাছ

মাছ কি হাঁটে? হ্যাঁ! অস্ট্রেলিয়ার এক বিশেষ ধরনের মাছ আছে, যাদের নাম হ্যান্ডফিশ। এরা সাঁতার না কেটে তাদের পাখনার মতো হাত ব্যবহার করে জলের নীচে হাঁটে! এরা এখন পৃথিবীর সবচেয়ে বিপন্ন জলজ প্রাণীর মধ্যে অন্যতম। তাদের বাসস্থান ধ্বংস, দূষণ ও আক্রমণকারী প্রজাতির কারণে দ্রুত সংখ্যা কমে যাচ্ছে। প্রকৃতির এই আজব সৃষ্টিকে বাঁচাতে এখন চেষ্টা চলছে।

মাথা বাঁচবে কাগজের হেলমেটে

সাইকেল চালান? এবার কাগজের হেলমেট পরতে পারেন! আমেরিকান ডিজাইনার আইসিস শিফার এমন একটি হেলমেট তৈরি করেছেন, যা পুরোনো কাগজ দিয়ে তৈরি। এটি পরিবেশবান্ধব এবং সহজে ভাঁজ করা যায়। এই হেলমেট দেখতে অনেকটা মৌচাকের মতো এবং প্রচলিত প্লাস্টিকের হেলমেটের মতোই সুরক্ষা দিতে পারে। এর উপর একটি জলরোধী স্তরও আছে, যা ৩-৪ ঘণ্টা বৃষ্টিতে টিকে থাকতে পারে। এটি শহুরে সাইক্লিস্টদের জন্য দারুণ একটি সমাধান।

রাজনীতির প্যাঁচ

প্রথম পাতার পর

তবে রাজবংশীরা তৃণমূলকে ভোট দেবেন না তারা যাই করুক না কেন।' যদিও তৃণমূল নেতারা বলছেন, এই বিষয়টির সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই। তৃণমূলের এসসি-এসটি সেলের জেলা সভাপতি তথা রাজবংশী কালচারাল অ্যাকাডেমির একজিকিউটিভ কমিটির সদস্য পীযূষকান্তি রায়ের মতে, 'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ওই গড়ের নাম নিয়ে আলোচনার জন্য যে বৈঠক হয় সেখানে নাম ঠিক হয় সবার মতামত নিয়ে। এটা প্রশাসনিক বিষয়। এখানে রাজনীতির বিষয় নেই।'

একদিকে যখন চিলাপাতার ওই গড় নিয়ে রাজনীতির আলোচনা চলছে, তখন এইভাবে গড়ের নাম পরিবর্তন করা নিয়ে অনেক ইতিহাসবিদই নাখুশ। সোশ্যাল মিডিয়াতেও চলছে লেখালেখি। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ তথা আলিপুরদুয়ার কলেজের ইতিহাসের প্রাক্তন অধ্যাপক শৈলেন দেবনাথ বললেন, 'ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে চিলাপাতার ওই দুর্গ নরনারায়ণের দখলে আসে। তবে তার আগে সেটা বিভিন্ন রাজার দখলে ছিল। ওর ইতিহাস আরও পুরোনো। সেসব তথ্য দেখে নাম নিয়ে চর্চা হওয়া প্রয়োজন।' শৈলেন জানান, কামরূপ ভাগ হওয়ার পর কামতাপুরের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা রাজা সংগলদীপ চিলাপাতার জঙ্গলে ওই দুর্গ তৈরি করেন তিব্বত ও ভুটানের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে। সেটা ৬৫০-৭০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। তার বিবরণ ভুটানের ইতিহাসে রয়েছে। ভুটানের পুরোনো রাজধানী পুনাখাতে এই বিষয়টি বিভিন্ন পুরোনো নথিতে রয়েছে। গ্যাল রেপ সেল ভে মিলং, নাম থাস, দেব থাস নামের নথিগুলিতে এই গড় বা দুর্গের বিবরণ রয়েছে। শৈলেন আরও জানান, ১২০৪-'০৫ সাল নাগাদ রাজা কামতেশ্বর প্রীথু এবং ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির যুদ্ধও হয় দুর্গে। আবার গৌড়ের সুলতান উজবাগ তুগরিল খান ১২৫৭ সালে রাজা সন্ধ্যাকে আক্রমণ করলে তিনিও চিলাপাতার ওই গড়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বেশ কয়েকজন রাজা ওই দুর্গে থাকলেও সংগলদীপের নামেই গড়ের নাম নলরাজার গড় হয় বলেও মনে করেন শৈলেন। তাঁর কথায়, 'সংগলের অপভ্রংশ নল হতে পারে।'

ডুয়ার্সকন্যার সেই বৈঠকে ছিলেন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ আনন্দগোপাল ঘোষ। তিনি আবার মনে করেন নরনারায়ণের 'নর' থেকে অপভ্রংশ হয়ে নলরাজা কথাটা এসেছে। তিনি বলেন, 'ওই গড়ের ইতিহাস পুরোনো। অনেক রাজার দখলে ওই দুর্গ ছিল এটা ঠিক। তবে নরনারায়ণের সময় দুর্গের সংস্কার হয়। ওই সময় আরও বেশ কিছু কাজ হয়। সেজন্যই গড়ের নাম নরনারায়ণের নামে করা হয়েছে বলে সবার মত।'

অশান্ত ধুবড়ি, বিচ্ছিন্ন উত্তর-পূর্ব ভারত

বক্সিরহাট, ১১ সেপ্টেম্বর : আক্রাসুর ডাকা ধুবড়ি বনধে সড়কপথে কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ। রাজবংশী জনগোষ্ঠীকে তপশিলি উপজাতির আওতাভুক্ত করার দাবিতে অল কামতাপুর ছাত্র ইউনিয়নের ডাকা মিছিলে পুলিশের লাঠিচার্জের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার ধুবড়ি জেলাজুড়ে বনধ পালিত হয়। বনধের সমর্থনে এদিন সকাল থেকেই উত্তর-পূর্ব ভারত সংযোগকারী জাতীয় সড়কে দফায় দফায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান প্রতিবাদকারীরা। অশান্তির ব্যাপক প্রভাব পড়েছে অসম সীমানাঘেঁষা বক্সিরহাটেও। অসমে অশান্তির জেরে অসম-বাংলা সীমানার বক্সিরহাটে আটকে পড়ে শয়ে-শয়ে ভিনরাজ্যের লরি। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে অসম-বাংলা সীমানায় বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করেছে কোচবিহার জেলা পুলিশ।

তুফানগঞ্জ এসডিপিও কান্নেধারা মনোজ কুমার বলেন, 'অসমের পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে।'

রাজবংশী জনগোষ্ঠীকে তপশিলি উপজাতির আওতাভুক্ত করা ও পৃথক কামতাপুর রাজ্যের দাবিতে বুধবার সন্ধ্যায় ধুবড়ি জেলার অসম-বাংলা সীমানাঘেঁষা গোলকগঞ্জে মশাল মিছিলের ডাক দিয়েছিল অল কামতাপুর স্টুডেন্ট ইউনিয়ন (আক্রাসু)। সেইমতো মিছিলটি স্থানীয় চিলারায় মহাবিদ্যালয় থেকে শুরু হয়ে তা গোলকগঞ্জ বাজারে গিয়ে শেষ হওয়ার কথা ছিল। মাঝপথেই ব্যারিকেড করে সেই মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে মিছিল এগিয়ে যেতে চাইলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বেধে যায় আন্দোলনকারীদের। সেসময় আন্দোলনকারীদের ওপর লাঠিচার্জ করার অভিযোগ ওঠে গোলকগঞ্জ থানার পুলিশ ও সিআরপিএফের বিরুদ্ধে। আহতরা প্রত্যেকেই ধুবড়ি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

গালি ব্রিগেডে পুরুষতন্ত্রের জয়ধ্বনি

প্রথম পাতার পর

শিক্ষিত মহিলার। এমন নরম করে মোটেই প্রশ্ন করেন না তাঁরা। ছাপার অযোগ্য ভাষায় ট্রোল করতে অভ্যস্ত এঁরা। বাকস্বাধীনতার অপপ্রয়োগে এঁরা একশোয় একশো। ইদানীং শোবিজের সেলেবদের সোশ্যাল মিডিয়ায় আক্রমণ একেবারে নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা শ্রেণি তৈরিই আজ শুধু নামী সেলেবদের অকারণ আক্রমণের জন্য। উত্তমকুমার এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় একসঙ্গে যাঁকে সর্বকালের সেরা বাঙালি অভিনেত্রী বলেন, সেই সাবিত্রীকে যেভাবে এলি তেলি গঙ্গামালিরা আক্রমণ করেছেন, তা রীতিমতো অকল্পনীয়। আজও অভিনয়ে মারাত্মক সক্রিয় সাবিত্রী বা মাধবী। দুজনেই বাঙালির চিরন্তনী গর্ব, বয়স জয় করা প্রেরণার মুখ। অথচ বাংলায় তাঁদেরও শুনতে হচ্ছে অকথ্য গালাগাল। কেন তাঁরা আজও সক্রিয়?

এবং সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের, এই ট্রোলবাহিনীর অধিকাংশ মুখ মহিলা। সকালে হয়তো ক্লাবে নারী স্বাধীনতার পক্ষে সওয়াল করেছেন, মুণ্ডপাত করছেন পুরুষতন্ত্রের। বিকেলে ফেসবুকে সাবিত্রী থেকে স্বস্তিকা, দেবশ্রী থেকে শ্রাবন্তী সবাইকে অকাতরে গালাগাল দিয়ে চলেছেন। এঁদের বক্তব্যের পিছনে পুরুষতন্ত্রেরই জয়গান স্পষ্ট।

এঁদের আসলে অধিকারই নেই সাবিত্রীকে নিয়ে কোনও কথা বলার। কিন্তু ফেসবুক তো এখন কলতলার, টিভি চ্যানেলের সান্ধ্যকালীন বিতর্কের মতো। যে যা খুশি বলে যেতে পারেন। তাই এই মহান পরামর্শদাতারা ফেসবুকে যা খুশি তাই লিখে চলেছেন। কিছু না জেনেই। ভালো করে খোঁজ না নিয়ে। এ এক নতুন সামাজিক অসুখ।

মনোবিদ ও মনস্তত্ত্ববিদদের সঙ্গে কথা বলে গালিওয়ালিদের অবিশ্বাস্য কীর্তিকলাপের তিনটে কারণ উঠে আসে।

১) গালিব্রিগেডের অধিকাংশই বেকার গৃহবধূ বা তরুণী। যাঁরা চাকরি করেন, অনেক কাজ, তাঁদের এত সময় নেই সেলেবচর্চার। যাঁরা বাড়িতে বসে থাকেন, তাঁরাই নাম লেখান ট্রোলবাহিনীতে। ট্রোলিং শুরু হতাশা, অক্ষম ঈর্ষা এবং রাগ থেকে। আমি পারলাম না, অন্যরা পারছে কেন?

২) ফেসবুক এঁদের সমালোচনার ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছে। এঁরা জানেন, পুলিশ কিছু করবে না। সেলেবদের গালাগাল দিয়ে এক অন্যরকম তৃপ্তি। নিজেকে সেলেবদের সমান মনে হয়।

৩) অধিকাংশেরই ধারণা, সেলেবরা অযোগ্য হয়েও এত সাফল্য, স্বীকৃতি পেয়েছে। এটা তো আমিও পেতে পারতাম। ওরা সাফল্য পেয়েছে অন্যায় সিঁড়ি ব্যবহার করে।

দিন কয়েক আগে শিয়ালদা স্টেশনের সামনে অভিনেত্রী কাঞ্চনা মৈত্র একটি দৃশ্যের শুটিং করছিলেন। চরিত্রের দাবি অনুযায়ী গলার স্বর পালটে খারাপ ভাষা ব্যবহার করতে হচ্ছিল তাঁকে। আর যায় কোথায়! ফেসবুকের নতুন হার্মাদরা শুরু করে দিল গালাগাল। এই অভিনেত্রী ব্যক্তিগত জীবনেও সব সময় নাকি এরকমই করে থাকেন। পোস্টে দু-একজন মিনমিনে গলায় বলার চেষ্টা করেছিল, আরে, এটা তো একটা সিরিয়াল বা সিনেমার শুটিংয়ের অংশ। কে এত শুনতে যাবে, পড়তে যাবে? অন্যের কথা এখন কেউ শোনে না, নিজের কথা বলতে চায়! এই ঘটনা বাস্তবে ঘটেছে, ধরে নিয়ে অভিনেত্রীকে অকথ্য গালিগালাজ চলল বহুদিন।

হায় বাকস্বাধীনতা! এক তরুণী অভিনেত্রীকে তো টানা বলে যাওয়া হয়েছে, তাঁর গায়ের রং এত কালো কেন। অবসাদে বিধ্বস্ত তরুণী বছর দুই চলে গিয়েছিলেন আড়ালে। যদি অবসাদে আত্মহননের পথে যেতেন তিনি, দায়িত্ব নিত কে? এই গালিওয়ালিরা?

মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল, তৃণমূল-বিজেপি-সিপিএম-কংগ্রেসের সমর্থক বাহিনীর মধ্যে এই ধরনের গালিগালাজ চালাচালি, ট্রোল হয় অনেকদিন। সেই অকথ্য ভাষা বিনিময়ে অন্তত মহিলাদের প্রবেশ ছিল না কার্যত। এখন টালিগঞ্জের অতি ছোট্ট দুনিয়া নিয়ে মহিলাদের ভাষার ব্যবহার শুনলে অবাক হতে হয়।

এঁরা মন দিয়ে প্রতিদিন সিরিয়াল দেখবেনও এবং অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিয়ে চলে যাবেন কলাকুশলীদের। কিছু পুরুষ তা দেখে উৎসাহিত, তাঁরাও বাড়তি আগ্রহ নিয়ে যোগ দেন সেখানে। মহিলারাই এঁদের টার্গেট, মহিলা মুখ্যমন্ত্রীও বিশ্রী গালাগালের হাত থেকে পার পাবেন না। মুখ্যমন্ত্রীর নীতি নিয়ে অবশ্যই প্রশ্ন তোলা যেতে পারে, কিন্তু এই নারীরা এমন কদর্য ভাষা প্রয়োগ করেন, তা কল্পনার বাইরে।

ভাবতে পারেন, গালাগাল দেওয়ার জন্য তৈরি হয়েছে অনেক প্রোফাইল। যত গালাগাল, তত রিচ, আর ভিউ। বাঙালি নাকি এসব গালাগাল শুনতে আজকাল ভালোবাসছে ফেসবুকে। সাবিত্রীর মতো মহান অভিনেত্রীদের গালাগাল দেওয়ার সময় এঁদের আর বাড়ির ঠাকুমা, দিদিমার মুখ ভেসে আসে না। ভাবেন না, মমতাশংকর নিজে কথা বলছেন না আগ বাড়িয়ে। তাঁর মতামত জানতে চাওয়া হচ্ছে বলে মুখ খুলেছেন। দেবশ্রী নিজে নাচতে যাননি। তাঁর নাচের মূল্য এখনও আছে বলে তাঁকে টিভি চ্যানেল ডেকেছে। স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় তাঁর কিংবদন্তি বাবা সন্তু মুখোপাধ্যায়ের ছবিতে মালা দিয়েছিলেন। তাতেও এঁদের গালাগাল ফুরোবে না, নানা প্রশ্ন।

বাংলায় রাজনীতিকদের ভাষা অত্যন্ত খারাপ হয়ে যাচ্ছে বলে আমরাই হাহুতাশ করে থাকি। সেলেবদের যেভাবে প্রচুর মানুষ মেঠো ও গ্রামীণ ভাষায় আক্রমণ করছেন বাংলায়, তা দেখার পর কোনও রাজনীতিককেই আর দোষারোপ করা উচিত নয়। নেতারা তো সমাজেরই অঙ্গ। এবং সমাজের একটা বড় অংশ, বিশেষ করে তথাকথিত শিক্ষিত মহিলারা যদি এভাবে প্রকাশ্যে গালাগাল দিয়ে যান, তার প্রভাব নেতা-শিক্ষক-আইনজীবী-সরকারি কর্মী সবার উপরেই পড়বে। এবং সেটাই পড়ছে। পরের প্রজন্মের উত্তরসূরিরাও মা-বাবাকে দেখে একই কাজে নামছে অতি দ্রুত।

আমি স্টারডম পাইনি, কিন্তু তোমরা কেন পাবে? এই ঈর্ষা থেকেই এসব গালাগাল। এঁরাই আবার নেতাদের মুখে গালাগাল শুনে প্রশ্ন করবেন, এসব কী হচ্ছে? বাংলাটা রসাতলে গেল!

ওদিকে, মুখ্যমন্ত্রী থেকে বিরোধী সব দলের নেতাদের ছাপার অযোগ্য ভাষায় জ্ঞান দিয়ে যাবেন এঁরাই! কোনওদিন জ্ঞান দেবেন, কোনওদিন শুধু অযৌক্তিক গালাগাল। যুক্তিপূর্ণ ভদ্রভাষার সমালোচনা অবশ্যই দরকার। এঁরা তো নাম লেখান খেউরের দলে। ফেসবুকের এই গালিওয়ালা, গালিওয়ালিদের মুখে কোনওদিন যুক্তি শুনবেন না। গালাগালেই তাঁদের মোক্ষলাভ।

তাহলে আর নেতাদের মুখে আমরা শুধুই সাধু ভাষা শুনতে চাইছি কেন? নেতাদেরও তো আরও বেশি করে রিচ চাই, ভিউ চাই! তাঁরা উচ্চকিত ভাষণে ছাপার অযোগ্য কথা বললে উত্তেজিত হবেন না আর। এসব আমাদের বাঙালিদের সবারই প্রাপ্য।

বন্দি জীবন

প্রথম পাতার পর

কিছুটা দূর যেতেই ম্যানেজার ছুটে এসে তাঁদের হোটেলে ফিরিয়ে আনেন। কারণ যে বাসস্ট্যান্ড থেকে তাঁদের বাস ধরার কথা ছিল সেখানে ততক্ষণে আন্দোলনকারীরা আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন। আন্দোলন শুরু হওয়ার পর তো ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ ছিল। কাগজে অগ্নিগর্ভ নেপালের খবর পড়ছেন, কিন্তু ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন না। তাতে আরও ভয় পেয়ে যান বাড়ির লোকজন। বলছিলেন মণিহারের বাবা প্রসেনজিৎ তালুকদার। এখন অবশ্য সেই সমস্যা মিটেছে। ময়ূখের বাড়ি জলপাইগুড়ি শহরের গোমস্তপাড়ায়। বাবা মিহির ভট্টাচার্য কৃষি দপ্তরের কর্মী ছিলেন। ছেলের সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলতে পেরে উৎকণ্ঠা কমলেও মিহির এখনও উদ্বেগমুক্ত হননি। ময়ূখ জানালেন, নেপাল থেকে বিমান পরিষেবা চালু হলেও সরাসরি বাগডোগরা যাচ্ছে না। হয় দিল্লি বা মুম্বই বা কলকাতায় নামতে হবে। তার উপর বিমানের ভাড়া এতটাই বেশি যে টিকিট কাটাই দুষ্কর। প্রাইভেট বিমান বা হেলিকপ্টার সার্ভিস চালু হয়েছে। তাতে করে কাঁকরভিটা পর্যন্ত যাওয়া যাবে। কিন্তু সেখানেও টিকিটের চড়া দাম। এখন ময়ূখরা যে হোটেলে রয়েছেন, তার চারপাশ সেনাবাহিনী ঘিরে রেখেছে। মণিহারদের সঙ্গে স্থানীয় পুলিশ ফোনে যোগাযোগ করেছে। আশ্বস্ত করেছে। তাঁরা নেপালের ভারতীয় দূতাবাসেও যোগাযোগ করেছেন। এরইমধ্যে মণিহারা আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। নেপালে তো কার্ফিউ, ওষুধ কিনতেও পারছেন না। বাড়ি ফিরতে এখন প্রশাসনই ভরসা তাঁদের।

দৌড়ে কুলমান

প্রথম পাতার পর

সেনার এক মুখপাত্র বলেন, 'আমরা বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করছি। দেশের বর্তমান অচলাবস্থা কীভাবে কাটানো সম্ভব এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কীভাবে উন্নতি করা সম্ভব তা নিয়েই আলোচনা চলছে।' তবে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কির ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র দাবি করেছে, প্রেসিডেন্ট বা জেন জেড প্রতিবাদী, কারও তরফেই তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এর আগে হাজার হাজার জেন জেড আন্দোলনকারী কার্কির পক্ষেই মত দিয়েছিলেন। যদিও জেন জেড-এর অপর গোষ্ঠীর তরফে অভিযোগ করা হয়েছিল, নেপালের সংবিধান অনুযায়ী, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন না। অন্যদিকে, যাঁর নাম সবার আগে ভাবা হয়েছিল সেই কাঠমান্ডুর মেয়র বলেন্দ্র শাহ আগেই অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন। আন্দোলনকারীরা এক বিবৃতিতে বলেন, 'যেহেতু বলেন্দ্র শাহ আগ্রহ দেখাননি, ধরন পুরসভার প্রাক্তন মেয়র হর্ক সাম্পাংয়ের নেতৃত্বদানের সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ এবং সুশীলা কার্কি অযোগ্য এবং সত্তরোর্ধ্ব তাই ইঞ্জিনিয়ার কুলমান ঘিসিংয়ের মতো দেশপ্রেমিক যাঁকে সকলেই ভালোবাসেন, তাঁর হাতেই অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানের দায়িত্ব তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।'

সূত্রের খবর, প্রতিবাদীদের একাংশ সুশীলা কার্কিকে পছন্দ করছেন না তার অন্যতম কারণ, ২০১৭ সালের এপ্রিলে তাঁর বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব এসেছিল। তাঁর বিরুদ্ধে নিরপেক্ষতার অভাবের অভিযোগও রয়েছে। সেইসঙ্গে ভারতের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাবের বিষয়টিও জেন জেড-এর একাংশের আপত্তির অন্যতম কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।

নেপালের দীর্ঘদিনের লোডশেডিংয়ের সমস্যার সমাধানে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন ৫৪ বছর বয়সি ঘিসিং। ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরের রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজির ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রাক্তন ছাত্র ঘিসিং স্কলারশিপ নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। নেপালে একসময় দিনে ১৮ ঘণ্টা পর্যন্ত লোডশেডিং হত। সেই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এসেছিলেন ঘিসিং। তবে আন্দোলনকারীদের অপর অংশ এখনও সুশীলা কার্কিকেই যোগ্য প্রার্থী বলে মনে করছেন। নেপালের চলতি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মুখ 'উই নেপালি' নামে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সভাপতি সুদান গুরুং সাফ বলেছেন, 'আমরা প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কির নেতৃত্ব মানতে প্রস্তুত। মন্ত্রীসভা গঠনে আমাদের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন থাকা উচিত। কীভাবে তারা কাজ করে, সেদিকে নজর রাখবে জেন জেড।'

নেপালে ইতিমধ্যে মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৩৪। এক হাজারেরও বেশি আহত হয়েছেন। এদিকে, হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসের বৃহত্তম দল নেপালি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক গগন থাপা এবং বিশ্বপ্রকাশ শর্মা এক যৌথ বিবৃতিতে জানিয়েছেন, তাঁরা জেন জেড-এর সঙ্গে সহযোগিতা করতে তৈরি। তবে যে সিদ্ধান্তই নেওয়া হোক সেটা যেন সংবিধান ও আইনি প্রক্রিয়া মেনে করা হয়।

পরের ম্যাচে সুযোগ পাবে? প্রশ্ন মঞ্জরেকারের

সাফল্যের খিদে, প্রাক্তন 'ছাত্র' কুলদীপের স্পিনে মুগ্ধ আক্রাম

চলতি এশিয়া কাপে কুলদীপ যাদবের স্পিন বোলিংকে এক্স ফ্যাক্টর ধরছেন বিশেষজ্ঞরা।

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : রবিচন্দ্রন অশ্বীনের অবসরের পর মনে হয়েছিল ভাগ্যের চাকা ঘুরতে চলেছে। যদিও কেরিয়ার সেই তিমিরেই। টেস্ট হোক বা সংক্ষিপ্ত ফর্ম্যাট- গৌতম গম্ভীর জমানাতেও অনিয়মিত কুলদীপ যাদব। ওয়াশিংটন সুন্দর, বরুণ চক্রবর্তীরা অগ্রাধিকারের তালিকায়। গতকাল প্রত্যাবর্তনের সুযোগে যেন সেই বঞ্চনার জবাব দিলেন ভারতীয় দলের চায়নাম্যান বোলার।

কুলদীপের সাফল্যের যে বোলিং দেখে রীতিমতো মুগ্ধ প্রাক্তন 'গুরু' ওয়াসিম আক্রাম। আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের দায়িত্বে থাকাকালীন ছাত্র হিসেবে কুলদীপকে পেয়েছিলেন। গতকাল সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে কুলদীপের (৭ রানে ৪ উইকেট) সাফল্য নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সেই আবেগটাই বেরিয়ে আসছিল। কমেন্ট্রি টিমের অন্যতম সদস্য পাকিস্তানের প্রাক্তন সুইং কিং প্রশংসায় ভরিয়ে দেন।

আক্রাম বলেছেন, 'লেগস্পিন, গুগলি, ফ্লিপার! দুরন্ত মিশেল। আমিও এখানে বসে ওকে ঠিকমতো পড়তে পারছিলাম না। এমনকি রিপ্লেতেও বুঝতে সমস্যা হচ্ছিল। কার্যত অপ্রতিরোধ্য। দুরন্ত বোলিং।' কুলদীপের প্রশংসা করতে গিয়ে কেকেআরের সময়ের স্মৃতিতেও ভাসলেন আক্রাম। পাক কিংবদন্তি বলেছেন, 'মনে পড়ছে কুলদীপের কলকাতা নাইট রাইডার্সে যোগ দেওয়ার কথা। তখন অল্প বয়স। ও এবং মহম্মদ সামি সবসময় আমার সঙ্গে থাকত। ব্রেকফাস্ট থেকে লাঞ্চ, ডিনার, ম্যাচের সময়। যখন খেলা থাকত না, তখনও আমার সঙ্গে বসে থাকত! শেখার তাগিদ। ওদের মধ্যে শেখার অসম্ভব খিদে ছিল। বিশেষত কুলদীপের।'

কুলদীপের কথা বলতে গিয়ে মহম্মদ সামিকে নিয়ে অজানা গল্প শোনালেন আক্রাম। বলেছেন, 'একবার তো আমাকে ছাড়তে গাড়ি করে বিমানবন্দরেও গিয়েছিল। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেন আসছ আমার সঙ্গে? উত্তরে সামি বলে, ওয়াসিম ভাই, আপনার থেকে শিখতে চাই। শুনতে চাই আপনার কথা। তাই এসেছি। সাফল্যের এই খিদেটাই আজ ওদের এই উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। পুরো কৃতিত্বটাই প্রাপ্য কুলদীপ-সামিদের। দেশের হয়ে যা অর্জন করেছে, ওদের জন্য আমি গর্বিত।'

কুলদীপকে নিয়ে আবার ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে ঘুরিয়ে খোঁচা দিয়েছেন সঞ্জয় মঞ্জরেকার। প্রাক্তন টেস্ট ব্যাটারের দাবি, ৭ রানে ৪ উইকেট নিলেও পরের ম্যাচে কুলদীপ খেলবে, আদৌ তার নিশ্চয়তা আছে কি? এশিয়া কাপের কমেন্ট্রি টিমের অন্যতম সদস্য মঞ্জরেকার তাঁর সমাজমাধ্যমে গম্ভীরদের উদ্দেশ্য করে যে প্রশ্নটা তুলে দিয়েছেন। ১৪ তারিখ পাকিস্তান মহারণ। স্পিন বিভাগে পরিবর্তন হলে কুলদীপের ওপর কোপ পড়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। মজার কথা, গত ইংল্যান্ড সফরে পাঁচ টেস্টের একটিতেও কুলদীপকে সুযোগ না দেওয়ায় সমালোচনার মুখে পড়েন গম্ভীর। প্রাক্তনদের অনেকে কটাক্ষের সুরে বলেছিলেন, বল ছেড়ে এবার ব্যাটিংয়ে মন দিক কুলদীপ।

গম্ভীর-মরকেলের কাছে কৃতজ্ঞ শিবম

পাক ম্যাচের পরিকল্পনা শুরু

দুবাই, ১১ সেপ্টেম্বর : তিনিও হতে পারতেন ম্যাচের সেরা। কিন্তু হননি।

তার জন্য শিবম দুবের কোনও হতাশা নেই। বরং তিনি নিজের প্রতিভার প্রতি সুবিচার করতে পেরে গর্বিত। আর সেই গর্ব তিনি ভাগ করে নিতে চান ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর ও বোলিং কোচ মরনি মরকেলের সঙ্গে। কারণ, গম্ভীর-মরকেলের জন্যই বোলার শিবমকে ফিরে পেয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট।

তিনি অলরাউন্ডার। কিন্তু শেষ কয়েক বছর আইপিএলের আসরই হোক বা অন্য কোনও প্রতিযোগিতা, বল হাতে শিবমকে দেখাই যেত না। শেষ কয়েক মাসে ছবিটা বদলাচ্ছিল। ভারতীয় দল ইংল্যান্ড সিরিজ শেষে দেশে ফেরার পর বোলিং কোচ মরকেল ও প্রধান কোচ গম্ভীর শিবমকে নিয়ে আলাদাভাবে ক্লাস করেছিলেন। যেখানে তাঁকে বল করতে বলা হয়েছিল। নির্দিষ্ট লাইনে টানা বোলিং করে গিয়েছিলেন শিবম। গতরাতে টিম ইন্ডিয়ার এশিয়া কাপ অভিযানের প্রথম ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে তার ফলও পেয়েছেন তিনি। নিয়েছেন তিন উইকেট। চার উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছেন রিস্ট স্পিনার কুলদীপ যাদব। সতীর্থ কুলদীপকেও তাঁর সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন শিবম।

অনায়াস জয় দিয়ে এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করেছে সূর্যকুমার যাদবের টিম ইন্ডিয়া।

বোলিং কোচ মরনি মরকেলের থেকে সেরা ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের মেডেল গলায় পড়লেন সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ম্যাচে ৩ উইকেট নেওয়া শিবম দুবে।

সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে উড়িয়ে দিয়েছে প্রথম ম্যাচেই। গতরাতের সাফল্যের পর আজ পুরো দিনটাই বিশ্রামে ছিলেন সূর্য, শুভমান গিল, হার্দিক পান্ডিয়ারা। তার মাঝেই রবিবারের পাকিস্তান ম্যাচের পরিকল্পনাও শুরু হয়ে গিয়েছে ভারতীয় শিবিরে। হারিয়ে যাওয়া অলরাউন্ডার তকমা নতুনভাবে ফিরে পাওয়ার পর সাংবাদিক সম্মেলনে শিবম বলেছেন, 'আমিরশাহি ম্যাচ এখন ইতিহাস। সামনে পাকিস্তান ম্যাচ। সেই ম্যাচ নিয়ে আমাদের ভাবনা, পরিকল্পনা শুরু হয়ে যাবে দ্রুত। কোচ গোতিভাই আমাদের যেমন পরামর্শ দেবেন, সেভাবেই আমরা মাঠে নিজেদের উজাড় করে দেব।' আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে খেলেন শিবম। সেখানে ব্যাটার হিসেবে অনেক ম্যাচে দলকে ভরসা দিলেও বল করার সুযোগ খুব একটা পান না তিনি। ইমপ্যাক্ট ক্রিকেটার হিসেবে অন্য কাউকে জায়গা দেওয়ার জন্যই বল করার সুযোগ শিবম পান না।

যদিও গতরাতে এশিয়া কাপের আসরে শিবম প্রমাণ করেছেন, বল হাতে দলকে ভরসা দিতে তিনি তৈরি। তাঁর কথায়, 'ইংল্যান্ড সিরিজ শেষের পর থেকেই মরকেল আমার পিছনে পড়ে রয়েছে। গোতিভাইয়ের পরামর্শ মেনে আমায় দিয়ে টানা বোলিং করানো হয়েছে। আর বোলিংয়ের সেই ক্লাসে পেয়েছি প্রচুর পরামর্শও। শেষ কয়েক মাসের পরিশ্রমের ফল পাচ্ছি এখন।' টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে শিবম ছাড়াও অলরাউন্ডার হিসেবে রয়েছেন হার্দিক পান্ডিয়াও। হার্দিকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও দারুণ। সেই

> ইংল্যান্ড সিরিজ শেষের পর থেকেই মরকেল আমার পিছনে পড়ে রয়েছে। গোতিভাইয়ের পরামর্শ মেনে আমায় দিয়ে টানা বোলিং করানো হয়েছে। আর বোলিংয়ের সেই ক্লাসে পেয়েছি প্রচুর পরামর্শও। শেষ কয়েক মাসের পরিশ্রমের ফল পাচ্ছি এখন।
>
> **শিবম দুবে**

প্রসঙ্গ টেনে শিবম বলেছেন, 'হার্দিক আমার ভাইয়ের মতো। ও আমার চেয়ে বেশি আইপিএল ও আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছে। তাই সবসময় আমি ওর সঙ্গে কথা বলে নতুন কিছু শেখার চেষ্টা করি। উপভোগ করি ওর সঙ্গে ম্যাচ খেলাও।'

এদিকে, আজ ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়ক ও টি২০-র সহ অধিনায়ক শুভমানের জীবনের অজানা ঘটনা সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে, শুভমানের ব্যাটার হিসেবে উন্নতির পিছনে রয়েছেন এক ফলের রস বিক্রেতা। যিনি মোহালির পিসিএ স্টেডিয়ামের বাইরে দোকানদারি করতেন। শুভমানকে একসময় প্রচুর থ্রোডাউন দিয়েছেন তিনি।

পূজা রানি

জেসমিন লাম্বোরিয়া

বক্সিংয়ে দুই পদক নিশ্চিত ভারতের

লিভারপুল, ১১ সেপ্টেম্বর : বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে আরও দুই পদক নিশ্চিত করল ভারত। মহিলাদের ৮০ কেজি বিভাগে সেমিফাইনালে উঠেছেন দুইবারের এশিয়া চ্যাম্পিয়ন পূজা রানি। একইসঙ্গে মহিলাদের ৫৭ কেজি বিভাগের শেষ চার নিশ্চিত করেছেন জেসমিন লাম্বোরিয়া। বৃহস্পতিবার পূজা কঠিন লড়াইয়ের পর ৩-২ ব্যবধানে জয় পেয়েছেন পোল্যান্ডের ইমিলিয়া কোতেরস্কার বিপক্ষে। জেসমিন অবশ্য ৫-০ ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়েছেন উজবেক বক্সার মামাজোনোভা খুমোরবোনুকে।

সদ্য প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশ্ব বক্সিং আয়োজিত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম সংস্করণে ভারত ২০ সদস্যের দল পাঠিয়েছিল। বুধবার নূপুর সোরেন মহিলাদের ৮০ উর্ধ্ব বিভাগে সেমিফাইনালে পৌঁছে ভারতের প্রথম পদক নিশ্চিত করেছিলেন। এছাড়াও মহিলাদের ৪৮ কেজি বিভাগে মীনাক্ষী এবং পুরুষদের ৫০ কেজি বিভাগে জাদুমণি সিং মনদেঙ্গবাম কোয়ার্টার্র ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছেন। শুক্রবার জিততে পারলেই আরও দুটি পদক আসবে ভারতের ঝুলিতে।

হ্যাম্পশায়ারে খেলবেন ওয়াশিংটন

লন্ডন, ১১ সেপ্টেম্বর : হ্যাম্পশায়ারের হয়ে কাউন্টি ক্রিকেট খেলবেন ওয়াশিংটন সুন্দর। ইংল্যান্ডের কাউন্টি ক্লাবের পক্ষ থেকে আজ এই ঘোষণা হয়েছে। মাস খানেক আগে টিম ইন্ডিয়ার বিলেত সফরের সময় ব্যাটে-বলে নিজের দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছিলেন ভারতীয় অলরাউন্ডার। সেই সাফল্যের পুরষ্কার পেলেন তিনি। হ্যাম্পশায়ারের তরফেও ওয়াশিংটনকে তাদের দলে স্বাগত জানানো হয়েছে। বিলেতের কাউন্টি ক্রিকেটে সম্প্রতি সময়টা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না হ্যাম্পশায়ারের। ওয়াশিংটনের যোগদানের পর হ্যাম্পশায়ারের ভাগ্য বদল হয় কিনা, সেটাই দেখার।

পাকিস্তান ম্যাচে মন দিক সূর্যরা : কপিল

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : খেলা বহির্ভূত কোনও বিষয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। ক্রিকেটেই ফোকাস থাকুক। ভারত-পাকিস্তান রবিবাসরীয় মহারণ নিয়ে এমনই পরামর্শ বিশ্বজয়ী ভারত অধিনায়ক কপিল দেবের। প্রাক্তনের মতে, ম্যাচ নিয়ে সবুজসংকেত দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। প্লেয়াররা মাঠে নেমে এবার নিজেদের দায়িত্ব ঠিকঠাকভাবে পালন করুক। এশিয়া কাপের সূচি প্রকাশের পর পহলগাম জঙ্গিহানা, অপারেশন সিঁদুর পরবর্তী পরিস্থিতিতে ম্যাচ ঘিরে নানা বিতর্ক। যদিও কপিল চান, সব বিতর্ক ভুলে খেলাতেই মন দিক সূর্যকুমার যাদবরা।

পাকিস্তান ম্যাচে সূর্যকুমার যাদব ও শুভমান গিলের ব্যাটিং নির্ণায়ক হতে পারে।

সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে উড়িয়ে দিয়ে এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করেছে ভারত। রবিবার অবশ্য আসল পরীক্ষা। যে ম্যাচের আগে ভারতীয় ক্রিকেটারদের উদ্দেশে কপিল এদিন বলেছেন, 'মাঠে নামো এবং জেতো। যাদের কাজ খেলা, তাদের উচিত শুধুমাত্র খেলাতেই মনঃসংযোগ করা। আর কোনও কিছু নিয়ে ভাবার প্রয়োজন নেই। ম্যাচ ঘিরে বাইরে যে বিতর্ক চলছে, সেটাকে বড় ইস্যু বানানোর দরকার নেই। সরকার যা করার করে দিয়েছে। রবিবার প্লেয়াররা তাদের কাজ করুক।'

বুধবার রাতে দুবাইয়ে ৫৭ রানে প্রতিপক্ষকে গুটিয়ে দেওয়ার পর ২৭ বলে আমিরশাহি-বধ সেরে নেয় টিম ইন্ডিয়া। ব্যাটে-বলে ভারতীয় দলের যে নিখুঁত ক্রিকেটে উচ্ছ্বসিত প্রাক্তন অধিনায়কও। কপিল বলেছেন, 'এই ভারতীয় দল যথেষ্ট ভালো। প্রথম ম্যাচে দুর্দান্ত জয় তুলে নিয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, ট্রফি নিয়েই দেশে ফিরবে ওরা।'

মামলা খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

এদিকে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ঘিরে স্বস্তির খবর। রবিবারের ম্যাচ বন্ধের আর্জি জানিয়ে করা জনস্বার্থ মামলা খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। গতকাল ম্যাচের যৌক্তিকতা নিয়ে জনস্বার্থ মামলা করা হয়েছিল। আবেদনকারীর যুক্তি ছিল, পহলগামে নারকীয় ঘটনার পর পাকিস্তানের সঙ্গে খেলা উচিত নয় ভারতের। যদিও সর্বোচ্চ আদালত সেই দাবি উড়িয়ে দিয়েছে। বিচারপতি জেকে মাহেশ্বরী এবং বিজয় বিষ্ণোই এদিন পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন, সূচি মেনেই ম্যাচ হোক। সর্বোচ্চ আদালত হস্তক্ষেপ করবে না।

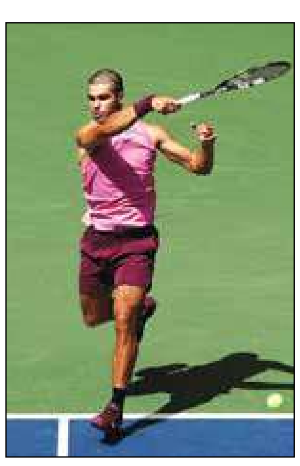

আলকারাজ ও মার্কিন মডেল ব্রুকস নাদেরের প্রেম এখন চর্চায়।

নতুন প্রেমে আলকারাজ

নিউ ইয়র্ক, ১১ সেপ্টেম্বর : সদ্য ইউএস ওপেন জিতে উঠে এসেছেন টেনিসের এটিপি র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষস্থানে। এবার ব্যক্তিগত জীবনের কারণে শিরোনামে কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। শোনা যাচ্ছে ২২ বছরের স্প্যানিশ তারকা ডেট করছেন মার্কিন মডেল ব্রুকস নাদেরকে। ব্রুকসের বোন গ্রেস অ্যান নাদের নিশ্চিত করেছেন দুইজনের সম্পর্কের কথা।

গ্রেস বলেছেন, 'গুজবটা সত্যি। তবে ডেটিং কথাটা আলগা অসংযত হয়ে যাবে।' আলকারাজের প্রশংসার গ্রেস আরও যোগ করেছেন, 'আমি জানি এই মুহূর্তে জনপ্রিয়তায় ওই শীর্ষে।'

ইউএস ওপেন আলকারাজ বনাম আর্থার রিন্ডার্কনেচ ম্যাচ চলাকালীন ব্রুকস এবং তাঁর বোনদের গ্যালারিতে দেখা গিয়েছিল। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, তাঁরা ফাইনালে জানিক সিনার-আলকারাজ দ্বৈরথেও উপস্থিত ছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকাকে জেতাল বৃষ্টি

কার্ডিফ, ১১ সেপ্টেম্বর : ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের প্রথম টি২০ ম্যাচে বৃষ্টির থাবা। শেষ পর্যন্ত যদিও সেই বৃষ্টিই জিতিয়ে দিল প্রোটিয়াদের।

কার্ডিফে ম্যাচ শুরু হয় নির্ধারিত সময়ের প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর। ততক্ষণে ওভার সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৯। টসে জিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ব্যাট করতে পাঠায় ইংল্যান্ড। ৭.৫ ওভারে দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রহ তখন ৫ উইকেটে ৯৭। ফের বাদ সাধে বৃষ্টি। দক্ষিণ আফ্রিকা এরপর আর ব্যাটিংয়ে নামতে পারেনি।

সেই বৃষ্টির কারণেই ইংল্যান্ডের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় নতুন করে। জিততে হলে ৫ ওভারে তাদের করতে হত ৬৯ রান। তবে হ্যারি ব্রুকের দল তা পারেনি। ৫ ওভারে ৫ উইকেটে ৫৪ রানে শেষ হয় তাঁদের ইনিংস। ডাকওয়ার্থ-লুইস-স্টার্ন নিয়মে ১৪ রানে জিতে তিন ম্যাচের সিরিজে এগিয়ে গেল আইডেন মার্করামের দক্ষিণ আফ্রিকা।

'অচেনা' ওমানের বিরুদ্ধে আজ নামছেন শাহিনরা

দুবাই, ১১ সেপ্টেম্বর : অদ্ভুত মিল। আবার অমিলও!

গতকাল টিম ইন্ডিয়া এশিয়া কাপে প্রবল দাপট দেখিয়ে বড় জয় দিয়ে অভিযান শুরু করেছে। কাল এশিয়া কাপ অভিযানে নামছে পাকিস্তান।

ভারতের প্রতিপক্ষ ছিল সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। যে দলে ভারত-পাকিস্তান বংশোদ্ভূত বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার ছিলেন। আগামীকাল পাকিস্তানের 'অচেনা' প্রতিপক্ষ ওমান দলেও রয়েছে এমন ছবি। ওমানের অধিনায়ক জতিন্দার সিং ভারতীয় বংশোদ্ভূত। তাই সমাজমাধ্যমে বলা হচ্ছে, রবিবারের মহারণের আগেই আগামীকাল ভারতের সামনে পাকিস্তান।

বাবর আজম নেই। মহম্মদ রিজওয়ানও নেই। অধিনায়ক সলমন আলি আঘার নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান দল তারুণ্যে ভরা। যারা দুবাইয়ে দিন কয়েক আগে ত্রিদেশীয় প্রতিযোগিতা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আফগানিস্তানকে হারিয়ে। জোরে বোলার শাহিন শা আফ্রিদি ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছে সেই ত্রিদেশীয় প্রতিযোগিতার আসরেই। শাহিনের ছন্দ ভরসা দিচ্ছে পাকিস্তানকে। সঙ্গে রয়েছে 'অচেনা' ওমানকে নিয়ে সতর্কতাও। ইতিহাস ও পরিসংখ্যান বলছে, অতীতে কখনও ওমানের বিরুদ্ধে খেলেনি পাকিস্তান। ফলে এশিয়া কাপের মতো প্রতিযোগিতার আসরে অভিযান শুরুর লগ্নে বেশ সতর্ক সলমনরা।

> **এশিয়া কাপে আজ**
>
> **ওমান বনাম পাকিস্তান**
>
> **সময় :** রাত ৮টা, **স্থান : দুবাই**
> **সম্প্রচার :** সোনি টেন নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

ওমান অধিনায়ক জতিন্দার জানিয়েছেন, তাঁদের কিছু হারানোর নেই। বরং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাঁরা সেরাটা দিয়ে দেখিয়ে দিতে চান, ওমানও ক্রিকেট খেলতে জানে। বাস্তবে এমন ভাবনা কতটা কার্যকরী হবে, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে ওমানের বিরুদ্ধে ম্যাচকে রবিবারের ভারত-পাক মহারণের চূড়ান্ত প্রস্তুতি হিসেবে দেখছে পাকিস্তান টিম ম্যানেজমেন্ট। এদিকে, ঘাড়ের চোটে কাবু পাক অধিনায়ক সলমন। তিনি আজ অনুশীলনেও ছিলেন না। পাক দলের একটি সূত্র জানিয়েছে, অধিনায়ক সলমনের চোট গুরুতর নয়।

সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে বুধবার কুলদীপ যাদব, বরুণ চক্রবর্তীরা বল হাতে ভেলকি দেখিয়েছেন। পাকিস্তানের কোচ মাইক হেসনও স্পিন-জুজু দেখিয়ে রাখলেন প্রতিপক্ষকে শিবিরকে। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে হেসন বলেছেন, 'স্কোয়াডে রিস্ট স্পিনার থাকলে পিচ খুব একটা চিন্তার বিষয় হয় না। আমাদের স্কোয়াডে পাঁচজন বিশেষজ্ঞ স্পিনার রয়েছে। আলাদা করে মহম্মদ নওয়াজের নাম বলব। আমার মতে, নওয়াজ বর্তমানে বিশ্বের সেরা স্পিনার। জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন পর থেকে গত ছয় মাসে ও দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছে। সলমনও পার্টটাইম স্পিন খারাপ করে না। ফলে আমাদের হাতে বিকল্পের অভাব নেই।'

সাংবাদিক সম্মেলনে পাকিস্তানের কোচ মাইক হেসন।

মন্থর স্ট্রাইক রেটের জন্য এশিয়া কাপে পাকিস্তানের স্কোয়াডে বাবর ও রিজওয়ানের জায়গা হয়নি। যা নিয়ে হেসন বলেছেন, 'আমি কারোর দুর্বলতা নিয়ে এখানে কথা বলতে আসিনি। কিন্তু বর্তমানে যেভাবে টি২০ ক্রিকেট খেলা হয় তাতে স্ট্রাইক রেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যা অস্বীকার করার জায়গা নেই।'

সরাসরি না বললেও ঘুরিয়ে বাবর-রিজওয়ানের মন্থর ব্যাটিংকে কার্যত কাঠগড়ায় তুলেছেন হেসন। এখন বাবর-রিজওয়ানকে ছাড়া এশিয়া কাপে পাকিস্তান কেমন পারফর্ম করে, সেটাই দেখার।

৫ উইকেট নেওয়ার বল হাতে মধ্যাঞ্চলের সারাংশ জৈন।

সারাংশদের স্পিনে চাপে দক্ষিণাঞ্চল

বেঙ্গালুরু, ১১ সেপ্টেম্বর : দলীপ ট্রফির ফাইনালে প্রথম দিনেই চাপে দক্ষিণাঞ্চল। সৌজন্যে মধ্যাঞ্চলের সারাংশ জৈন-কুমার কার্তিকেয় সিংয়ের স্পিনের জাদু।

বৃহস্পতিবার টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন মধ্যাঞ্চলের অধিনায়ক রজত পতিদার। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে দক্ষিণাঞ্চল। সারাংশ ও কার্তিকেয়র স্পিনের সামনে ১৪৯ রানের বেশি তারা তুলতে পারেনি। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৩১ রান করেন ওপেনার তন্ময় আগরওয়াল। সারাংশ ৪৯ রান দিয়ে ৫ উইকেট নেন। ৫৩ রান দিয়ে ৪ উইকেট দখল করেন কার্তিকেয়। দীপক চাহার ৬ ওভারে ১১ দিয়েও কোনও উইকেট পাননি।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে দিনের শেষে বিনা উইকেটে ৫০ রান তুলেছে মধ্যাঞ্চল। দুই ওপেনার দানিশ মালেওয়ার ২৮ ও অক্ষয় ওয়াদকার ২০ রানে অপরাজিত রয়েছেন।

দায়িত্বে সৌরভ, তিন সপ্তাহ আগেই জানতেন এবি

'খেলুক ভারতীয় ক্রিকেটাররাও'

প্রিটোরিয়া, ১১ সেপ্টেম্বর : হেডকোচের নতুন ভূমিকায় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগে আগামীবার প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের দায়িত্ব সামলাবেন মহারাজ। চমকপ্রদ যে, খবরটা অবশ্য বাকি বিশ্বের চেয়ে তিন সপ্তাহ আগেই নাকি জানতেন এবি ডিভিলিয়ার্স! প্রিটোরিয়ার ঘরের ছেলে এবি। দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেটের অন্যতম কিংবদন্তিও। নিজের শহরের ফ্র্যাঞ্চাইজির হেডকোচ হতে চলেছেন সৌরভ, খবরটা নাকি আগেই তাঁর কাছে চলে এসেছিল।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে সৌরভকে নিয়ে এমনই দাবি করেছেন প্রোটিয়া তারকা। এবি বলেছেন, 'আমার ঘরের দল প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের হেডকোচের দায়িত্ব নিতে চলেছেন সৌরভ। সত্যি কথা বলতে, সপ্তাহ তিনেক আগেই খবরটা আমার কাছে ছিল। এতদিন যা আমাদের (সৌরভ ও এবি) মধ্যেই ছিল। বেশ কিছু বিষয়ে আমাদের মধ্যে কথাও হয়েছে। তবে পুরোটাই ব্যক্তিগত আলোচনা, প্রকাশ্যে আনতে চাই না।'

হেডকোচ হিসেবে সৌরভকে পেয়ে খুশির মধ্যে একটাই আক্ষেপ, নিলাম তালিকায় কোনও ভারতীয় ক্রিকেটারের নাম না থাকা। প্রোটিয়া কিংবদন্তির মতে, তার কাছে ভারতীয় খেলোয়াড়দের অনুপস্থিতি দুর্ভাগ্যজনক। সদ্য অবসর নেওয়ার পর রবিচন্দ্রন অশ্বীনের সামনে সুযোগ ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগের নিলাম তালিকায় নাম নথিভুক্ত করার। বদলে আইএলটি২০-তে নাম লিখিয়েছেন ভারতীয় অফস্পিনার।

ডিভিলিয়ার্সের বিশ্বাস, ভারতীয় খেলোয়াড়দের নিয়ে 'প্রাচীর' সরিয়ে দিতে তাঁরা সক্ষম হবেন। আগামীদিনে ভারতীয় প্লেয়াররাও অংশ নেবেন দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগে। একইসঙ্গে নিজের ইউটিউব চ্যানেলে এবির আবেদন, 'ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের চুক্তির আওতায় না থাকা প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার বন্ধুদের কাছে আবেদন, তারা আমাদের লিগে নাম লেখাক। এখানে এসে খেলুক। এসএটি২০ দারুণভাবে হচ্ছে। এই লিগের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমি খুশি।'

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

দেবতমা ব্রহ্ম : তোর ১৫তম জন্মদিনে অনেক অনেক আশীর্বাদ আর শুভ কামনা রইলো। ঈশ্বরের কাছে তোর সুস্থ সুদীর্ঘ ভবিষ্যৎ জীবন কামনা করি। বাবা - বুবাই, মা - অর্চনা, ঠাকুমা - সোনা ব্রহ্ম।

বাগানের অনুশীলনে অনিরুদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু খেলতে নামার আগে স্বস্তির বাতাস মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট শিবিরে। চোট সারিয়ে বৃহস্পতিবার থেকে দলের সঙ্গে পুরোদমে অনুশীলন শুরু করে দিলেন অনিরুদ্ধ থাপা। গোয়ার সঙ্গে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার পর বুধবার ফুটবলারদের ছুটি দিয়েছিলেন কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। এদিন থেকেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন বাগান কোচ। অনুশীলন শুরুর আগে ফুটবলারদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক সারেন মোলিনা। তুর্কমেনিস্তানের ক্লাব আহল এফকে-এর বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে বেশ স্বস্তিতে তিনি। পেশির অস্বস্তি কাটিয়ে দলের সঙ্গে অনুশীলন করেছেন আলবার্তো রডরিগেজ। জেমি ম্যাকলারেনও এদিন অনুশীলন করেছেন। তবে কোমরে হালকা সমস্যা হওয়ায় এদিন বেশিক্ষণ অনুশীলন করেননি মনবীর সিং।

বৃহস্পতিবার ছিল টম অ্যালড্রেডের জন্মদিন। অনুশীলন শেষে সমর্থকদের সঙ্গে কেক কাটলেন তিনি। আপাতত বাগান শিবির রয়েছে ফুরফুরে মেজাজে। এদিকে শুক্রবার রাতে কলকাতায় আসছে আহল এফকে।

নামের চাপেই কাঁপুনি, অকপট রাজপুত

ম্যাচ শেষে আবেগে ভাসলেন গিল-সিমরন

দুবাই, ১১ সেপ্টেম্বর : শুভমান গিলের কি আমাকে মনে আছে?

ভারত ম্যাচের আগে শুভমানকে নিয়ে স্মৃতিমেদুরতায় ভুগছিলেন সংযুক্ত আরব আমিরশাহির সিমরনজিৎ সিং। উত্তরটা পেলেন স্বয়ং শুভমানের থেকেই। সিমরনজিৎকেই বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ম্যাচ শেষ করার পর প্রাক্তন সতীর্থকে জড়িয়ে ধরলেন ভারতের টেস্ট অধিনায়ক।

প্রায় ১৪ বছর পর দেখা। হারজিত ভুলে দুজনে মিলে ফিরে গেলেন ২০১১-'১২ সালের মোহালি স্টেডিয়ামে প্রস্তুতির দিনগুলিতে। যেখানেও বোলারের ভূমিকা পালন করতেন সিমরন। যার বলে ব্যাটিং অনুশীলন সারতেন সেদিনের খুদে শুভমান। গতকাল বুর্জ খালিফার শহর দুবাইয়ে পুনর্মিলনের মঞ্চে দুজনের গায়ে দুই দেশের জার্সি।

> সত্যি কথা বলতে, এটা মোটেই টার্নিং পিচ ছিল না। বরং ব্যাটিংয়ের জন্য ভালো উইকেট। আসলে ভারতীয় বোলারদের স্কিল ব্যবধান গড়ে দেয়। বিশেষত, ওদের রিস্ট স্পিনাররা। ওরা যে কোনও পিচে টার্ন করাতে পারে। যেভাবে বল করছে, যে লেংথে বল করেছে, তা প্রশংসনীয়।
>
> **লালচাঁদ রাজপুত**
> (সংযুক্ত আরব আমিরশাহির কোচ)

প্রতিপক্ষকে মাত্র ৫৭ রানে গুটিয়ে দিয়ে একপেশে ম্যাচের স্ক্রিপ্ট তৈরি করে দেন ভারতীয় বোলাররা। কুলদীপ যাদব, বরুণ চক্রবর্তীদের স্পিন বুঝতেই পারেননি ব্যাটাররা। টেলএন্ডারদের দ্রুত ডাগআউটের রাস্তা দেখান শিবম দুবেও। আমিরশাহির কফিনে এরপর বাকি পেঁরেক পুঁতে দেয় অভিষেক শর্মা, শুভমান গিলদের ঝোড়ো ব্যাটিং। মাত্র ২৭ বলেই ম্যাচ পকেটে!

ম্যাচ শেষে বন্ধু সিমরনজিৎ সিংয়ের সঙ্গে আড্ডায় শুভমান গিল।

দলের চূড়ান্ত ব্যর্থতায় একরাশ লজ্জা নিয়ে ফিরতে হয় আমিরশাহির কোচ লালচাঁদ রাজপুতকে। ২০০৭ সালে উদ্বোধনী টি২০ বিশ্বকাপে রাজপুতের প্রশিক্ষণেই চ্যাম্পিয়ন হয় মহেন্দ্র সিং ধোনির দল। মাঝের ১৮ বছরে গঙ্গা দিয়ে প্রচুর জল বয়ে গিয়েছে। রাজপুতের হাতে বর্তমানে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির দায়িত্ব। শক্তিশালী ভারতের বিরুদ্ধে তাঁর নতুন ছাত্ররা লড়াই করবে, তা দেখার জন্য মুখিয়ে ছিলেন তিনি।

ম্যাচজুড়ে যদিও উলটো ছবি। রাজপুতও স্বীকার করে নিলেন, ভারতীয় দলের তারকাদের নামেই কার্যত কেঁপে গিয়েছে তাঁর ব্যাটিং বিভাগ। অজুহাতের রাস্তায় হাঁটার বদলে ব্যর্থতা স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন, 'সত্যি কথা বলতে, এটা মোটেই টার্নিং পিচ ছিল না। বরং ব্যাটিংয়ের জন্য ভালো উইকেট। আসলে ভারতীয় বোলারদের স্কিল ব্যবধান গড়ে দেয়। বিশেষত, ওদের রিস্ট স্পিনাররা। ওরা যে কোনও পিচে টার্ন করাতে পারে। যেভাবে বল করছে, যে লেংথে বল করেছে, তা প্রশংসনীয়।'

আমিরশাহির ওপেনাররা কিন্তু খারাপ শুরু করেননি। ৫৭ রানের মধ্যে ৪১ রান করেন দুই ওপেনার আলিশান শরাফু ও মহম্মদ ওয়াসিম। বাকিদের অবদান ১৬! যার মধ্যে রয়েছে শ্রীযুক্ত অতিরিক্ত। রাজপুতের অকপট স্বীকারোক্তি, 'প্রথমবার এরকম দক্ষ স্পিনারদের বিরুদ্ধে খেলল আমাদের ব্যাটাররা। প্রতিপক্ষ শিবিরের বড় নামের চাপও ছিল। তবে বাস্তব যাই হোক, ২০ ওভার ব্যাটিং করা উচিত ছিল। আমাদের জন্য এটা শিক্ষণীয়।'

বোর্ড সভাপতির দৌড়ে 'না' শচীনের

নাম ভাসছে শাস্ত্রী, দ্রাবিড়, মোরের

মুম্বই, ১১ সেপ্টেম্বর : আচমকাই জল্পনা শুরু হয়েছিল। তাঁর নাম অপ্রত্যাশিতভাবে সামনে এসেছিল। জানা গিয়েছিল, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি পদে আসতে চাইছেন শচীন তেন্ডুলকার। এমন খবর সামনে আসার পর ২৮ সেপ্টেম্বর বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভা বাড়তি গুরুত্ব পেয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ শুরু হওয়া সেই জল্পনায় জল ঢাললেন শচীন। তিনি জানিয়ে দিলেন, পুরোটাই গুজব। বোর্ড সভাপতি পদে শচীন আগ্রহী বলে সম্প্রতি যে খবর সামনে এসেছিল, তা ভিত্তিহীন। শচীনের কথায়, 'সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর থেকে জানতে পেরেছি, আমি বোর্ড সভাপতির পদে আগ্রহী। বাস্তব এমন নয় একেবারেই। স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছি, আমি বোর্ড সভাপতির পদের দৌড়ে নেই।'

শচীনের প্রতিক্রিয়া সামনে আসার পর স্বাভাবিকভাবে নয়া জল্পনাও শুরু হয়ে গিয়েছে। শচীন রাজি না হলে কে সেই প্রভাবশালী ও অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ভারতীয় ক্রিকেটার, যিনি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও রজার বিনির পর বোর্ডের সভাপতি হতে পারেন। আপাতত স্পষ্ট কোনও জবাব নেই। রাতের দিকের খবর, নয়া বোর্ড সভাপতির দৌড়ে নাম ভাসছে রবি শাস্ত্রী, রাহুল দ্রাবিড় ও কিরণ মোরের। বিসিসিআইয়ের একটি সূত্র দাবি করেছে, এই তিন প্রাক্তন ক্রিকেটারের মধ্যে কোনও একজন পরবর্তী বোর্ড সভাপতি হতে পারেন। ক্রিকেট পরবর্তী জীবনে শচীন কখনও বলেননি তিনি প্রশাসনে আসতে আগ্রহী। কিন্তু তারপরও যেভাবে তাঁকে বোর্ড সভাপতি পদে বসিয়ে দেওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়েছিল, তা ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরে চমক সৃষ্টি করেছিল। আজ সেই চমকের অবসান হল। এখন দেখার, বোর্ডের নয়া সভাপতি কে হন।

এদিকে, সিএবি-তে মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষদিন রবিবার। সেদিনই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সভাপতি পদে মনোনয়ন জমা দেবেন। সিএবি থেকে বোর্ডে প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি সৌরভই দেখবেন।

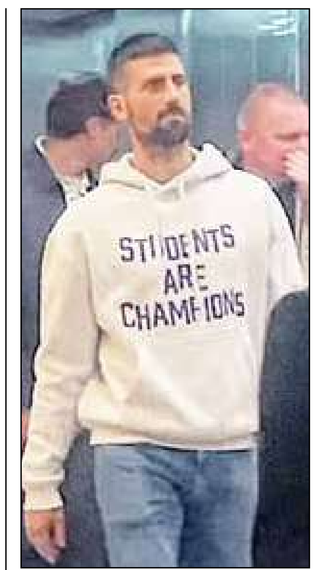

এই হুডি পরে প্রতিবাদ জানিয়ে সার্বিয়া সরকারের রোষানলে পড়েন নোভাক জকোভিচ।

দেশ ছাড়লেন জকোভিচ

এথেন্স, ১১ সেপ্টেম্বর : সার্বিয়াজুড়ে সরকারবিরোধী আন্দোলন ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে নিজের পরিবার নিয়ে দেশ ছাড়লেন টেনিস তারকা নোভাক জকোভিচ।

এক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের দাবি, ইতিমধ্যে পরিবার নিয়ে গ্রিসে চলে এসেছেন জকোভিচ। এথেন্সে একটি বাড়িও কিনেছেন তিনি। গ্রিক গোল্ডেন ভিসার জন্য আবেদন করতে চলেছেন ২৪ বারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী তারকা।

গত বছর ডিসেম্বর মাসে সার্বিয়ার নোভি সাদ রেলস্টেশনে এক মর্মান্তিক ঘটনায় ১৬ জন প্রাণ হারান। তারপর থেকেই সার্বিয়াজুড়ে সরকারবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। সেই আন্দোলনকে প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়েছিলেন জকোভিচ। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে একটি ম্যাচ জেতার পর সেই জয় সরকারবিরোধী আন্দোলনে আহত এক ছাত্রকে উৎসর্গ করেছিলেন। এমনকি বেলগ্রেডে একটি বাস্কেটবল ম্যাচ দেখতে 'স্টুডেন্টস অ্যান্ড চ্যাম্পিয়ন' লেখা টি-শার্ট পরে গিয়েছিলেন। যার ফলে সরকারের রোষানলে পড়েন জকোভিচ। যে কারণে দেশত্যাগ করেছেন এই টেনিস কিংবদন্তি।

খালিদে পূর্ণ আস্থা নেই বাইচুংয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর: প্রাক্তন সতীর্থর ধারাবাহিকতা নিয়ে চিন্তিত বাইচুং ভুটিয়া।

কঠিন সময় ভারতীয় ফুটবল দলের দায়িত্ব নিয়ে আশার আলো দেখিয়েছেন খালিদ জামিল। প্রাক্তন ফুটবলার বাইচুং যদিও তারপরও জাতীয় দলে তাঁর প্রাক্তন সতীর্থ খালিদের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখতে পারছেন না। বাইচুং বলেছেন, 'কাফা নেশনস কাপে ব্রোঞ্জ জয় নিঃসন্দেহে ইতিবাচক ফলাফল। শুরুটা ভালো হয়েছে। তবে আইএসএলে ওঁর দল একদিন শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে হারাত, আবার পরের ম্যাচে খারাপভাবে হেরে যেত। জাতীয় দলে সফল হতে হলে ধারাবাহিকতা দেখাতে হবে।'

স্ট্রাইকারদের গোল না পাওয়া নিয়েও চিন্তিত বাইচুং। বলেছেন, 'কাফা নেশনস কাপে আমাদের সব গোলই এসেছে ডিফেন্ডারদের থেকে, সেটপিসে। স্ট্রাইকারদের থেকে কোনও গোল নেই। এটা উদ্বেগজনক। সব সময় ডেডবল পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করা যাবে না। আক্রমণভাগকে শক্তিশালী করতে হবে।'

এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন করতে না পারলেও নৌশাদ মুসার অনূর্ধ্ব-২৩ ভারতীয় দলের লড়াকু ফুটবল সমাদৃত হচ্ছে দেশজুড়ে। সেই দলের বেশ কয়েকজন ফুটবলারকে সিনিয়ার দলে দেখতে চাইছেন পাহাড়ি বিছে। তবে অনূর্ধ্ব-২৩ দলকে যে দেশের সর্বোচ্চ লিগে খেলানোর দাবি উঠেছে তার পক্ষে নেই বাইচুং। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, 'আমরা আগেও ইন্ডিয়ান অ্যারোজকে দেখেছি। কিন্তু এটা সঠিক পথ নয়। বিশ্বজুড়ে সেরা দলগুলো দেখুন, ক্লাবগুলোই গ্রাসরুট থেকে তরুণদের গড়ে তুলেছে। আমাদেরও আইএসএল ও আই-লিগের ক্লাবগুলোকে তরুণদের সুযোগ দিতে হবে।'

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে লাল-হলুদের মেয়েরা শক্ত গ্রুপে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : এএফসি মহিলা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মূলপর্বে শক্ত গ্রুপে ইস্টবেঙ্গল।

এদিন এএফসির সদর দপ্তর কুয়ালালামপুরে হয়ে গেল টুর্নামেন্টের ড্র। গ্রুপ 'বি'-তে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে থাকছে ইউহান জিয়াঙ্গদা এফসি (চিন), বাম খাতুন এফসি (ইরান) ও পিএফসি নাসাফ (উজবেকিস্তান)। টুর্নামেন্ট হবে ১৭ থেকে ২৩ নভেম্বর। আইডব্লিউইএল চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল এর আগে বাছাইপর্বে গ্রুপ 'ই' থেকে শীর্ষস্থান দখল করে কিচটি এফসি, ফেনম পেনহ ক্রাউনের থেকে এগিয়ে থাকায়। গত মাসে কম্বোডিয়াতে হয় এই বাছাইপর্ব। এবার মূলপর্বের সব ম্যাচই হবে চিনে। এশিয়ার সেরা ১২ দলকে তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপের চার দল লিগ ফর্ম্যাটে খেলবে। গ্রুপ বি'-এর ম্যাচগুলি হবে গ্রুপেরই অন্যতম দল ইউহান জিয়াঙ্গদাতে। চিনের এই ক্লাবই গতবারের এএফসি মহিলা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ চ্যাম্পিয়ন। প্রতিটি গ্রুপের প্রথম দুই দল ও দুটি দ্বিতীয় সেরা দল নক আউট পর্যায়ে যাবে। সিঙ্গল লেগ এই কোয়ার্টার ফাইনাল আগামী বছর মার্চে অনুষ্ঠিত হবে। এরপর সেমিফাইনাল ও ফাইনাল হবে ২০ ও ২৩ মে।

ইস্টবেঙ্গলের কাছে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ হল আয়োজক ক্লাব। যারা চিন মহিলা লিগের পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন ও গতবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ চ্যাম্পিয়ন। ইরানের বাম খাতুনও গতবারের কোয়ার্টার ফাইনালিস্ট। একইভাবে নাসাফ উজবেকিস্তানের মহিলা লিগে ইতিহাস সৃষ্টিকারী ১৬ বারের চ্যাম্পিয়ন দল। এই দলটি অবশ্য ইস্টবেঙ্গলের মতোই বাছাইপর্ব থেকে এবারই প্রথম মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

> **ইস্টবেঙ্গলের গ্রুপের খেলা**
>
> বাম খাতুন
> (১৭ নভেম্বর)
>
> ইউহান জিয়াঙ্গদা
> (২০ নভেম্বর)
>
> পিএফসি নাসাফ
> (২৩ নভেম্বর)

৪২ রানের ইনিংসে হংকংকে টানলেন নিজাকত খান। বৃহস্পতিবার আবু ধাবিতে।

হংকংকে লড়াইয়ে রাখলেন নিজাকতরা

হংকং-১৪৩/৭
বাংলাদেশ-৭৪/২ (১০ ওভার পর্যন্ত)

আবু ধাবি, ১১ সেপ্টেম্বর : আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে হার থেকে শিক্ষা নিলেন হংকং ব্যাটাররা। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে হংকং তুলল ১৪৩/৭। শুরুতে উইকেট তুলেও সেই চাপ ধরে রাখতে পারেনি বাংলাদেশ বোলাররা। সৌজন্যে নিজাকত খানের লড়াকু ৪২ রানের ইনিংস। শিশির ফ্যাক্টরের কথা মাথায় রেখে টসে জিতে বিপক্ষকে ব্যাট করতে পাঠান বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাস। তাঁর সেই সিদ্ধান্ত ঠিক প্রমাণ করে দ্বিতীয় ওভারেই তাসকিন আহমেদ (৩৮/২) তুলে নেন অংশুমান রথকে (৪)। পঞ্চম ওভারে বাবর হায়াতকে (১৪) সাজঘরের রাস্তা দেখান তানজিম হাসান সাকিব (২১/২)। শুরুর সেই ধাক্কা সামাল দেন হংকংয়ের নিজাকত ও জিশান আলি (৩০)। তৃতীয় উইকেটে তাঁরা জোড়েন ৪১ রান। সেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে ঝোড়ো ইনিংস খেলেন ইয়াসিম মুর্তাজা (২৮)। তাঁদের প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত লড়াই করার মতো জায়গায় পৌঁছায় হংকং। বল হাতে বাংলাদেশকে বেঁধে রাখার চেষ্টা করছে হংকং। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের স্কোর ১০ ওভারে ৭৪/২।

দাপুটে জয়ে সুপার সিক্স শুরু ইস্টবেঙ্গলের

ইস্টবেঙ্গল-৩ (নসিব, বিষ্ণু, গুইতে)
ইউনাইটেড কলকাতা-০

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : কলকাতা ফুটবল লিগে সুপার সিক্স পর্বের শুরুতেই স্বস্তির জয় ইস্টবেঙ্গলের। ইউনাইটেড কলকাতা এসসিকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিল লাল-হলুদ বাহিনী।

ম্যাচে শুরুর দিকটায় ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের মধ্যে তালমিলের অভাব বেশ চোখে পড়ছিল। সুযোগ তৈরি হলেও নিজেদেরই ভুলে বক্সের আশপাশে বারবার বলের নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছিলেন ডেভিড লালহালানসাঙ্গা, আমন সিকেরা। এরই মধ্যে ২৯ মিনিটে ইউনাইটেড কলকাতাকে এগিয়ে দিতে পারতেন সমীর বায়েন। বিপক্ষ গোলরক্ষককে একা পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ হন তিনি। এক্ষেত্রে যদিও লাল-হলুদ গোলরক্ষক গৌরব সাউয়ের প্রশংসা প্রাপ্য।

এরপর থেকেই দাপট দেখাতে শুরু করে বিনো জর্জের ইস্টবেঙ্গল। ৩৭ মিনিটে ডেভিডের থেকে বক্সে বল পেয়েও লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হন পিভি বিষ্ণু। পরের মিনিটে সেই বিষ্ণুই বল ভাসান শ্যামল বেসরাকে লক্ষ্য করে। তবে শ্যামল সেই বলের নাগালই পেলেন না। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে অবশেষে গোলমুখ খোলেন নসিব রহমান। আমন সিকের সেন্টার মাথা দিয়ে নামিয়ে গোলে বল ঠেলে দেন নসিব।

ম্যাচের শুরু থেকে খানিক ফ্যাকাশে লাগছিল ডেভিড ও শ্যামলকে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে তাঁদের তুলে ভানলালপেকা গুইতে ও মনোতোষ মাঝিকে নামাতেই আরও আগ্রাসী দেখাল ইস্টবেঙ্গলকে। ৪৮ মিনিটে প্রায় ২৫ গজ দূরে ফ্রি-কিক পায় ইস্টবেঙ্গল। সেখান থেকে বাঁ পায়ের বাঁক খাওয়ানো শটে লক্ষ্যভেদ করেন বিষ্ণু। ৫১ মিনিটে ইউনাইটেড গোলরক্ষককে পিছনে ফেলে গোল লক্ষ্য করে বল ঠেলে দিয়েছিলেন মনোতোষ। তবে গোললাইনের ঠিক আগে থেকে ওই বল বিপন্মুক্ত করেন ইউনাইটেড কলকাতার শুভ বিশ্বাস। ৬৯ মিনিটে ইস্টবেঙ্গলের তৃতীয় গোলটি করেন গুইতে। বিক্রম প্রধানের পাস বিপক্ষ ফুটবলারের পায়ে লেগে তাঁর কাছে চলে আসে। বক্সের মধ্যে থেকে গুইতের শট ক্রসবার ছুঁয়ে জালে জড়িয়ে যায়। শেষ কয়েক মিনিটে লাল-হলুদ রক্ষণে চাপ তৈরির চেষ্টা করলেও ম্যাচে কোনও ফারাক গড়তে পারেনি ইউনাইটেড কলকাতা।

শিনগার্ডে বাবার ছবি দেখাচ্ছেন ইস্টবেঙ্গলের ভানলালপেকা গুইতে।

এদিন সুপার সিক্সের অন্য ম্যাচে সুরুচি সংঘকে ৪-০ গোলে হারাল ডায়মন্ড হারবার এফসি। এই ডায়মন্ডের বিরুদ্ধে লিগে পরের ম্যাচ খেলবে ইস্টবেঙ্গল। মুখোমুখি সাক্ষাতের আগে প্রতিপক্ষকে খোঁচা দিয়েই লাল-হলুদ কোচ বিনোর মন্তব্য, 'গতবার সুপার সিক্সে ডায়মন্ড হারবার আমাদের বিরুদ্ধে ম্যাচই খেলেনি। সেজন্য এখনও ট্রফি হাতে পাইনি আমরা। আশা করছি এবার ওরা পূর্ণশক্তির দল নিয়েই মাঠে নামবে।'

ইস্টবেঙ্গল : গৌরব, জোসেফ, প্রভাত, চাকু, বিক্রম, নসিব, তন্ময় (সঞ্জয়), শ্যামল (মনোতোষ), আমন (জেসিন), ডেভিড (গুইতে) ও বিষ্ণু (এডমুন্ড)।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 65G 16540 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "জীবনে আমি অনেক কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলাম এবং এক পর্যায় আমি প্রায় আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। ঠিক সেই সময়েই ডিয়ার লটারি আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। এক কোটি টাকা জেতা শুধু আমার আর্থিক অবস্থাই বদলায়নি, বরং ভবিষ্যতে যে কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার বিশ্বাস ও আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - এর একজন বাসিন্দা নরেন্দ্র পাল সিং - কে 15.06.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

উত্তরের খেলা

নরেন্দ্র কাপ শুরু

সোনাপুর, ১১ সেপ্টেম্বর : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বাবুরহাট মাঠ এলাকায় বৃহস্পতিবার শুরু হল নরেন্দ্র কাপ ফুটবল। খেলায় অংশ নেবে ২৪টি দল। প্রথম দিনে গ্রুপ এ-র ৮টি দলের মধ্যে খেলা হয়। তাদের মধ্যে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছে ছত্রপতি শিবাজি, বিশ্বমিত্র, গুরুজী এবং বীর সাভারকর দল।

ফাইনালে পিকে

ময়নাগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : উত্তর মৌয়ামারি আদর্শ ক্লাব ও পাঠাগারের মদেয়া রায় ও গণেশ চন্দ্র রায় ট্রফি নক আউট ফুটবলের ফাইনালে উঠল কোচবিহারের পিকে দল। বৃহস্পতিবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে জয় পেয়েছে বানারহাট এফসি-র বিরুদ্ধে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর বালাবন মর্নিং স্টার ক্লাব। ছবি : সৌরভ রায়

খেতাব মর্নিং স্টারের

কুশমণ্ডি, ১১ সেপ্টেম্বর : মৌলাই ইয়ং স্পোর্টিং ক্লাবের ৮ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল কালিয়াগঞ্জের বালাবন মর্নিং স্টার ক্লাব। ফাইনালে তারা ২-০ গোলে জয় পেয়েছে মালদার হরিতলা পবিত্র একাদশের বিরুদ্ধে। চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলকে ট্রফি সহ আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

প্রীতি সংঘের ড্র

হলদিবাড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : পাঠান পাড়া পল্লি যুব সংঘের ছত্রধর রায় বসুনিয়া ও বাণী রায়বসুনিয়া ট্রফি জুনিয়ার ফুটবলে বৃহস্পতিবার নয়া সড়ক ব্যবসায়ী সমিতি ও ফিরিঙ্গিরডাঙ্গা প্রীতি সংঘের ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়েছে। শুক্রবার খেলবে উত্তর পাঠানপাড়া জুনিয়ার ও ভারতীয় যুব সংঘ জ্ঞানদাস।

জয়ী নাওথোয়াটারি

পলাশবাড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি মহাকালধাম নবোদয় ক্লাবের ফুটবলে বৃহস্পতিবার মথুরা চা বাগানের নাওথোয়াটারি টাইব্রেকারে ৩-০ গোলে পুণ্ডিবাড়ির দেশবন্ধু ক্লাবকে হারিয়েছে। মহাকালধামের মাঠে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ম্যাচের সেরা নাওথোয়াটারির রেশব ওরাওঁ। শুক্রবার প্রথম সেমিফাইনালে আয়োজকদের বিরুদ্ধে খেলবে জলদাপাড়া নবীন সংঘ।

ফাইনালে ফিনিক্স

লাটাগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : সবুজ সাথী ক্লাব ও উড়িয়া ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির ৮ দলীয় নক আউট ফুটবলের ফাইনালে উঠল বাতাবাড়ি ফিনিক্স। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা ১-০ গোলে সোনগাছি চা বাগানকে হারিয়েছে। একমাত্র গোলটি করেন সাজিদ আখতার।

সেমিফাইনালে চাইল্ডহুড

মাদারিহাট, ১১ সেপ্টেম্বর : হান্টাপাড়া মচু খেস মেমোরিয়াল স্পোর্টিং ক্লাবের প্রেম ওরাওঁ ট্রফি ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল সিকিমের চাইল্ডহুড এফসি। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে গজলডোবার রিয়াল মাদ্রিদকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ম্যাচের সেরা সিকিমের নরেন সুব্বা। শুক্রবার তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে শিলিগুড়ি তরুণজুবারি এফসি ও অসমের দামড়াপাড়া এফসি।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে নরেন সুব্বা। ছবি : নীহাররঞ্জন ঘোষ

কর্মশালা শুরু কাল

জলপাইগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : সিএবি-র পরিচালনায় ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় এবং সংস্থার কার্যনির্বাহী সভাপতি গৌতম দাসের উদ্যোগে দুইদিনের আম্পায়ারদের কর্মশালা শনিবার শুরু হবে। সংস্থার সচিব ভোলা মণ্ডল জানিয়েছেন, কোচবিহার, শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির প্রায় ৬০ জন আম্পায়ার এই কর্মশালায় অংশ নেবেন।